# কলির ভীমের কাণ্ড

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়

JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৮৯১.৪৪-৩১১'৪"১৮"

Book No ৪২৯ / মৈ (OR)

177 (27)

সপ্তদশ বর্ষ [ আষাঢ়, ১৩৩৬ ] তৃতীয় উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

১৩৮ নং উপন্যাস

# কলির ভীমের কাণ্ড

[ প্রথম সংস্করণ ]

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

# কলির ভীমের কাণ্ড

## প্রথম উল্লাস

### ছয় সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে

**স্মিথ** তাহার মণিবন্ধস্থিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, আমরা বোধ হয় আর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ক্রয়ডনে উপস্থিত হইতে পারিব। আমার এই অনুমান কি অসঙ্গত? এই সকল আকাশ-যান নির্দ্দিষ্ট সময়েই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়।"

মিঃ ব্লেক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হাঁ স্মিথ, উহারা সময়ের ব্যতিক্রম করে না।"

স্মিথ আরও কি বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু মিঃ ব্লেককে চিন্তামগ্ন দেখিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। তখন কাহারও বাজে কথা শুনিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

স্মিথ অস্ফুট স্বরে বলিল, "হুম্! কর্ত্তার মেজাজ এখন যেন কিছু গরম দেখিতেছি! ব্যাপার কি?"—সে তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিল না। স্মিথ জানিত—মিঃ ব্লেক যে কাজে প্যারিসে আসিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। প্যারিসের কাজ শেষ হওয়ায় তাঁহারা গগন-পথে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। সাফল্যজনিত আনন্দ তাঁহার চোখে মুখে পরিস্ফুট হইবারই কথা; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার মন যেন চিন্তাভার-প্রপীড়িত। তাঁহার এইরূপ দুশ্চিন্তার কারণ কি?

স্মিথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে বলিল, "এই সকল বড় বড় মাথার ভিতর কখন কি খেয়ালের আবির্ভাব হয় তাহা আমাদের মত লোকের

ধারণা করা অসাধ্য ! কর্ত্তা হয় ত আর একটা তদন্তের কথা চিন্তা করিতেছেন। একটা কাজ শেষ হইল, মনকে একটু বিশ্রাম দিবেন, তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে নূতন চিন্তার আলোড়ন আরম্ভ হইয়াছে ! এক মুহূর্ত্ত যদি হরমুস্ ঠুকিবার কাজটি বন্ধ থাকে !”

স্মিথ বালতির মত আকারের চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া আরাম করিতে লাগিল। তাহারা যে এরোপ্লেনে প্যারিস্ হইতে লণ্ডনে যাইতেছিল তাহা এই পথের যাত্রীবাহী অন্যান্য এরোপ্লেন অপেক্ষা বৃহত্তর। এই এরোপ্লেনখানি যেরূপ দ্রুতগামী, ইহার সাজসজ্জা, আসবাব-পত্র প্রভৃতি সেইরূপ মূল্যবান। আরাম-বিরামের সকল সরঞ্জাম তাহাতে বর্ত্তমান ছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন সেই এরোপ্লেনখানি ছয় হাজার ফিট উর্দ্ধে চলিতেছিল। স্মিথ অনুমান করিল—তখন তাহারা ইংলণ্ডের সরে জেলার উপর দিয়া চলিতেছিল। ক্রমশঃ তাহা ঘুরিতে ঘুরিতে কেণ্ট জেলার উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহারা শীঘ্রই ক্রয়ডনে উপস্থিত হইবেন। স্মিথ ক্রয়ডনে অবতরণ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। সে ‘সেলুনে’ বসিয়া সেই কক্ষের মূল্যবান আসবাব-পত্র দেখিতে লাগিল। তখন সেই কক্ষ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত ; সেই উজ্জ্বল আলোকের দিকে চাহিতে চাহিতে মিঃ ব্লেকের মাথার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে দেখিল—মিঃ ব্লেকের মাথার দুই চারি গাছি চুল পাকিয়া গিয়াছে। স্মিথ তাহা পূর্ব্বে কোন দিন লক্ষ্য করে নাই।

অতঃপর সেলুনের পশ্চাদ্ভাগে স্মিথের দৃষ্টি পড়িল। সেই দিকে দুই সারি চেয়ারে অনেকগুলি আরোহী বসিয়া ছিল। এই দুই সারি আসনের মধ্যে সঙ্কীর্ণ ব্যবধান ; কিন্তু সেই দুই সারিতে কোন আসন খালি ছিল না।

সেই সকল আসনে যে সকল লোক বসিয়া ছিলেন—তাঁহাদের দিকে স্মিথের দৃষ্টি ছিল না। এরোপ্লেনের ‘ঘ্যানর-ঘ্যানর’ শব্দ যে কোন সাধারণ ‘একস্‌প্রেস’ ট্রেণের শব্দ অপেক্ষাও সুতীব্র মনে হওয়ায় স্মিথ কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। কিন্তু সেই একঘেয়ে শব্দেরও যেন কি মাদকতা শক্তি

ছিল; তাহা তাহার চিত্তকে অন্তর্মুখী করিল। অবশেষে তাহার হাঁই উঠিতে লাগিল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "দুঃখের বিষয় ইহারা এই উড়ো জাহাজ লণ্ডনে লইয়া যাইতে পারিবে না; আমাদিগকে ক্রয়ডনেই নামিতে হইবে। তাহার পর শুল্ক আফিসের কর্ম্মচারীদের হাতে পড়িয়া কিছুকাল নাস্তানাবুদ! সে এক দারুণ উপসর্গ! তবে তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই; আমরা অবশিষ্ট কয়েক মাইল গ্রে প্যান্থারের সাহায্যে অনায়াসেই পাড়ি জমাইতে পারিব।—কোন রকমে বাড়ী পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি!"

স্মিথ সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। অসীম গগনমণ্ডল সুবিস্তীর্ণ নীলাম্বুরাশির ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। সুনীল অনন্ত আকাশের দৃশ্য বৈচিত্র্যবিহীন। তখন সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। গোধূলির আলোক ও সন্ধ্যার ছায়া গগনমণ্ডল ও ধরাতল ব্যাপিয়া পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ। সেই সময় আকাশে আর কোন এরোপ্লেন ছিল না, কেবল সেইখানিই আকাশ-পথের শেষ পথিক। এরোপ্লেন সবেগে ক্রয়ডন অভিমুখে প্রধাবিত। ক্রয়ডনের এরোপ্লেনের আড্ডার উজ্জ্বল দীপালোকগুলি গগনবিহারী এরোপ্লেনের আরোহীগণের দিবাভ্রান্তি উৎপাদন করিল।

ঊর্দ্ধাকাশে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা সঞ্চিত হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় করিয়া তুলিল; কিন্তু বায়ুপ্রবাহ স্বাভাবিক, ঝটিকার বিন্দুমাত্র আভাস অনুভূত হইল না। এরোপ্লেনখানি সুপথগামী উৎকৃষ্ট মোটর-কারের মত সহজ গতিতে লক্ষ্যপথে ধাবিত হইতেছিল।

স্মিথ হাঁই তুলিয়া মিঃ ব্লেকের কাঁধে ধাক্কা দিয়া হঠাৎ বলিল, "কর্ত্তা, টাইগার ক্রয়ডনে আসিবে ত? আপনি তাহাকে আনিতে বলেন নাই কি? টাইগারকেও সঙ্গে লইয়া—"

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "না স্মিথ, এখন তুমি ঐ কর্ম্মটি করিও না।"

স্মিথ বলিল, "উহা করিলে কি কাঁধে মাথা থাকিবে না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কি ছেলেমানুষী না করিয়া ( childish way ) বাকি পথটুকু পার হইতে পারিবে না ? তুমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাক, বা দুই হাতের আঙ্গুল মট্‌কাও, না হয় খানিক ঘুমাইয়া লও ;—যাহা ইচ্ছা করিতে পার—আমার আপত্তি নাই ; কেবল আমাকে বিরক্ত করিও না।" (do anything, infact, except bother me. )

স্মিথ বলিল, "টাইগারের কথা বলিলে আপনি বিরক্তি প্রকাশ করেন না ; সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি টাইগারকে কি—"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "গোল্লায় যাও তুমি ! টাইগার গ্রে প্যান্থারেই থাকিবে। আমি গ্রে প্যান্থারকে ক্রয়ডনে আনিবার জন্য গ্যারেজে টেলিগ্রাম করিয়াছি। টাইগারও সেই গাড়ীতে আসিবে—বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ; মাঠের খোলা বাতাস তাহার ভালই মনে হইবে। এখন যদি মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলেই আমি বাঁচিয়া যাই।"

স্মিথ বলিল, "আজ আপনার মেজাজ এ রকম চঞ্চল হইল কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মেজাজ চঞ্চল হয় নাই, তবে আমার বিরক্তি বোধ হইতেছে বটে !"

স্মিথ ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আমার অপরাধ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই ; বিরক্তিটা আমার নিজের উপর।"

স্মিথ বলিল, "সে স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু আপনার এই ভাবান্তরের কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্যারিসে আমরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই সকল কাজ শেষ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং আপনাকে প্রফুল্ল দেখিবারই আশা করিতেছিলাম।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া চিন্তাকুল চিত্তে একটা চুরুট ধরাইয়া লইলেন। তাহা দেখিয়া এরোপ্লেনের একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে চুরুট নিবাইতে আদেশ করিল। মিঃ ব্লেকও জানিতেন এরোপ্লেনে ধূমপান নিষিদ্ধ ;

তথাপি তিনি অন্যমনস্কতা বশতঃ এই নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া লজ্জিত হইলেন, নিজের উপর তাঁহার একটু রাগও হইল।

স্মিথের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। মিঃ ব্লেক যখন এরোপ্লেনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রফুল্ল ছিলেন; তাহার পর কি কারণে হঠাৎ তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন হইল তাহা স্মিথ বুঝিতে পারিল না; সে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া নীচে দৃষ্টিপাত করিল। নীচে প্রায় দুই মাইল দূরে এক স্থানে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল—দেখিয়া সে বিস্মিত হইল; কারণ তাহা সাধারণ আগুন নহে, ভীষণ অগ্নিকাণ্ড বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড! কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়াছে, কিংবা বিচিলীর গাদায় আগুন—ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোথায় আগুন?"

স্মিথ অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "নীচে—ঐ দেখুন। খুব জোরে জ্বলিতেছে। ব্যাপার কি কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক নীচে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, আগুনই বটে! কিন্তু ওজন্য আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? ঘরের আগুন, কি বিচিলীর গাদায় আগুন, তাহা জানিতে না পারিলেই বা ক্ষতি কি? ও সম্বন্ধে তোমার দুশ্চিন্তা অনাবশ্যক, তুমি এখন কিছুকাল ঘুমাইয়া লও।—আর আমাকে বিরক্ত করিও না।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে অন্য কোন কথা না বলিয়া পুনঃ পুনঃ সেলুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রথম সারির মাথায় একজন আরোহী বসিয়াছিল। মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি তাহারই উপর সন্নিবদ্ধ। সেই আরোহী কখন অন্যান্য আরোহীর মুখের দিকে, কখন বা জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল—লোকটি পূর্ব্বে কোন দিন এরোপ্লেনে আরোহণ করে নাই।

লোকটি প্রাচীন, মাথার চুলগুলি সমস্তই পাকিয়া গিয়াছিল; এবং তাহা এরূপ দীর্ঘ যে, তাহার কপালের দুইপাশে ও ঘাড়ের নীচে লতাইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার মুখে দাড়ি ছিল না ; গোঁফগুলি পাকা, এবং তাহার পিঠে অত্যন্ত স্থূল ও উচ্চ কুঁজ !

মিঃ ব্লেক যখন প্যারিসের 'এরোড্রোমে' উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় এই বৃদ্ধটিকে এরোপ্লেনের সেলুনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই মিঃ ব্লেক অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি এই বৃদ্ধকে পূর্ব্বে কোন দিন দেখেন নাই। বৃদ্ধের চেহারা দেখিলে মনে হইত—লোকটি পাদরী, এবং দর্শকের মনে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধারও সঞ্চার হইত। তাহার পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় ছত্‌রিওয়ালা প্রকাণ্ড টুপি। লোকটির মুখ সদা-হাস্যময়। যে সকল আরোহী তাহার অদূরে বসিয়া ছিল, বৃদ্ধ হাসিয়া হাসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক এই বৃদ্ধকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন কি না—তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল অনেক দিন পূর্ব্বে এইরূপ আকারের একটি লোককে তিনি দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই লোকটি কে, এবং তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার স্মরণ হইল না। তাহার চক্ষুদু'টি যে তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট, এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। সেই চক্ষুদু'টি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত, লোকটি পরিহাসরসিক, চঞ্চলপ্রকৃতি, এবং খামখেয়ালী।

মিঃ ব্লেক লোকটিকে চিনিতে না পারায় স্মরণ শক্তির অভাবের জন্য নিজের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মুখ দেখিলে তাহাকে বহুদিন পরেও চিনিতে পারিতেন ; কিন্তু এই লোকটিকে তিনি চিনিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি এই চিন্তা ত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলেন। সেই অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার একটু আগ্রহ হইলেও তিনি সেই কৌতূহল সংবরণ করিলেন।

বৃদ্ধটি চেয়ারে বসিয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া অকারণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার চিৎকার শুনিয়া স্মিথ বলিল, "মহাশয়ের হঠাৎ এ রকম স্ফূর্ত্তির কারণ—"

স্মিথের কথা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই সেলুনের আরোহী-দের মুখের দিকে এরূপ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, সকলেই অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন ; দুইটি মহিলা তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ভীতিবিহ্বল ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। (were staring in a frightened sort of way.)

বৃদ্ধ তাঁহাদের আতঙ্কিত ভাব লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "স্থির হও ; তোমরা ভয় পাইও না ; আমি কাহারও কোন ক্ষতি করিব না। হাঁ, আমি অঙ্গীকার করিতেছি—আমার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হইবে না। আমি কি কাহাকেও আঘাত করিতে পারি ?—অসম্ভব !"

এই সকল কথা বলিয়াই বৃদ্ধ তাহার কোটের পকেটে হাত পুরিয়া একটি বৃহদাকার পিস্তল বাহির করিয়া লইল। মিঃ ব্লেক তাহার হাতে পিস্তল দেখিয়া ব্যগ্রভাবে লাফাইয়া উঠিলেন। মহিলা ও অন্যান্য পুরুষ যাত্রীরাও চেয়ার পরিত্যাগের উদ্যোগ করিলেন। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ পিস্তলটা উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "সাবধান, সাবধান ! মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ ! আপনারা চেয়ার হইতে উঠিবেন না।"

অনন্তর সে মিঃ ব্লেককে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ওগো সম্মুখের মহাশয় ! আপনি দয়া করিয়া আপনার চেয়ারে বসিবেন কি ?—যদি না বসেন, তাহা হইলে আমি—"

তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল ; তাহার মুখ তখনও হাস্যময়, কিন্তু চক্ষু দু'টিতে উত্তেজনার ভাব পরিস্ফুট। সে পিস্তলটি এরূপ ভঙ্গিতে ঘুরাইতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া আরোহীগণের সকলেরই মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সকলেই ভাবিলেন, লোকটা গুলী করিবে না কি ?

স্মিথ বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! বুড়াটা ক্ষেপিল না কি ?"

অন্য সকলেরও মনে ঠিক এই প্রশ্নেরই উদয় হইল। মিঃ ব্লেক তাহার ব্যবহারে প্রথম হইতে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতেছিলেন, এতক্ষণ পরে তাহার কারণ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। পুরুষ ও রমণী মিলিয়া এগার জন আরোহী

সেলুনে উপস্থিত ছিলেন। এরোপ্লেন তখন পৃথিবী হইতে ছয় হাজার ফিট উর্দ্ধে বায়ুবেগে ধাববান, আর তাঁহাদের সম্মুখে একটা উন্মাদ দণ্ডায়মান, তাহার হাতে টোটাভরা পিস্তল!—অবস্থাটা আনন্দপ্রদ বলিয়া কাহারও মনে হইল না।

এমন কি, বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথেরও মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়েই রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যদি কোন রেল-ট্রেণে তাঁহারা ঐরূপ কোন উন্মাদকে পিস্তল হস্তে তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে দেখিতেন—তাহা হইলেও ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তখন তাঁহারা পৃথিবী হইতে ছয় হাজার ফিট উর্দ্ধস্থ এরোপ্লেনে অবস্থিত, এবং তাঁহাদের সম্মুখে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত একটা উন্মাদ পিস্তল হস্তে দণ্ডায়মান; সুতরাং তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যেরূপ হইল তাহা কেবল অনুভবযোগ্য। তাঁহাদের মনে হইল তাঁহারা নিদ্রাঘোরে উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন!

স্মিথ ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। সে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল—পূর্ব্বে যে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়াছিল তাহা তখন যেন এক মাইল দূরে দেখা যাইতেছিল। সেই সঙ্কটজনক অবস্থাতেও স্মিথ অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি, জানিবার জন্য উৎসুক হইল।

অন্যান্য আরোহীরা বৃদ্ধের কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার বসিয়াছেন দেখিয়া বৃদ্ধ খুসী হইয়া মাথা ঝাঁকাইল, তাহার পর প্রফুল্ল ভাবে বলিল, "হাঁ, খাসা হইয়াছে; খুব ভাল কাজ হইয়াছে। ধন্যবাদ মহাশয়গণ! আপনারা আমার আদেশ অনুসারে বসিয়াছেন দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। গোঁয়ারের মত হঠাৎ একটা কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিতে আমার ঘৃণা হয়।"

দুই জন আরোহী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; একজন তীব্রস্বরে বলিলেন, "তোমার হাতের পিস্তল নামাইয়া রাখ বুড়া!"

আর একজন বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তোমার পাগলামী দেখিয়া ভয়ে আমার স্ত্রীর মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছে! যদি তোমার হাতের পিস্তল এই মুহূর্ত্তে ফেলিয়া না দাও—"

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "আসুন মহাশয়েরা! আমরা সকলে এই উন্মাদটাকে ধরিয়া—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধের হাতের পিস্তল 'হুড়ুম' 'হুড়ুম' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। পিস্তলের গম্ভীর গর্জ্জনে সকলের কর্ণ বধিরপ্রায় হইল। সেলুনের মহিলা-যাত্রীদ্বয় করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন! বৃদ্ধ এই দৃশ্যে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হা-হা হো-হো হী-হী শব্দে হাসিতে লাগিল; তাহার পর পিস্তলটা মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল! অন্যান্য আরোহীগণ স্তম্ভিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ হঠাৎ নৃত্য বন্ধ করিয়া বলিল, "ওগো মহাশয়েরা! আপনারা দেখিলেন ত—আমার কথায় ও কাজে কি চমৎকার সামঞ্জস্য আছে;—অর্থাৎ আমি যাহা বলিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই করিলাম। কিন্তু আপনাদের কাহাকেও খুন করিয়াছি কি? না, আমার মাথায় খুন চাপে নাই। আমি খাঁটি মানুষ, তবে একটু আমোদ ভালবাসি; কিন্তু আমোদের লোভে কাহাকেও খুন করিব না। আর আমি কিরূপ সতর্ক, তাহাও দেখিলেন ত? আমার পিস্তলের গুলীর আঘাতে পাছে কোন তার ছিঁড়িয়া যায়—এই আশঙ্কায় আমি জানালার বাহিরে গুলী চালাইয়াছি; তবে সতর্ক থাকিলেও বিপদের আশঙ্কা দূর হয় না। আমাদের চতুর্দ্দিকেই নানা রকম কল; কাঁহাতক সতর্ক থাকা যায়? আপনারা শীঘ্র দূরে সরিয়া যান, আমি এখানে একা থাকিতে চাই। আর আমি গুলী ছুড়িব না।"

স্মিথ মিঃ ব্লেককে অস্ফুট স্বরে বলিল, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছুই না, এখনও সময় হয় নাই।"

স্মিথের সাহসের অভাব ছিল না; কিন্তু সেই সশস্ত্র উন্মাদটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতেছিল। পাগলের পিস্তলের একটা গুলী মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে না—ইহার নিশ্চয়তা ছিল না। সেই সেলুন হইতে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিয়া বাঁচিবারও উপায় ছিল না।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া পুনর্ব্বার বলিল, "না, না; তোমাদের বিপদের আশঙ্কা একবিন্দুও নাই। আমি জুলিয়স্ গোল্ডবার্গের সঙ্গে একটু বুঝা-পড়া করিতে চাই।"

বৃদ্ধের পাশে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বসিয়া ছিলেন, তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি! তুমি কি বলিলে?"—এই ভদ্রলোকটি বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের গা ঘেঁসিয়া এ ভাবে বসিয়াছিলেন যে, পাগল ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে গুলী করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিত। এ জন্য তাহাকে বিন্দুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হইত না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "তোমার ও কথার অর্থ কি?" —তাঁহারই নাম জুলিয়স্ গোল্ডবার্গ।

পাগল হাসিয়া বলিল, "আমার কথার অর্থ বুঝিতে পার নাই, ইহা আমি বিশ্বাস করি না; কারণ তুমি তত নির্ব্বোধ নহ। কিন্তু তোমার ভয়ের কারণ নাই। আমি তোমাকে গুলী করিব না। আমার মেজাজ খু-উব্ ঠাণ্ডা। আমি এরূপ নিরীহ লোক যে, যদি তুমি তোমার হাতের ঐ এটাচি-কেস্‌টি আমাকে গ্রহণ করিতে দাও—"

মিঃ জুলিয়স্ গোল্ডবার্গ মুহূর্ত্তমধ্যে করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তিনি স্থূলদেহ খর্ব্বকায় লোক। তাঁহার পরিধানে মূল্যবান পরিচ্ছদ, এবং এক চোখে চশমা। মাথায় টাক। হঠাৎ তাঁহার নাক হইতে চশমাখানা খসিয়া পড়িল, এবং কেশহীন মস্তকে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "আমার এটাচি-কেস্ পাগলটা জোর করিয়া কাড়িয়া লইল! ডাকাতি, ডাকাতি! সন্ধ্যাকালে আকাশে বসিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ! হায়, হায়! আমার যাহা কিছু—"

আর একজন আরোহী বলিলেন, "স্থির হউন মহাশয়! আপনি এত অধীর হইতেছেন কেন? পৃথিবীর ছয় হাজার ফিট উপর দিয়া এখন আমরা উড়িয়া চলিয়াছি; এখানে আপনার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইবার আশঙ্কা নাই।"

মিঃ গোল্ডবার্গ বলিলেন, "হাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন; এখানে

লুঠের আশঙ্কা নাই। আমরা যে পৃথিবীর ছয় হাজার ফিট উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছি—সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মানুষের ভ্রম পদে পদে! পাগল আমার এটাচি-কেস্ লইয়া এখান হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না। পারিবে কি? কি বলেন আপনারা?"—তিনি তাঁহার চেয়ারে আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন।

পাগল তাঁহার এটাচি-কেস্‌টি তাঁহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার অনুমতি হইলে এই এটাচি-কেস্‌টির ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারি।—অতি সুন্দর এটাচি-কেস্। ইহার ভার বহন করিতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না। যদি আপনারা কিছু মনে না করেন, তবে—"

একজন আরোহী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "না, আর আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। অবিলম্বে কিছু করা চাই। এ লোকটা বদ্ধ পাগল। উহাকে বিশ্বাস নাই; এখনই হয় ত আমাদের সকলকে গুলী করিয়া মারিবে।"

আরোহী মুখ ফিরাইয়া তাঁহার স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। সেই রমণী স্থূলাঙ্গী; কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল। পাগলটার ব্যবহারে সেলুনের আরোহীবর্গ অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হইয়াছিলেন। পাগল যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল—সে ইস্থান হইতে সেলুনের প্রত্যেক আরোহীকে অবাধে সে গুলী করিতে পারিত।

মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত স্থির ভাবে বসিয়া পাগলের ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছিলেন; এবং তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন—তাহাই স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

স্মিথ মৃদুস্বরে বলিল, "কর্ত্তা, আর ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না, শীঘ্রই কিছু করা দরকার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু কিছু করা ত সহজ নহে; আমরা উহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেই ও তৎক্ষণাৎ গুলী করিবে। আমাদের সহযাত্রীরা স্থির ভাবে

বসিয়া থাকিলেই বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবেন। নতুবা এই হতভাগা পুনর্ব্বার গুলী চালাইতে আরম্ভ করিবে।”

স্মিথ বলিল, “বুড়া ক্ষেপিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা ক্রয়ডনের নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছি। উহার হঠাৎ পলায়নের সম্ভাবনা নাই। আমাদের এরোপ্লেন মাটীতে নামিবামাত্র সকলে একযোগে পাগলটাকে আক্রমণ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, বুড়ার আচরণ দেখিয়া ক্ষেপিয়াছে বলিয়াই সন্দেহ হয় বটে; কিন্তু লোকটা কি সত্যই ক্ষেপিয়াছে? তুমি কি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছ?”

স্মিথ বলিল, “ও কথা আপনি কেন বলিতেছেন? সন্দেহের কি কোন কারণ আছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বৃদ্ধ মিঃ জুলিয়স্ গোল্ডবার্গকে চেনে, এবং তাঁহার এটাচি-কেসে কি আছে তাহাও জানে। ইহা ত পাগলের লক্ষণ নহে।”

স্মিথ বলিল, “উহার এটাচি-কেসে কি আছে তাহা কি আপনি জানেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, আমি তাহা জানি না; কিন্তু তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

মিঃ ব্লেক মিঃ গোল্ডবার্গকে পূর্ব্বে কোন দিন না দেখিলেও তাঁহার নাম জানিতেন। তিনি লণ্ডনের হাটন গার্ডেনের প্রধান রত্ন-বণিকগণের অন্যতম। সুতরাং তাঁহার এটাচি-কেসে বহুমূল্য হীরা জহরত সঞ্চিত ছিল এরূপ অনুমান করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। বৃদ্ধও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে সত্যই পাগল হইলে কি এই চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইত?

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন—বৃদ্ধটির উদ্দেশ্য কি? এরোপ্লেন মাটীতে নামিলে সে পলায়নের কিরূপ উপায় স্থির করিয়াছিল? সে পাগল না হইলে এটাচি-কেস্

সহ পলায়নের আশা করিতে পারিত কি ? যদি সে আরোহীগণের প্রত্যেককে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এরোপ্লেন মাটীতে নামিলে তাহার পলায়নের আশা ছিল না। কারণ এরোপ্লেন ভূতল স্পর্শ করিবামাত্র বিস্তর লোক তাহার চারি দিকে আসিয়া জুটিবে ; সেই সকল লোকের হাত এড়াইয়া বৃদ্ধ কি কৌশলে পলায়ন করিবে ?—মিঃ ব্লেক এই রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেককে নীরব দেখিয়া স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, বুড়োটা নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া গিয়াছে ; না ক্ষেপিলে কি সে ও কাজ করিত ? আমার বিশ্বাস হীরা জহরত সম্বন্ধে উহার অভিজ্ঞতা আছে,এবং ও পাগল হইলেও ঐগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য উহার লোভ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "উহার লোভের পরিণাম কি তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিব।"—পাগলটা পলায়ন করিতে না পারে সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য রহিল ; কিন্তু তিনি তখনই তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেই সে তাঁহাকে গুলী করিবে। সে জানালা দিয়া পূর্ব্বে দুইবার গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। কেহ তাহাকে আক্রমণ করিলে সে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকেও গুলী করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

বৃদ্ধ ইত্যবসরে এটাচি-কেস্‌টি খুলিয়া হীরাগুলি দেখিয়া লইল, তাহার পর মনের আনন্দে আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "খাসা ! অতি চমৎকার ! আহা, এতগুলি বহুমূল্য জহরত একস্থানে সঞ্চিত আছে—ইহা দেখিতে পাওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় মিঃ গোল্ডবার্গ ! আপনি এই এটাচি-কেস্ আমার সম্মুখে খুলিয়া একটু অসতর্কতার পরিচয় দিয়াছিলেন ; মালগুলি দেখিয়া আমি লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। ইহাতে যদি অপরাধ হইয়া থাকে—সে অপরাধ আমার লোভের, আমার নহে। লোভ রিপুটি মন্দ নয়, কারণ তাহা আমাদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করে। আমারও লোভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। হা হা কি মজা !"

বৃদ্ধ উন্মাদের মত হাসিতে লাগিল। মিঃ গোল্ডবার্গ সক্রোধে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; জোরে জোরে তাঁহার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, যেন তাঁহার নাভিশ্বাস উপস্থিত! তিনি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এটাচি কেস্‌টি খুলিয়া তাহার ভিতর কয়েকখানি কাগজ রাখিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি তাহা চাবি দিয়া বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ তাহা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। তিনি তাহা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবামাত্র বৃদ্ধ চক্ষুর নিমেষে পিস্তল উদ্যত করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল। ছয় হাজার ফিট উর্দ্ধে এরোপ্লেন চলিবার সময় তাহার গতি দ্রুত হইলেও এরোপ্লেনের আরোহী-দের মনে হইল তাহা অত্যন্ত ধীরে চলিতেছে। উর্দ্ধাকাশস্থিত এরোপ্লেন হইতে বহু দূরের বস্তুও দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য পূর্ব্বোক্ত অগ্নিরাশি তখনও স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

বৃদ্ধ হাসি সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা এখনই আমাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইব। মাটীতে নামিবামাত্র আমাকে প্রস্থান করিতে হইবে। এত শীঘ্র আপনাদিগকে এভাবে ছাড়িয়া যাইতে আমার একটু কষ্ট হইবে; কিন্তু উপায় কি? আমার বিশ্বাস, আমি প্রস্থান করিলে আপনারা একটু আরাম বোধ করিবেন। হাঁ, স্বস্তি লাভ করিবেন; কারণ আমার হাতের পিস্তল আপনাদের প্রীতিকর নহে—তাহা আপনাদের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। আমি সরিয়া পড়িলেই আপনারা বাঁচেন—আমার এই অনুমান কি মিথ্যা?"

বৃদ্ধ পুনর্ব্বার হো-হো করিয়া হাসিয়া এটাচি-কেস্‌টি তাহার গাত্রাবরণের ভিতর লুকাইয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া মিঃ গোল্ডবার্গ আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার মতলব কি বুড়া? তুমি কি মনে করিয়াছ আমার জহরতগুলি লইয়া পলায়ন করিবে? না, তোমার সে আশা পূর্ণ হইবে না; তোমার পলায়নের উপায় নাই, আমরা এখনও হাজার হাজার ফিট উর্দ্ধে আছি।"

বৃদ্ধ বলিল, "সে কথা সত্য, কিন্তু সে জন্য চিন্তা নাই। আমি যাহা

আত্মসাৎ করিয়াছি, তাহা সামলাইয়া ফেলিতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না। আমার কথা তোমার বিশ্বাস হইতেছে না; কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলি নাই মিঃ জুলিয়স্ গোল্ডবার্গ!"

মিঃ গোল্ডবার্গ বিকৃত স্বরে বলিলেন, "কিন্তু তুমি কে? আমি ত তোমাকে চিনি না।"

বৃদ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে তুমি চেন না? উত্তম, অতি উত্তম কথা! এ সংবাদে আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে না চিনিলেও অন্যান্য রত্ন-বণিকেরা আমাকে চেনে। তাহাদের অনেকে আমার বিস্তর টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমাকে ফতুর করিয়াছে। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ? এক আধজন নহে, অনেকে আমার গলায় ছুরী দিয়াছিল। আমি তোমার নিকট যাহা আদায় করিলাম—ইহাতে সেই ক্ষতিপূরণের আশা নাই; তবে যৎসামান্য কিছু পাইলাম বটে, ইহাই এখন আমার সান্ত্বনার বিষয়। তোমার সম-ব্যবসায়ীরা যে অপকর্ম্ম করিয়াছিল, তোমাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইল। ইহা আমার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। যথা লাভ। এগুলি এখন আমার, আমার। আমার কথা বুঝিয়াছ? আমি শীঘ্রই এগুলির সদ্ব্যবহার করিব। আমার যাহা গিয়াছে, তাহার কিয়দংশ ত আমার হাতে আসিল।"

বৃদ্ধ আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই উৎকট হাস্যধ্বনি শুনিয়া আরোহীগণের অনেকেরই হৃৎকম্প হইল। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন কেহ বৃদ্ধের নিকট হইতে এটাচি-কেস্‌টি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেই সে গুলী বর্ষণ আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা কার্য্যে পরিণত হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে আর একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল!—বৃদ্ধ বিকট চীৎকার করিয়া এক লম্ফে অদূরবর্ত্তী জানালার নিকট উপস্থিত হইল; তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক তাহার পিস্তলের ভয় তুচ্ছ করিয়া চক্ষুর নিমেষে তাহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার গতিরোধ করিবার পূর্ব্বেই

সে প্রচণ্ডবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সেই জানালা ভাঙ্গিল, এবং এটাচি-কেস্‌টি বাঁ হাতে লইয়া সেই ভাঙ্গা জানালা দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িল। তাহার বিকট চিৎকারে এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের 'ঘ্যানর ঘ্যানর' শব্দ ডুবিয়া গেল। তাহার চিৎকারে নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত হইল।

পাগলের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। স্মিথ অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! মুহূর্ত্তমধ্যে মাটীতে পড়িয়া পাগলটার সর্ব্বাঙ্গ ছাতু হইয়া যাইবে!"

অন্য সকলে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠিক; পাগল! ভীষণ উন্মাদ!"

মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধ।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

# দ্বিতীয় উল্লাস

## পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের হীরা

মুহূর্ত্ত পরে এরোপ্লেনের আরোহীবর্গের মধ্যে তুমুল কলরোল উত্থিত হইল! শান্তি শৃঙ্খলা সমস্তই নষ্ট হইল; কাহারও আত্মসংযমের শক্তি রহিল না। পুরুষেরা চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া হুড়ামুড়ি আরম্ভ করিলেন। মহিলাগণ আতঙ্কে অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; এবং পাগলটার কি হইল তাহা দেখিবার জন্য সকলেই সেই ভাঙ্গা জানালার দিকে এ ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলেন যে, এরোপ্লেন নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত করা কঠিন হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক আরোহীগণের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনারা স্থির হউন, ওরকম হুড়ামুড়ি করিবেন না। সকলেই নিজের আসনে বসুন। এ কি রেলের গাড়ী যে, ইহার ভিতর যাহা খুসী তাহাই করিবেন?—স্মিথ, তুমি উহাদিগকে লইয়া গিয়া চেয়ারে বসাইয়া দাও। এখন আমাদের কিছুই করিবার নাই। আর কয়েক মিনিট পরেই আমরা ক্রয়ডনে উপস্থিত হইব। সেখানে নামিয়া যাহা কর্ত্তব্য মনে হইবে তাহা করা যাইবে।"

একজন আরোহী স্খলিত স্বরে বলিলেন, "তখন ত ঐ পাগলটার দেহে প্রাণ থাকিবে না, উহার অস্থি-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইবে। তাহার পর আমরা ক্রয়ডনে উপস্থিত হইয়া আর কি কর্ত্তব্য স্থির করিব?—এত উচু হইতে পড়িলে কি মানুষ বাঁচে? হতভাগাটা পাগল না হইলে কি ঐ ভাবে এরোপ্লেন হইতে লাফাইতে পারিত? উঃ, কি ভীষণ উন্মাদের কবলেই পড়া গিয়াছিল!—এই চিন্তাও আমার দুঃসহ।" (I can't bear to think of it.)

GN 38127

একটি মহিলা আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "ওরকম কাজ সে কেন করিল? আপনারা এই 'সেলুনে' এতগুলি লোক আছেন, কেহই কি তাহাকে থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না? আহা বেচারা পাগল মানুষ; পাগল না হইলে কি তাহার

এরূপ দুর্ম্মতি হয়? উঃ, কি ভীষণ, কি শোচনীয় পরিণাম!—এ কথা চিন্তা করিতেও আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছে!"

আর একজন বলিলেন, "কেহ কি তাহাকে নীচে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়াছেন? কি ভাবে সে পড়িল?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আমি তাহাকে পড়িতে দেখিয়াছি। জাহাজ হইতে যে ভাবে সমুদ্রে লাফ দেয়—সেই ভাবে সে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছে। এত উচু হইতে লাফাইয়া পড়িলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে; কিন্তু এখন সে কথার আলোচনা করিয়া ফল কি? সে কোথায় পড়িয়াছে—তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না; কিন্তু সেখানে অস্থি মাংসের একটি দলা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সে মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বেই হয় ত দম আট্‌কাইয়া মরিয়া গিয়াছে। পড়িয়া মরে নাই, মরিয়া পড়িয়াছে। ইহাও মন্দের ভাল, কারণ তাহাকে আঘাত-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই।"

একটী বৃদ্ধ আরোহী বলিলেন, "পাগলটা যে খেয়ালের বশে আর কাহাকেও টানিয়া লইয়া যায় নাই—ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাহার কাণ্ড দেখিয়া আমার হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়াছে! এ রকম পাগল জীবনে আর কখন দেখি নাই। ভাগ্যে সে আমাদের সকলকে গুলী করিয়া মারে নাই।"

বৃদ্ধটি তাঁহার চেয়ারে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে সেলুনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। মিঃ জুলিয়স্ গোল্ডবার্গ অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের ন্যায় চেয়ারে বসিয়া অস্ফুট স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি হতাশ ভাবে বলিলেন, "আমার হীরাগুলা লুঠ করিল! পাগ্‌লা আমার সর্ব্বনাশ করিয়া মরিল! হায়, হায়, সর্ব্বস্বান্ত হইলাম!"

মিঃ ব্লেক বিরক্তিভরে বলিলেন, "থামুন মহাশয়! আপনার হীরাগুলির জন্য এখন বিলাপ করিয়া কোন ফল নাই। এই ভীষণ বিভ্রাটটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। বুড়োটা যে ঐ ভাবে লাফাইয়া পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে—ইহা কি আমরা পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম? এরোপ্লেন হইতে ঐ ভাবে লাফাইয়া

পড়িতে কাহারও সাহস হয়—ইহা যে আমাদের কল্পনাতেও স্থান পায় না! ইহা অচিন্তপূর্ব্ব ও কল্পনাতীত ব্যাপার!"

আর একজন আরোহী বলিলেন, "অতি ভীষণ, লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা।"

মিঃ ব্লেক ভাঙ্গা জানালাটা পরীক্ষা করিবার সময় দেখিলেন—ভাঙ্গা কাচে এক টুকরা কাল কাপড় বাধিয়া ছিল। উহা সেই পাগলটার পরিচ্ছদেরই অংশ—ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা খুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তাহা পকেটে ফেলিলেন। সকলেরই মনে হইল—সেই ছেঁড়া ফালিটুকু কাহারও কোন কাজে লাগিবে না। মিঃ ব্লেক তাহা কি উদ্দেশ্যে পকেটে রাখিলেন—তাহাও কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ গোল্ডবার্গ হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিলেন, "আমরা এখন কোথায় আসিয়াছি?—সেই পাগলটা যখন জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছিল সেই সময় এরোপ্লেন কোন্ স্থানের উর্দ্ধে উড়িতেছিল—তাহা কাহারও জানা আছে কি? এই সংবাদটি অত্যন্ত দরকারী, হাঁ, ইহা আমাকে জানিতেই হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এরোপ্লেনখানি সে সময় নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছিল কি না জানি না। যদি উহা নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়াই আসিয়া থাকে—তাহা হইলে পাগলটা যে স্থানে পড়িয়াছে—সেই স্থানটির দূরত্ব ক্রয়ডন হইতে পনের কি কুড়ি মাইলের অধিক নহে। আমার বিশ্বাস, এরোপ্লেন সেই সময় পারলি, কি গড্‌ষ্টোন অথবা ক্যাটারহ্যামের নির্জ্জন পার্ব্বত্য অরণ্যের উপর দিয়া উড়িয়া আসিতেছিল।"

মিঃ গোল্ডবার্গ দুই হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "পার্ব্বত্য অরণ্য? পাগলটা যদি সেই স্থানে পড়িয়া ছাতু হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার হীরাগুলাও ত সেই স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! আর কি সেগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? আমার যে সর্ব্বনাশ হইল! উঃ, কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি, কি ভীষণ বিপদ! পাগলটা নিজেও মরিল, আমাকেও মারিল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ গোল্ডবার্গ, আপনি কেন এত ব্যাকুল হইতেছেন? আক্ষেপ করিয়া কি কোন লাভ আছে? আপনার হীরাগুলির অনুসন্ধানের ত্রুটি হইবে না। আর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই পুলিশে সংবাদ দেওয়া যাইবে।

পুলিশ এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেই সতর্ক ভাবে চারি দিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবে। যদি তাহারা পাগলটার মৃত দেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে—তাহা হইলে—”

মিঃ গোল্ডবার্গ বাধা দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না মহাশয় ও কাজের কথা নয়। পাগলটা কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে—তাহা স্থির করা কি সহজ? শত শত পুলিশম্যান দল বাঁধিয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইলেও পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতর হইতে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আর আপনি বলিতেছেন—, কিন্তু আপনি কে? আপনি ত আমাকে আশা ভরসা দিতেছেন, আপনি কি আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন?”

মিঃ ব্লেকের ভাব ভঙ্গিতে ও কথায় এরূপ বিশেষত্ব ছিল যে, তাহা মিঃ গোল্ড-বার্গের মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেলুনের আরোহীগণ যখন সেই অচিন্তপূর্ব্ব দুর্ঘটনায় আতঙ্কে অধীর হইয়াছিলেন তখন মিঃ ব্লেকই একা অবিচলিত ছিলেন,এবং সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন; এই জন্য মিঃ গোল্ডবার্গের ধারণা হইয়াছিল তিনি সাধারণ লোক নহেন।

যাহা হউক, সেখানে নিজের পরিচয় দিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না; তিনি মিঃ গোল্ডবার্গের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, “আমার নাম ব্লেক,—রবার্ট ব্লেক। আমি সামান্য লোক; সুতরাং আমার নাম আপনার পরিচিত, এরূপ আশা করিতে পারি না। আমার সাহায্যে আপনার কোন উপকার হইবে সে আশাও নাই; তবে পুলিশ—”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ গোল্ডবার্গ আবেগ ভরে বলিলেন, “আপনার নাম রবার্ট ব্লেক? আপনিই লণ্ডনের বেকার ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক? আপনার নাম কে না জানে? আমি পূর্ব্বে কত বার আপনাকে দেখিয়াছি। হাঁ, আপনার মুখ আমার পরিচিত। আমার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমি পূর্ব্বেই আপনাকে চিনিতে পারিতাম।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “আপনার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না থাকিলেও আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন!”

মিঃ গোল্ডবার্গ বলিল, "হাঁ, ঠিক চিনিয়াছি।—মিঃ ব্লেক, দোহাই আপনার! আপনি এই বিপদে আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি জানি আপনি যে কাজের ভার গ্রহণ করেন—তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। যদি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য আমার আগ্রহ থাকে তাহা হইলে আপনিই সেই ব্যক্তি। পুলিশ এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া হীরাগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আপনাকে আমার পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। আমি এই ভার আপনার হস্তেই অর্পণ করিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার প্রতি আপনার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ মিঃ গোল্ডবার্গ! কিন্তু আপনার হীরাগুলি হারাইয়াছে ইহাই ত যথেষ্ট ক্ষতি,তাহার উপর আপনি আমাকে কার্য্য-ভার দিয়া আরও কতকগুলি টাকা জলে ফেলিবেন ইহা আমি সঙ্গত মনে করি না। আমার বিশ্বাস, বৃদ্ধের মৃতদেহের নিকটেই হীরাগুলি পাওয়া যাইবে, এবং--"

মিঃ গোল্ডবার্গ বলিলেন, "হুঁ, হুঁ, আমি তাহা জানি। কিন্তু পুলিশ তাহার মৃতদেহের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই কোন বাট্‌পাড় যদি আমার এটাচি-কেস্‌টি দেখিতে পায় তাহা হইলে সে কি হীরাগুলি সেখানে রাখিয়া যাইবে? বাঁট্‌পাড় দূরের কথা, কোন নির্লোভ পথিক হীরাগুলি দেখিতে পাইলে লোভ সংবরণ করা তাহারও অসাধ্য হইবে। অতগুলি মহামূল্য জহরতের লোভ কে ত্যাগ করিতে পারে? এই জন্যই আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনি সহজেই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন; আমার তাহা সাধ্যাতীত। আপনি দয়া করিয়া এই ভার গ্রহণ করুন।"

মিঃ ব্লেক গোল্ডবার্গকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা, সে দেখা যাইবে; কিন্তু আপনি স্থির জানিবেন স্থানীয় পুলিশেরই ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সুতরাং তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আপনি সত্যই বলিয়াছেন হীরাগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে শত শত পুলিশম্যানকে সেজন্য চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে; তবে যদি পাগলটা কোন পথের উপর, কি কাহারও বাগানের ভিতর পড়িয়া থাকে—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ তাড়াতাড়ি বলিল, "না কর্ত্তা, পাগলটা কোন পথের উপর পড়ে নাই, কাহারও বাগানেও পড়ে নাই ; এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, কারণ সে যখন জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছিল তখন নীচে কোন্ আলো দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই জন্য আমার ধারণা তাহার মৃতদেহ কোন বনে জঙ্গলে পড়িয়া আছে।"

এই সময় এরোপ্লেনখানি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্দ্ধাকাশ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া একজন আরোহী বলিলেন, "এইবার আমরা নীচে নামিতে আরম্ভ করিয়াছি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারিব। উঃ, কি কষ্টেই আমরা এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিলাম! আমাদের গগন-বিহারের অভিজ্ঞতা কি শোচনীয়! ইহা যেন একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন! কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড!"

মিঃ গোল্ডবার্গ বলিলেন, "আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। ঘুম ভাঙ্গিলেই ত দুঃস্বপ্নের জের মিটিয়া যায় ; কিন্তু এই ক্ষতি কি আমার জীবনে পূরণ হইবে? না, সে আশা নাই। সেই ভীষণপ্রকৃতি পাগলা বুড়োটা কি করিয়া আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল তাহা আমার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। আমি কতকগুলি জহরত লইয়া এরোপ্লেনে উঠিয়াছি, ইহাই বা সে কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল? যদি কোন দস্যু বা তস্কর আমার অনুসরণ করিত তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইতাম না ; কিন্তু পাগলটাকে সেই শ্রেণীর বদ্‌মায়েস বলিয়া সন্দেহ করিতে পারি নাই। সে পাগলামীর ঝোঁকে ঐ কাজ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি তাহাকে চিনিতেন না?"

মিঃ গোল্ডবার্গ বলিলেন, "না, লোকটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি পূর্ব্বে কোন দিন তাহাকে দেখি নাই ; অথচ সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, আমার কাছে হীরা ছিল তাহাও জানিতে পারিয়াছিল—ইহা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ ব্যাপার! এই রহস্য ভেদ করা আমার অসাধ্য।"

একজন আরোহী বলিলেন, "পাগলাটার কথা শুনিয়া মনে হইয়াছিল কেহ কেহ তাহাকে প্রতারিত করিয়া তাহার বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে।"

গোল্ডবার্গ উক্ত আরোহীর মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হয় ত তাহার কথা সত্য, কিন্তু আমি ত তাহার কোন ক্ষতি করি নাই ; তবে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিবার তাহার কি অধিকার ছিল ? আর অন্য লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া সে আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল—ইহাই বা কিরূপ বিবেচনা ? একের অপরাধে অন্যের শাস্তি ! কিন্তু পাগলের নিকট ইহার অধিক কি আশা করা যায় ? আমার বিশ্বাস, কোন প্রবঞ্চক বণিক এক সময় তাহাকে ঠকাইয়া তাহার অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল; সেই জন্য বুড়োটা টাকার শোকে—কিন্তু এখন এ সকল কথার আলোচনা নিষ্ফল। বেচারা মরিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

এরোপ্লেন ক্রয়ডনে উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া আরোহীগণ আশ্বস্ত হইলেন। খাঁচা হইতে বাহির হইতে পারিলে সকলেই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন ! এরোপ্লেন ধীরে ধীরে নামিতেছিল, সেই সময় তাহার পরিচালক নিজের কামরা হইতে সেলুনে প্রবেশ করিয়া আরোহীগণের মুখের দিকে চাহিল। সে পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই ; কিন্তু সকলের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল কোন একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে।—দুই এক মিনিটের মধ্যেই সে সকল কথা শুনিতে পাইল।

উড়ো জাহাজের মাঝি বলিল, "আপনারা এতগুলি লোক এখানে ছিলেন, বুড়োটাকে থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না ?"

মিঃ গোল্ডবার্গ বলিলেন, "বুঝিয়া-সুঝিয়া কথা বলিও।—আমরা তাহাকে থামাইয়া রাখিতে পারিলাম না ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ ; কিন্তু তুমি এখানে উপস্থিত থাকিলে কি তাহাকে থামাইয়া রাখিতে পারিতে ? সে ছয় হাজার ফিট উপর হইতে লাফাইয়া পড়িবে ইহা তুমি কি করিয়া বুঝিতে ?—এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া সে নীচে পড়িবে—ইহা কি কেহ ধারণা করিতে পারিয়াছিল ? অবশেষে সে যখন জানালা ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া পড়িল—তখন আমরা তাহার মতলব বুঝিতে পারিলাম ; কিন্তু তখন তাহা বুঝিয়া কি ফল ?"

দুই এক মিনিট পরে এরোপ্লেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। তখন চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। সেই আলোকরাশির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি

আবদ্ধ ; এরোপ্লেন কখন অচল হইয়াছিল সে দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না।

মুহূর্ত্তপরে দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইল ; কর্ম্মচারীরা এরোপ্লেনে প্রবেশ করিল। নানাজনের উচ্চ কণ্ঠস্বরে এরোপ্লেনের অভ্যন্তরভাগ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ; এরোড্রোমের কর্ম্মচারীরা ভাঙ্গা জানালা দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া একজন পদস্থ কর্ম্মচারী বলিলেন, "জীবনে কখনও এরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনি নাই! এরোপ্লেনে আকাশ-ভ্রমণ আরম্ভ হইবার পর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়াও স্মরণ হয় না। আপনাদের কথা আমি এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই।—লোকটা জানালা দিয়া বাহির হইল কিরূপে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অত্যন্ত সহজে। সে মুষ্ট্যাঘাতে জানালা ভাঙ্গিয়া সেই ফাঁক দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।"

কর্ম্মচারীটি বলিলেন, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! জানালার যে আবরণ ছিল—তাহা স্বচ্ছ হইলেও কাচ নহে ; দেখিতে কাচের মত বটে, কিন্তু তাহা কাচের মত ভঙ্গপ্রবণ নহে। উহা চামড়ার মত দুর্ভেদ্য ; অথচ পাগলটা তাহা মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করিয়া ছয় হাজার ফিট উর্দ্ধাকাশ হইতে লাফাইয়া পড়িল! ঘটনাটি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। আপনি বলিলেন, পাগলটা জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আপনার এই অনুমান সত্য নহে। সে সেলুনের যে জানালা ভাঙ্গিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছিল—তাহা আপনার ধারণানুযায়ী দুর্ভেদ্য নহে।"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "নিশ্চয়ই দুর্ভেদ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আরোহীগণের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অনেক অধিক। আমাদের এরোপ্লেনগুলির দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করা হয়। ইহাদের দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইয়া আমরা কোন এরোপ্লেন ব্যবহার করি না। বিপদের আশঙ্কা থাকিতে তাহা কার্য্যোপযোগী বলিয়া গণ্য করা হয় না। গবর্মেণ্টও তাহার 'লাইসেন্স' মঞ্জুর করেন না। আমার বিশ্বাস, পাগলটা বৃদ্ধ হইলেও তাহার শক্তি সামর্থ্য

অপরিসীম ! পাগলগুলার মাথায় যখন কোন খেয়াল চাপে—তখন তাহারা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। তিন চারি জন বলবান ব্যক্তিও এক জনকে সামলাইয়া উঠিতে পারে না !"

স্মিথ বলিল, "বুড়োটার চেহারা দেখিয়া মনে হইয়াছিল—তাহার বয়স আশি বৎসরেরও অধিক ; কিন্তু তাহার কাজ দেখিয়া মনে হইয়াছিল—আমাদের মত দশ জনকে সে একসঙ্গে মাথার উপর তুলিয়া চর্কি-কলের মত ঘুরাইতে পারে !—অদ্ভুত শক্তি, আর সাহসের ত কথাই নাই।"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "সাহস না নির্ব্বুদ্ধিতা ?"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ এরোপ্লেনের বাহিরে আসিয়া মিঃ গোল্ডবার্গকে মাঠের ভিতর দেখিতে পাইলেন। তিনি বোধ হয় সেখানে মিঃ ব্লেকেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেককে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী এবং পুলিশের নিকট আমার সকল কথাই বলিয়াছি। কিন্তু তাহাদের শক্তি সামর্থ্যে আমার আস্থা নাই। আপনি দয়া করিয়া আমার হীরাগুলির উদ্ধারের ভার গ্রহণ করুন। আপনার কার্য্যপ্রণালী এতই সুন্দর যে আমি—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার যদি ধারণা হইয়া থাকে আমি আপনার কাজের ভার লইলেই আপনার সকল দুশ্চিন্তা দূর হইবে, তাহা হইলে আপনার জন্য সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে আমার এক বিন্দুও আপত্তি নাই। আমার নিজের মোটর-কার এখানেই আসিয়াছে, তাহাতে আমার লণ্ডনে ফিরিবার কথা ; কিন্তু আপনার কাজের ভার লইলে লণ্ডনে যাওয়া সঙ্গত হইবে না। আমরা এরোপ্লেনে যে দিক দিয়া এখানে আসিয়াছি, সেই দিকেই চলিতে আরম্ভ করিব ; কিছু দূর যাওয়ার পর হয় ত কোন সংবাদ জানিতেও পারি।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া গোল্ডবার্গ যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আপনার চেষ্টা বিফল হইবে না মিঃ ব্লেক ! কিন্তু কোন সুসংবাদ না পাইলে ত আমার মন স্থির হইবে না। আমিও আপনার সঙ্গে যাইব ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, ঐ কাজটি আপনি করিবেন না। আপনি এখন বাড়ী ফিরিয়া গিয়া বিশ্রাম করুন ; আপনার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনি

আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন। আমি কোন সংবাদ জানিতে পারিলেই তাহা আপনাকে জানাইব। আমার এই উপদেশ পালন করুন, তাহা হইলেই মনে করিব—আপনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন।”

মিঃ গোল্ডবার্গ বলিলেন, “আপনার প্রস্তাব অসঙ্গত নহে, মিঃ ব্লেক! আপনার উপর সকল ভার দিয়া আমি বাড়ী চলিলাম। আশা করি শীঘ্রই আপনার নিকট হইতে সংবাদ পাইব।”

গোল্ডবার্গের শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন হইয়াছিল। তিনি মিঃ ব্লেককে তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা ও টেলিফোনের নম্বর জানাইয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠিলেন। —গোল্ডবার্গের মোটর-গাড়ীখানি অদূরে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

গোল্ডবার্গ প্রস্থান করিলে স্মিথ মিঃ ব্লেককে বলিল, “লোকটাকে বিদায় দিয়া ভালই হইয়াছে কর্ত্তা! হীরাগুলির শোকে বেচারা পাগলের মত হইয়াছে। উহাকে সঙ্গে লইলে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, লোকটা ভয়ানক ব্যাকুল হইয়াছে। হীরাগুলির মূল্য ত অল্প নয়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড! এত টাকার জিনিস কেহ লুঠ করিলে ব্যাকুল না হয় কে? পাগলটা যেখানে পড়িয়াছে, সেই স্থানেই মরিয়াছে। যদি কোন পথিক তাহার মৃতদেহের কাছে এটাচি-কেস্‌টি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহা লইয়া সরিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেগুলি উদ্ধার করা সহজ হইবে না—গোল্ডবার্গের এই আশঙ্কা অমূলক নহে। আমাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই পাগলটার মৃতদেহের সন্ধানে যাইতে হইবে। হয় ত এখনও কেহ হীরাগুলির সন্ধান পায় নাই।”

স্মিথ বলিল, “আমার বিশ্বাস—হীরাগুলির সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে না। চলুন আর বিলম্ব করিব না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল কর্ত্তা!”

তাঁহারা উভয়ে অদূরবর্ত্তী গ্রে প্যান্থারের নিকট আসিয়া গাড়ীর সম্মুখের আসনে টাইগারকে উপবিষ্ট দেখিলেন। টাইগার তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া মিঃ ব্লেকের হাঁটুতে মাথা ঘষিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার লাঙ্গুল সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "থাম টাইগার, থাম, আর বেশী স্ফূর্ত্তি করিতে হইবে না। আমরা এখন বাড়ী যাইতে পারিব না; একটু কাজে অন্য দিকে যাইতে হইবে। স্মিথ, তুমি কি বলিতেছিলে—বল।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়াছিল। আমি এরোপ্লেন হইতে নীচের এক স্থানে অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলাম। আপনাকেও তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তখন কি ভাবিতেছিলেন, সে দিকে আপনার দৃষ্টিপাতের অবসর হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তুমি আমাকে অগ্নিকাণ্ডের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলে বটে। হয় ত কোথাও আগুন লাগিয়াছিল; কিন্তু তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি?"

স্মিথ বলিল, "হয় ত কোন সম্বন্ধ নাই; কিন্তু আমার স্মরণ আছে—আমাদের এরোপ্লেন সেই আগুন পার হইয়া প্রায় তিন মাইল এ দিকে আসিবার পর পাগলটা জানালা ভাঙ্গিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছিল; তবে সে ঠিক কোন্ স্থানে পড়িয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই অগ্নিকাণ্ডের স্থানটি লক্ষ্য করিয়া চলিলে তাহার অদূরে পাগলের মৃতদেহের সন্ধান হইতেও পারে।"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিল, "ঠিক বলিয়াছ স্মিথ! তোমার এই সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য। মৃতদেহটি কোথায় পড়িয়াছে—তাহার একটা চিহ্ন তুমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছ। অগ্নিকাণ্ডটার দিকে তোমার দৃষ্টি ছিল—ইহার ফল বোধ হয় নিরর্থক হইবে না। তোমাকে সঙ্গে আনিয়া দেখিতেছি ভালই করিয়াছি।"

স্মিথ বলিল, "আমি আপনার সঙ্গে না থাকিলে আপনি সেই অগ্নিকাণ্ডের কথা জানিতে পারিতেন না। আপনি তখন অত্যন্ত চিন্তাকুল ছিলেন, আমার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন; সারাপথ আপনি কি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন তা আপনিই জানেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাগলের সেই চোখ দুটি। চোখ দুটি আমার পরিচিত; কিন্তু কোথায় তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম তাহা কোনক্রমে স্মরণ হইতেছিল না। সারাপথ তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "সেই বুড়া পাগলের চোখ ?"

মিঃ ব্লেক বলিল, "হাঁ স্মিথ !—পূর্ব্বে তাহা কোথায় দেখিয়াছি এখন পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারি নাই। আমার স্মরণশক্তি এত ক্ষীণ হইয়াছে তাহা জানিতাম না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি—সেই চোখ জোড়াটা—কিন্তু যাক্ সে কথা, এখন আমাদের অন্য বিষয় ভাবিবার সময় আসিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "থাক্, ওসকল কথায় আর কাজ নাই! হীরাগুলির সন্ধান লওয়াই এখন আমাদের প্রধান কাজ। যদি আমাদের কপালে অধিক দুঃখ না থাকে, তাহা হইলে আমরা অল্প চেষ্টাতেই সেগুলি খুঁজিয়া পাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কে জানে—আমাদের চেষ্টা সফল হইবে কি না।"

# তৃতীয় উল্লাস

## অদ্ভুত দৃশ্য

**মিঃ** ব্লেক যাহার চক্ষু দুটি দেখিয়া পরিচিত চক্ষু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও যাহাকে চিনিতে পারেন নাই, সে কেবল তাঁহার নহে—আমাদেরও পূর্ব্ব-পরিচিত অদ্ভুতকর্ম্মা কলির ভীম রুপাট ওয়াল্‌ডো। পেত্‌নী দহ হইতে সে কি কৌশলে ইহুদী রত্নবণিক মার্ক রোসেনের হীরাগুলি উদ্ধার করিয়াছিল—পাঠক পাঠিকাগণ এত অল্প দিনে তাহা বিস্মৃত হন নাই। সেই ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের সহযাত্রী জুলিয়স্ গোল্ডবার্গের নিকট হইতে হীরকপূর্ণ এটাচি কেস্‌টি কাড়িয়া লইয়া এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িল। তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া সকলেই তাহাকে উন্মাদ মনে করিলেন। উন্মাদ ভিন্ন আর কে ছয় হাজার ফিট ঊর্দ্ধাকাশ হইতে লাফাইয়া পড়ে? ওয়াল্‌ডো বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল; এবং তাহার ছদ্মবেশ এরূপ নিখুঁত হইয়াছিল যে, মিঃ ব্লেক অথবা স্মিথ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। সে ওয়াল্‌ডো—এ সন্দেহও তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই; কেবল তাহার চক্ষু দুটি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের সন্দেহ হইয়াছিল—সেই চক্ষু তাঁহার পরিচিত।

ওয়াল্‌ডো অদ্ভুতকর্ম্মা, সে কলির ভীম; তাহার শক্তি সামর্থ্য অসাধারণ। কিন্তু তাহার পরাক্রম যতই অসাধারণ হউক, মনুষ্যের যাহা অসাধ্য, তাহা সম্পন্ন করা তাহারও সাধ্যাতীত। এমন কি, আসল ভীম—ত্রেতার মধ্যম পাণ্ডব মহাশয় দেহে বহু হস্তীর বল ধারণ করিলেও, যদি ছয় হাজার ফিট ঊর্দ্ধস্থিত এরোপ্লেন (অভাবে নারদ ঋষির উড্ডীয়মান ঢেঁকি) হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারও দেহ চূর্ণ হইত; তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন না। সুতরাং ওয়াল্‌ডো ঐরূপ উচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িলে তাহার দেহের অস্থি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, বা তাহাকে পঞ্চত্ব লাভ করিতে হইবে না—ইহা কে বিশ্বাস

করিবে? কিন্তু সে পাগলামীর ভান করিলেও পাগল ছিল না; সে এই ভাবে এরোপ্লেন হইতে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। সে জানিত ঐ ভাবে লাফাইয়া পড়িলে তাহার জীবন রক্ষার আশা নাই; এই জন্য সে আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছিল—তাহার সহযাত্রীগণের তাহা বুঝিবার উপায় না থাকিলেও তাহার সতর্কতার ত্রুটি হয় নাই। নিজের অসামান্য শক্তি সামর্থ্যে তাহার গভীর বিশ্বাস থাকিলেও এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিবার জন্য তাহার আগ্রহ ছিল না। সে জানিত, আত্মরক্ষার জন্য যথাযোগ্য কৌশল অবলম্বন না করিলে কেবল শারীরিক বলের সাহায্যে তাহার প্রাণ রক্ষা হইবে না; ছয় হাজার ফিট উচ্চ হইতে সবেগে ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইলে কেহই বাঁচিতে পারে না।

সে যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল—তাহাও অনিন্দসুন্দর। তাহার অঙ্গে যে ঢিলা আচ্ছাদনটি ছিল—মুহূর্ত্তমধ্যেই সে ইচ্ছামত তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিত, তদ্বারা তাহার পিঠের বৃহৎ উচ্চ অংশ আচ্ছাদিত ছিল। এ জন্য সকলেরই ধারণা হইয়াছিল তাহা কুঁজ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা একটি উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় 'প্যারাচুট।' ব্যোমযানের আরোহীরা এইরূপ 'ছত্রের' সাহায্যেই পূর্ব্বে গগন-বিহারী ব্যোমযান হইতে ভূতলে অবতরণ করিতেন। প্যারাচুটটি ওয়াল্‌ডোর কুঁজের স্থান অধিকার করিলেও তাহা তাহার পৃষ্ঠে এরূপ কৌশলে সংরক্ষিত হইয়াছিল যে, শূন্যে লাফাইয়া পড়িয়া দুই এক মিনিটের মধ্যেই সে তাহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; কিন্তু ইহা সকলের সাধ্য নহে।

যে ঢিলা পরিচ্ছদটি দ্বারা তাহার দেহ আবৃত ছিল তাহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, ওয়াল্‌ডো এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িবামাত্র বায়ুবেগে তাহা তাহার মস্তকের ঊর্দ্ধে উদ্ঘাটিত হইয়া তাহার পতনের বেগ হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল; সেই সুযোগে ওয়াল্‌ডো প্যারাচুটটি খুলিয়া লইয়াছিল। তাহার আত্মরক্ষার এই উপায়টি সাধারণ, কিন্তু অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ। (simple enough but ingenious,)

যাহা হাউক, ওয়াল্‌ডো এরোপ্লেন হইতে লাফ দেওয়া মাত্র উল্কার ন্যায় নীচ

পড়িতে লাগিল। সে বেগ অতি ভীষণ ; সেই বেগে তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। এইভাবে সে প্রায় দুইশত ফিট নামিয়া পড়িল ; তখন সে আর বিলম্ব না করিয়া তাহার পকেটের ঘড়ির চেন ধরিয়া আকর্ষণ করিল। এই চেনটি দেখিয়া পকেট-ঘড়ির চেন বলিয়াই তাহার সহযাত্রীদের ধারণা হইয়াছিল ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঘড়ির চেন নহে, তাহা তাহার প্যারাচুটের হাতলের শৃঙ্খল মাত্র। ওয়াল্‌ডো কি উদ্দেশ্যে কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করিত—তাহা তাহার আকার মাত্র দেখিয়া অন্যের বুঝিবার উপায় ছিল না।

ওয়াল্‌ডো 'প্যারাচুট' খুলিবার 'হাতলে'র মাথার সেই চেনের গোড়া ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিবামাত্র তাহার পিঠের সেই প্রকাণ্ড কুঁজটা বিস্ফারিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মাথার উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং ছাতার মত খুলিয়া গেল। ( and opened out like an umbrella. ) এইরূপে তাহার কুঁজটি চক্ষুর নিমেষে 'প্যারাচুটে' পরিণত হইল! অনন্তর পনের সেকেণ্ড মধ্যে তাহার পতনের বেগ নিয়ন্ত্রিত হইল। ( headlong drop was checked. ) কিন্তু এই পনের সেকেণ্ড মাত্র সময় তাহার তিন ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হইল। যাহা হউক, প্যারাচুটের সাহায্যে সে অপেক্ষাকৃত ধীরে নামিতে লাগিল। সেই পতন-বেগ তাহার দুঃসহ মনে হইল না।

অবশেষে ওয়াল্‌ডো যখন পৃথিবীর দেড় হাজার ফিট উর্দ্ধে রহিল—সেই সময় সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারি দিক দেখিয়া লইল, এবং নীচের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "আমার সহযাত্রীদের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য যেটুকু চালাকি• খাটাইয়াছি তাহা বিফল হয় নাই দেখিতেছি। আকাশ ও বাতাশ আমার প্রতিকূলতা করে নাই। আমি মাটীতে নামিলে কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সরের জনসাধারণ হা করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া নাই ; আমি প্যারাচুট লইয়া নামিতেছি—ইহা তাহারা দেখিতে পাইবে না। আশা করি আমাকে কাহারও ঘরের ছাদে বা গৃহপ্রাঙ্গণে নামিতে হইবে না। সেরূপ হইলে একটু গোলমালের আশঙ্কা আছে। এত কষ্টের পর যদি আমাকে ধরা পড়িতে হয়—তাহা হইলে তাহা বড়ই আপ্‌শোষের বিষয় হইবে।"

ওয়াল্‌ডো ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "আকাশ হইতে নামিবার পক্ষে প্যারাচুট মন্দ বাহন নহে ; ইহার সাহায্যে কত লোক বেলুন হইতে নির্ব্বিঘ্নে মাটীতে নামিয়াছে। আমার যেটুকু বিপদের আশঙ্কা ছিল—তাহাও কাটিয়া গিয়াছে। নিরাপদে নীচে নামিতে পারিব সন্দেহ নাই ; এখন যদি কোন সাল্‌গম বা গাজরের ক্ষেতে নামিতে পারি—তাহা হইলে আমার দুশ্চিন্তা দূর হয়। কোন নদী বা পুষ্করিণীতে পড়িলেও ক্ষতি নাই ; কোন জলাশয়ই আফ্রিকার আরাসঙ্গো নদী অপেক্ষা ভয়ানক হইবে না। আফ্রিকার জলে জঙ্গলে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া আসিয়াছি, আর বাড়ীর কাছে আসিয়া বিপদে পড়িব ? তবে জলাশয়টা এড়াইতে পারিলেই মঙ্গল ; এটাচি কেস্‌টা লইয়া সাঁতার দেওয়া কষ্টকর হইবে। এই রাত্রিকালে পোষাকটা ভিজিলেও খানিক অসুবিধায় পড়িতে হইবে।"

ওয়াল্‌ডো নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বামে প্রায় এক মাইল দূরে কতকগুলি আলো দেখিতে পাইল ; আরও কিছু দূরবর্ত্তী একটি উজ্জ্বল আলোকের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু অন্যান্য আলোকগুলি সেরূপ উজ্জ্বল ছিল না। সেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের আলোকের ন্যায় দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত। তাহার পদতলে—যে স্থানে সে অবতরণ করিতেছিল—গাঢ় অন্ধকার বিরাজিত।

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিছু দূরে একটি নগর আছে, তাহার কাছাকাছি দুই একখানি পল্লীর আলোক দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমার ঠিক নীচেই যে অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন স্থানটি দেখা যাইতেছে, উহা বন জঙ্গল না পাহাড়—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না ! ঐ স্থানটি এ সময় নামিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে হইতেছে না। কালো কালো ছায়ার মত ওগুলা কি দেখা যাইতেছে ? কোন অরণ্যের বড় বড় গাছ না কি ? যদি কোন গাছের ডালে বাধিয়া যাই—তাহা হইলে অবস্থাটা আরামপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। পেত্‌নী-দহ হইতে মার্ক রোসেনের হীরাগুলি উদ্ধার করিয়া আমার পরম বন্ধু ক্রাস্‌কিকে প্রতারিত করিয়াছিলাম। সেই কাজটি কঠিন ছিল বটে,কিন্তু গোল্ডবার্গের হীরাগুলি আত্মসাৎ করিয়া চম্পট দান করা তাহা অপেক্ষাও কঠিন মনে হইয়াছিল। ক্রাস্‌কি বুঝিতে

পারিয়াছিল—আমি হীরাগুলা লইয়া পলায়ন করিয়াছি ; কিন্তু গোল্ডবার্গ বুঝিয়াছে আমি এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই অক্কালাভ করিয়াছি। সুতরাং আমার এবারকার কৌশল নিখুঁত। গোল্ডবার্গ আমাকে চিনিতে পারে নাই ; আমি বাঁচিয়া যাইব—ইহাও বুঝিতে পারে নাই।"

ওয়াল্‌ডো ইচ্ছা করিলে সময়ান্তরেও গোল্ডবার্গের হীরাগুলি আত্মসাৎ করিতে পারিত, এরোপ্লেন হইতে তাহা লুঠ করিয়া ও-ভাবে পলায়নের প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু ওয়াল্‌ডো সাধারণ তস্কর নহে ; সে তাহার অসাধারণত্ব প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিল। এ জন্য সাধারণ তস্করের ন্যায় অপহরণে তাহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। যে কার্য্য অন্যের অসাধ্য, সেই কার্য্যে সে আমোদ লাভ করিত। বস্তুতঃ তাহার কার্য্যে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল ; ইহাতেই সে আনন্দিত, চুরি একটা উপলক্ষ মাত্র।

হঠাৎ মিঃ ব্লেকের কথা তাহার স্মরণ হইল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "কে জানিত মিঃ ব্লেক ঐ এরোপ্লেনে প্যারিস হইতে দেশে ফিরিতেছেন ? গোল্ডবার্গ তাঁহাকে মুরুব্বি করিয়া হীরাগুলা উদ্ধারের চেষ্টা করিবে না কি ? অসম্ভব কি ? ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। মিঃ ব্লেককে আবার আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে ! ব্লেকের সঙ্গে স্মিথও ঐ এরোপ্লেনে আসিতেছিল ; আমার সৌভাগ্য যে আমাকে ধরা পড়িতে হয় নাই। ছদ্মবেশটা ভালই হইয়াছিল ; গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত চিনিতে পারে নাই ! বাহবা আমি !"

ওয়াল্‌ডো পেত্‌নী-দহ হইতে মার্ক রোসেনের হীরাগুলি উদ্ধার করিয়া লর্ড ব্লেনমোর ও মিঃ ব্লেকের সহিত লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছিল ; তাহার কয়েকদিন পরে সে দেশভ্রমণে যাত্রা করিয়া জর্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়ায় গমন করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া হইতে সে ফ্রান্সে আসিয়াছিল। ফ্রান্সে কিছু দিন বাস করিয়া স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাহার আগ্রহ হইলে সে আকাশ-পথে ইংলণ্ডে ফিরিতেছিল। সে এরোপ্লেনে উঠিয়া দেখিল—মিঃ ব্লেক, স্মিথ এবং গোল্ডবার্গও সেই এরোপ্লেনের আরোহী !

ওয়াল্‌ডো মনে মনে বলিল, "না, ব্লেক আমাকে চিনিতে পারেন নাই ; চিনিতে না পারিলেও আমার কাজ দেখিয়া হয় ত আমাকে সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু

তাহাতে ক্ষতি কি? আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে; মিঃ ব্লেক আর আমার কাজে বাধা দিতে পারিবেন না। এত দিন পরে কি আমার কথা তাঁহার স্মরণ আছে? থাকাই সম্ভব; তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ!"

ওয়াল্‌ডো অতঃপর সতর্কতা অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইল। গোল্ডবার্গ মিঃ ব্লেকের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে নিরাশ করিবেন না ইহাও সে বুঝিতে পারিল। মিঃ ব্লেককে প্রতারিত করা কিরূপ কঠিন তাহাও সে জানিত। সে মাটীতে নামিয়া কি করিবে তাহা স্থির করিয়া ফেলিল। সে প্রথমেই তাহার পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিবে; ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া গোল্ডবার্গের এটাচি কেস্‌টি দূরে নিক্ষেপ করিবে। এটাচি কেস্‌টি মূল্যবান। জিনিস্‌টি ওয়াস্‌ডোর পছন্দ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে গোল্ডবার্গের নাম লেখা ছিল, সুতরাং তাহা অবশ্য-পরিত্যাজ্য।

অতঃপর সে হীরাগুলি কোন নির্জ্জন স্থানে মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখিয়া অভিনব বেশে সজ্জিত হইবে, এবং দশ মিনিটের মধ্যেই সে গ্রাম্য ভদ্রলোক সাজিতে পারিবে। সে পুলিশকে অতি সহজে প্রতারিত করিতে পারিবে ভাবিয়া আনন্দিত হইল। পুলিশ বনে জঙ্গলে তাহার মৃতদেহ খুঁজিয়া বেড়াইবে, এবং মৃতদেহের পাশে হীরকপূর্ণ এটাচি কেস্ দেখিবার আশা করিবে; আর সে নূতন পরিচ্ছদে ভদ্রলোক সাজিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে বিচরণ করিবে। পুলিশ হীরাগুলার সন্ধান পাইবে না—মনে করিয়া তাহার স্ফূর্ত্তি হইল। তাহার পলায়ন-সংবাদটি সংবাদ পত্রে কি ভাবে প্রকাশিত হয়—তাহা দেখিবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। হতভাগ্য পাগলের মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, পুলিশ রহস্যভেদে অকৃতকার্য্য হইয়া কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবে, পাগলের মৃত্যুরহস্য ভেদ হইবে না—ইত্যাদি ব্যাপার কিরূপ কৌতূহলোদ্দীপক হইবে ভাবিয়া ওয়াল্‌ডোর হৃদয় আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইল। সে কল্পনা-নেত্রে দেখিল পুলিশ বনে জঙ্গলে তাহার মৃতদেহ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; পুষ্করিণীতে ও নদীতে জাল ফেলাইতেছে, এবং হতভাগ্য গোল্ডবার্গ হীরাগুলির শোকে গালে মুখে চড়াইতেছে!—ওয়াল্‌ডো মনের আনন্দে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার ধারণা হইল—পুলিশ কোন জীবিত ব্যক্তিকে গোল্ডবার্গের হীরাচোর

বলিয়া সন্দেহ করিবে না। ছয় হাজার ফিট উর্দ্ধাকাশ হইয়া লাফাইয়া পড়িয়া জীবিত থাকা মনুষ্যের অসাধ্য—এ কথা বুঝিতে পুলিশের বিলম্ব হইবে না।

ওয়াল্‌ডো নীচে চাহিয়া দেখিল—আর তাহার নামিতে অধিক বিলম্ব নাই। দেখিতে দেখিতে সে একটি অনুচ্চ বৃক্ষের উপর নামিয়া পড়িল। সেই বৃক্ষটি দুর্ভেদ্য লতায় আবৃত থাকায় তাহার প্যারাচুট সেই লতায় বাধিয়া গেল। ওয়াল্‌ডো প্যারাচুট বন্ধ করিয়া, এবং লতাগুলি সরাইয়া ফেলিয়া মাটীতে নামিয়া পড়িল। অন্ধকারে বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া নীচে নামিবার সময় দুই একটি শুষ্ক ডালে তাহার গাল ও কপাল ছড়িয়া গেল; কিন্তু সে তাহাতে কষ্ট বোধ করিল না।

ওয়াল্‌ডো যে কাহারও অট্টালিকার ছাদে বা কোন উচ্চ বৃক্ষের উপর নিক্ষিপ্ত হয় নাই, ইহা তাহার পরম সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিল। সে গাছের তলায় আসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তাহার ধারণা হইল সেই স্থানটি অরণ্য, তবে তাহার চারি দিকের অনেকখানি স্থান ফাকা; সেখানে কোন উচ্চ বৃক্ষ ছিল না। ছোট ছোট গাছ এবং বন্য লতায় সমাচ্ছন্ন গুল্মরাশিতে সেই স্থানটি পূর্ণ। কিছু দূরে বড় বড় গাছ ছিল বটে, কিন্তু সে সেখানে জনমানবের সাড়াশব্দ পাঁইল না। কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই বুঝিয়া ওয়াল্‌ডো আশ্বস্ত হইল।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল; বিশেষতঃ পশ্চিমাকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন থাকায় অন্ধকারের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই অন্ধকারে নির্জ্জন অরণ্যে জন সমাগমের সম্ভাবনা ছিল না। যদি তাহাকে প্যারাচুট লইয়া কোন পথে বা গ্রামের ভিতর নামিতে হইত, তাহা হইলে কোন পথিক বা গ্রামবাসী তাহাকে দেখিতে পাইত; কিন্তু সে পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল—যদি কেহ তাহাকে প্যারাচুট লইয়া নামিতে দেখে—তাহা হইলে সে তাহাকে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিবে; তাহার পর গোপনে পলায়ন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু কেহ তাহাকে প্যারাচুট লইয়া নামিতে দেখিলে পুলিশ শীঘ্রই সেই সংবাদ জানিতে পারিবে; তাহার পর পুলিশ যখন শুনিবে একজন লোক এরোপ্লেন হইতে একজন আরোহীর হীরা চুরি করিয়া শূন্যে লাফাইয়া

পড়িয়াছে, তখন তাহারা তাহাকেই অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করিবে, এবং তাহার অনুসন্ধানে সতর্কভাবে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে; কিন্তু কেহই তাহাকে দেখিতে না পাওয়ায় তাহার দুশ্চিন্তার কোন কারণ রহিল না।

ওয়াল্‌ডো যে স্থানে অবতরণ করিল তাহার চতুর্দ্দিকে দুই মাইলের মধ্যে লোকালয় ছিল না। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বুঝিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল; কারণ তাহার বিশ্বাস হইল তাহার 'মৃতদেহ' খুঁজিবার জন্য পুলিশ অবিলম্বেই সেই দিকে উপস্থিত হইবে, এবং তাহাকে কোন না কোন পুলিশ-প্রহরীর সম্মুখে পড়িতে হইবে।

ওয়াল্‌ডো প্রথমে মনে করিল—পুলিশের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাহাদের দলে মিশিয়া 'মৃতদেহ' খুঁজিতে আরম্ভ করিবে; নিজের মৃতদেহের অনুসন্ধান তাহার পক্ষে বিলক্ষণ আমোদজনক ব্যাপার হইবে। কিন্তু দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া সে এই খেয়াল ত্যাগ করিল। সে মনে মনে বলিল, "নির্ব্বোধ কন্‌ষ্টেবলগুলার দলে মিশিয়া আমার মৃতদেহের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলে মজা মন্দ হইবে না, তাহাদের পরামর্শও শুনিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু সেরূপ করিলে আমার অনেক সময় নষ্ট হইবে। তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইয়া মরুক, আমি কেন অনর্থক তাহাদের সঙ্গে ভূতের বেগার খাটিয়া মরি?"

ওয়াল্‌ডো অতি কষ্টে প্যারাচুটটি গাছের উপর হইতে নামাইয়া লইয়া তাহা মুড়িয়া ফেলিল, এবং পরিচ্ছদের ভিতর এ ভাবে লুকাইয়া রাখিল যে, তাহার নিকট 'প্যারাচুট' আছে—ইহা কাহারও বুঝিবার উপায় রহিল না। তাহার পর সেই অন্ধকারেই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই স্থানটি পরীক্ষা করিল। সেই অন্ধকারে অন্য কোন লোক সেখানে কিছুই দেখিতে পাইত না; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির ন্যায় ওয়াল্‌ডোর দৃষ্টিশক্তিও অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। সে যে গাছের উপর হইতে নামিয়াছিল—সেখানে তাহার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইল। অতঃপর সে সেই অরণ্যের চারি দিকে ঘুরিয়া সকল দিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ এবং দুর্ভেদ্য লতাজাল দেখিতে পাইল। যদি সে আরও

দূরে সরিয়া গিয়া পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে কোন উচ্চ বৃক্ষের চূড়ায় বাধিয়া যাইতে হইত। সুতরাং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে তাহার বিপদের সীমা থাকিত না; ইহা বুঝিতে পারিয়া সে মনে মনে বলিল, "এ যাত্রা খুব বাঁচিয়া গিয়াছি। পরমেশ্বরই আমাকে নিরাপদে নামাইয়া দিয়াছেন। আমার মত নরাধমও তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হয় না।"

ওয়াল্‌ডো কান পাতিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; কি একটা শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, প্রথমে মনে হইল দূরে ঝড় উঠিয়াছে তাহারই শব্দ! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে বুঝিতে পারিল অনেক দূরে কোন রেলপথের উপর দিয়া সবেগে ট্রেণ চলিতেছে, তাহারই শব্দ! সেই শব্দ বাতাসে না মিলাইতেই সে বৈদ্যুতিক মোটর-হর্ণের ( electric motor horn ) শব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে বুঝিতে পারিল দূরবর্ত্তী সহর হইতে ঐ সকল শব্দ বাতাশে ভাসিয়া আসিতেছিল; কিন্তু সহর অনেকটা দূরে থাকায় সে নগরের জন কোলাহল শুনিতে পাইল না।

ওয়াল্‌ডো সেই অরণ্যের বাহিরে কোন একটি গ্রাম্যপথে উপস্থিত হইয়া, যে কোন মোটর-ব'স পাওয়া যায়—তাহাতেই আশ্রয় গ্রহণের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল সেই ব'সে চাপিয়া কোন একটি রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইবে, এবং সেখানে ট্রেণে চাপিয়া লণ্ডনে যাইবে।

ওয়াল্‌ডো এই অরণ্য ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার অদ্ভুত গাত্রাবরণ, ঢিলা ট্রাউজার ও টুপি খুলিয়া একটা পুটুলী বাঁধিল, তাহার এই সকস পরিচ্ছদের নীচে অন্য পরিচ্ছদ ছিল, সেই পরিচ্ছদে তাহাকে চিনিবার উপায় রহিল না। সে রঙ্গের সাহায্যে মুখখানি ঠিক বুড়ার মুখের মত করিয়াছিল; পকেট হইতে স্পিরিটের শিশি বাহির করিয়া, একটুকরা স্পঞ্জে সে স্পিরিট ঢালিল, এবং স্পিরিট-সিক্ত স্পঞ্জ দ্বারা নাক মুখ কপাল প্রভৃতি স্থানে ঘর্ষণ করায় সেই রঙ্গ উঠিয়া গেল। তাহার মাথা হইতে সুদীর্ঘ শুভ্র কেশগুলি অপসারিত করিলে সে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর বয়সের যুবা পুরুষে রূপান্তরিত হইল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ছদ্মবেশ আর ছদ্মরূপ বিসর্জ্জন দিয়া এখন বেশ আরাম বোধ করিতেছি।

দায়ে পড়িয়া ছদ্মবেশ ধরিতে হয় বটে, নতুবা কার্য্যোদ্ধার হয় না ; কিন্তু উহাতে আমার বড়ই অশ্রদ্ধা। আর এখন উহার প্রয়োজন নাই, দীর্ঘকাল পরে খোলসটা ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এখন আমি স্বাভাবিক বেশে স্বচ্ছন্দে পথ দিয়া চলিয়া যাইতে পারিব, কোন পুলিশ ম্যানের সঙ্গে দেখা হইলে অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারিব ; কোন ডিটেক্‌টিভের সম্মুখে পড়িলেও আমাকে ভয়ে ভয়ে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে না।"

অতঃপর সে খোলা যায়গায় আসিয়া এটাচি কেস্‌টি খুলিয়া ফেলিল, এবং নক্ষত্রের আলোকে হীরাগুলি দেখিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বলিয়া সেই মৃদু আলোকেও হীরাগুলি পরীক্ষা করিবার অসুবিধা হইল না। কয়েকখানি হীরা যেমন বৃহৎ সেইরূপ উজ্জ্বল ; কিন্তু হীরাগুলি সমস্তই সুগঠিত, এবং সান-পালিশকরা। ওয়াল্‌ডো বুঝিতে পারিল বিবিধ অলঙ্কারে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্যই সেগুলি নির্দ্দিষ্ট আকারে কাটাইয়া লওয়া হইয়াছিল। মিঃ গোল্ডবার্গ বলিয়াছিল হীরাগুলির মূল্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। ওয়াল্‌ডোর মনে হইল ইহা গোল্ডবার্গের অত্যুক্তি নহে। কিন্তু ওয়াল্‌ডো জানিত, চোরা মাল কখন পূর্ণ মূল্যে বিক্রয় হয় না। সে মাথা নাড়িয়া মৃদু স্বরে বলিল, "হুম্‌! এই পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের মাল দশ হাজার পাউণ্ডেই ছাড়িতে হইবে। বড়ই ক্ষোভের বিষয়! কিন্তু উপায় কি? এরকম নোংরা কাজ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ ইহাতে ধরা পড়িবার আশঙ্কাও অল্প নহে ; তবে আমি ইহা যাহার নিকট বিক্রয় করিব, তাহারই বিপদের আশঙ্কা অধিক। আমাকে ধরে কে? সুতরাং দশ হাজার পাউণ্ডে ছাড়িতে হইবে বলিয়া আমার আক্ষেপ করা অনুচিত।"

ওয়াল্‌ডোর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল ; এইরূপ বিবেচনা শক্তি ছিল বলিয়াই সে পেত্‌নী দহ হইতে পাথরের নুড়ি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ক্রাস্‌কিকে প্রতারিত করিতে পারিয়াছিল। এবারও সে গোল্ডবার্গের সহযাত্রী হইবার পূর্ব্বেই এরোপ্লেন হইতে পলায়নের উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এরোপ্লেন হইতে তাহার লাফাইয়া পড়া আকস্মিক ঘটনা নহে ; অথচ তাহার সহযাত্রীরা বুঝিয়াছিলেন—

ইহা পাগলের খেয়াল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ওয়াল্‌ডো এরোপ্লেনে গোল্ডবার্গের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি উজ্জ্বল ও বৃহৎ নকল হীরা সংগ্রহ করিয়াছিল এই নকল হীরাগুলি ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগিবে কি না তাহা সে স্থির করিতে না পারিলেও, কোন কারণে সেগুলির প্রয়োজন হইতেও পারে—মনে করিয়াই তাহা সঙ্গে রাখিয়াছিল। দস্যুবৃত্তিতে সে কাহারও সহায়তা গ্রহণ করিত না; কিন্তু একাকী বহু প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে যেরূপ যোগাড় যন্ত্র করিয়া রাখা প্রয়োজন, সে তাহার ত্রুটি করিত না।

ওয়াল্‌ডো গোল্ডবার্গের এটাচি কেস্ হইতে আসল হীরাগুলি বাহির করিয়া তাহার জ্যাকেটের পকেটে লুকাইয়া রাখিল, এবং আর একটি পকেট হইতে নকল হীরাগুলি লইয়া এটাচি কেসের ভিতর রাখিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল, "পুলিশ হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িলে এবং এটাচি কেস্‌টি আমার হাতে দেখিলে তাহা পরীক্ষা করিতেও পারে। এই নকল হীরাগুলি এটাচি কেসের ভিতর দেখিতে পাইলে তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। তাহাদের সেই আনন্দটুকু নষ্ট করিয়া লাভ নাই।"

তাহার পকেটে একখানি ক্ষুদ্র খন্তা ছিল, ইহাও সে পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। ওয়াল্‌ডো সেই অরণ্যে একটি স্থান চিহ্নিত করিয়া, সেই স্থানে একটি গভীর গর্ত্ত খুঁড়িল, এবং সেই গর্ত্তে তাহার পকেটস্থ হীরাগুলি ঢালিয়া, তাহার উপর তাহার প্যারাচুট, পরিচ্ছদের পুঁটুলী, গোল্ডবার্গের এটাচি কেস্‌টি নিক্ষেপ করিল; তাহার পর গর্ত্তটি মাটী-চাপা দিয়া এভাবে বুঁজাইয়া ফেলিল যে, কোন লোক সেই স্থানে আসিয়া সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিলেও, সেখানে গর্ত্ত করা হইয়াছিল ইহা বুঝিতে পারিত না।

অতঃপর ওয়াল্‌ডো সেই অরণ্য হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে সহজে সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য হইতে বাহির হইতে পারিল না। সে যে দিকে যায়, সেই দিকেই ঘন বন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ; নীচে কণ্টকপূর্ণ গুল্ম, সুদৃঢ় লতার জাল! নিবিড় নৈশ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, প্রতি পদক্ষেপে সে বাধা পাইতে লাগিল। সে সেই অন্ধকারে অন্ধের মত ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক

দূরে অরণ্যের এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেখানে একটি গলিপথ দেখিতে পাইল ; কিন্তু সেই গলি দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই ওয়াল্‌ডো থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল। সে বুঝিল আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কারণ তাহার সম্মুখে একটি উচ্চ প্রাচীর তাহার পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। প্রাচীরটি দুই দিকে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার ধারণা হইল—সেই অরণ্যটি সেই প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং প্রাচীরটি এরূপ উচ্চ যে, ওয়াল্‌ডোর ন্যায় অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ব্যায়ামনিপুণ ব্যক্তিরও তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার কোন উপায় ছিল না। ওয়াল্‌ডো সেরূপ উচ্চ প্রাচীর পূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারিল না। সে কয়েক মিনিট হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সে ইংলণ্ডের এবং ইউরোপের অনেক দেশের কারাগারের প্রাচীর দেখিয়াছিল, কিন্তু সেই সকল প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া কোন দিন তাহার ধারণা হয় নাই ; কিন্তু এই আরণ্য প্রাচীরের উচ্চতা দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইল। তাহার বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এক দিন সে আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী পেত্‌নী দহের অতলস্পর্শ গর্ভে অসঙ্কোচে অবতরণ করিয়াছিল, আর আজ কি না সে একটা উচ্চ প্রাচীর দেখিয়া স্তম্ভিত! ইহাই সেই প্রাচীরটির ভীষণতার পরিচয়।

প্রাচীরটি পাষাণ-নির্ম্মিত, মাটী হইতে সরল ভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। প্রাচীরের নিকট কতকগুলি উচ্চ আরণ্য বৃক্ষ ছিল, প্রাচীরটি সেই সকল বৃক্ষের অপেক্ষাও অধিক উচ্চ ; তাহাদের সর্ব্বোচ্চ শাখাগুলি প্রাচীরের অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারে নাই! সেই প্রাচীরের মাথায় সুতীক্ষ্ণ বর্শা-ফলকের ন্যায় তীক্ষ্ণধার ও কণ্টকিত ইস্পাতের ফলাসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রোথিত! অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে সেই সকল ফলা সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল ; তাহাদের সুশাণিত অগ্রভাগ নক্ষত্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। ফলাগুলির আরও একটু বিশেষত্ব ছিল ; প্রত্যেক ফলায় বড়শীর আলের মত তীক্ষ্ণাগ্র আল্ ( fishhook-like prongs. ) ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চারি দিকে প্রসারিত!

ওয়াল্‌ডো বিস্ময় বিস্ফারিত-নেত্রে সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে বাপের বাড়ী গেল যাঃ !—এ আবার কি ব্যাপার ?"

সেই প্রাচীরটি সেই ভাবে সেখানে নির্ম্মাণ করিবার কারণ কি ? কোন্ মূল্যবান সামগ্রী সুরক্ষিত করিবার জন্য সেই গহন কানন প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা ওয়াল্‌ডোর অসাধ্য হইল। ওয়াল্‌ডো বুঝিতে পারিল—তাহা কোন কারাগারের প্রাচীর নহে, সেই প্রাচীরের অন্তরালে কোন বাতুলাশ্রমেরও অস্তিত্ব ছিল না। সেই অরণ্যে সম্ভবতঃ এরূপ কোন মহার্ঘ দ্রব্য ছিল না—যাহা সুরক্ষিত করিবার জন্য এই প্রকার দুর্লঙ্ঘ্য ও বিশাল প্রাচীর নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইতে পারে।

ওয়াল্‌ডো চিন্তাকুল চিত্তে বলিল, "এই প্রাচীরের বিবরণ জানিবার জন্য কৌতূহল হয় ; কিন্তু এই তথ্য নিরূপণের সময় কোথায় ? আমার ত এখানে বিলম্ব করিলে চলিবে না। আমাকে অন্য দিকে ঘুরিয়া যাইতে হইবে ; দেখি—ইহা কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে।"

ওয়াল্‌ডো সেই প্রাচীরের গোড়া দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এক এক স্থানে প্রাচীরের গোড়ায় নিবিড় জঙ্গল, অধিকাংশই কণ্টকাবৃত গুল্ম ; তাহা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া তাহার অসাধ্য হইল। সে তাহা অতিক্রম করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে লাগিল ; কিন্তু প্রাচীরের শেষসীমা সে দেখিতে পাইল না !

কিন্তু সে হতাশ না হইয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। এই ভাবে চলিতে চলিতে এক স্থানে আসিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল প্রাচীর-সন্নিহিত ঝোপের ভিতর কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; এমন কি, মস্-মস্ শব্দও সে শুনিতে পাইল ; সঙ্গে সঙ্গে গুল্মগুলি সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল ! ওয়াল্‌ডো সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মুহূর্ত্তপরে সে কি একটা জানোয়ারের শব্দ শুনিতে পাইল, যেন কোন জন্তু সক্রোধে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ শব্দ করিল ! কিন্তু তাহা কোন্ বন্য জন্তুর কণ্ঠস্বর,

তাহা সে বুঝিতে পারিল না ; শব্দটা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্ধকারের ভিতর অগ্নিময় গোলকের ন্যায় দুইটি চক্ষু দেখিতে পাইল; তাহা কোন ক্ষুধাতুর শ্বাপদ জন্তুর নির্নিমেষ নেত্রের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি !—ওয়াল্‌ডো বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিতেই—ক্রুদ্ধ কণ্ঠের গম্ভীর হুঙ্কার শুনিতে পাইল। পর মুহূর্ত্তেই সে দেখিল—কি একটা ভীষণাকৃতি জানোয়ার তাহার কয়েক ফিট দূরে থাকিয়া তাহার উপর সবেগে লাফাইয়া পড়িল ;—যেন সে মুহূর্ত্তমধ্যে তীক্ষ্ণ-দন্তে ওয়াল্‌ডোর টুঁটি ছিঁড়িয়া লইবে !

# চতুর্থ উল্লাস

## প্রাচীর-রহস্য

ওয়াল্‌ডো মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিল কোন বন্য জন্তু তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে।—ওয়াল্‌ডোর দেহের বল অসাধারণ,তাহার মাংসপেশীগুলি ইস্পাতের ন্যায় সুদৃঢ় ; তাহার সাহসও অতুলনীয়। আফ্রিকার অরণ্যে প্রকাণ্ড-কায় নরভুক্ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সে সেই বাঘটাকে বিড়াল-শাবকের ন্যায় গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল ; অন্য কোন শ্বাপদ জন্তু তাহাকে আক্রমণ করিলে সেই বাঘের মতই নিহত হইবে—ইহা সে জানিত। তথাপি ওয়াল্‌ডো সতর্ক হইল, সে বিদ্যুদ্বেগে একটু সরিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু জানোয়ারটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। সে গর্জ্জন করিয়া ওয়াল্‌ডোর কাঁধে লাফাইয়া পড়িল, এবং মুখব্যাদান করিয়া তীক্ষ্ণদন্তে তাহার টুঁটি ছিঁড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। জানোয়ারটা ওয়াল্‌ডোর মুখের কাছে মুখ নামাইয়া গর্জ্জন করায় তাহার মুখের দুর্গন্ধ ওয়াল্‌ডোর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সেই বিষম দুর্গন্ধে ওয়াল্‌ডোর বমনোদ্রেক হইল।

ওয়াল্‌ডো অস্ফুট স্বরে বলিল, "এত ব্যস্ত কেন চাঁদ! এখনই তোমাকে ঠাণ্ডা করিতেছি।"—ওয়ালডো চক্ষুর নিমেষে এক হাতে জানোয়ারটার গলা টিপিয়া ধরিল, এবং অন্য হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া একবার তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল। জানোয়ারটা ওয়াল্‌ডোর কাঁধে লাফাইয়া পড়িবার সময় তাহার ধারণা হইয়াছিল—সেটা আল্‌সাটিয়ান জাতীয় কুকুর। এই কুকুরগুলি অতি ভীষণপ্রকৃতি ও বলবান। ওয়াল্‌ডো ভাবিয়াছিল, কুকুরটা বনে আসিয়া বাঘের মত ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু ওয়াল্‌ডো জানোয়ারটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিল তাহা আল্‌সাটিয়ান বা অন্য কোন জাতীয় কুকুর নয় ; তাহার আকার অপেক্ষা-

কৃত ক্ষুদ্র, অনেকটা নেক্‌ড়ের মত। অবশেষে সে বুঝিতে পারিল—তাহা শৃগাল বটে! কিন্তু সাধারণ শৃগাল নহে (not a jackal of the ordinary type,) সাধারণ শৃগাল অপেক্ষা তাহা অনেক অধিক দুর্দ্দান্ত ও হিংস্রপ্রকৃতি। আকারেও শৃগাল অপেক্ষা অনেক বড়, এবং বনবিড়াল অপেক্ষা অধিকতর চঞ্চল।

ওয়াল্‌ডো বাঁ হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। শিয়ালটা মাথা বা মুখ নাড়িতে না পারিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ওয়াল্‌ডোর কাঁধের উপর হাঁচড়-পাঁচড় করিল, তাহার আর্ত্তনাদ করিবারও উপায় রহিল না। ওয়াল্‌ডো সেই অবস্থায় হাত দুইখানি ঈষৎ ঘুরাইয়া একটা মোচড় দিল—সেই এক মোচড়েই শিয়ালটার ঘাড় ভাঙ্গিয়া সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সে অক্কালাভ করিল।

ওয়াল্‌ডো শিয়ালটাকে পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া, ঘৃণাভরে তাহার অসাড় দেহের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর কি ভাবিয়া তাহার লেজ ধরিয়া টানিয়া তুলিল, এবং তাহার মৃতদেহ শূন্যে ঘুরাইয়া এ ভাবে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল যে, তাহা সেই উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া প্রাচীরের অন্য ধারে পড়িল। মৃত শৃগালটিকে ঐ ভাবে অত্যুচ্চ প্রাচীরের অপর পার্শ্বে নিক্ষেপ করা ওয়াল্‌ডো ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সাধ্য হইত না! ইহা তাহার অসাধারণ বাহু-বলেরই নিদর্শন।

শিয়ালটা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অন্য ধারে পড়িবে—ওয়াল্‌ডোও তাহা মনে করে নাই। সে একটু বিস্মিত হইল। সে উভয় হস্ত দূরে প্রসারিত করিয়া বিরক্তি ভরে বলিল, "হাত দু'খানা নোংরা হইল; কোথাও একটু জল নাই যে, হাত ধুইয়া ফেলি। কিন্তু শিয়ালটা কোথা হইতে মরিতে আসিল? সরের জঙ্গলে শিয়াল নাই। আমার বিশ্বাস, কোন সার্কাসওয়ালার খাঁচা ভাঙ্গিয়া এখানে ওটা পলাইয়া আসিয়াছিল। তাহারা উহার সন্ধান পায় নাই। ইহা সাধারণ শিয়াল নহে; কেহ আক্রমণ না করিলে উহারা কামড়াইতে আসে না, তবে আমাকে ও ভাবে আক্রমণ করিল কেন?"

ওয়াল্‌ডো দুই মুঠা ঘাস ছিঁড়িয়া তাহাতে হাত মুছিয়া ফেলিল; তাহার পর সেই প্রাচীরের পাশ দিয়া চমিতে লাগিল। কিছু দূরে গিয়া সে সেই প্রাচীরের একটি কোণে উপস্থিত হইল; সেটি প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ কোণ। প্রাচীর সেই কোণে বাঁকিয়া তাহার বাম দিকে প্রসারিত। তাহা দেখিয়া ওয়াল্‌ডো বুঝিতে পারিল—সে প্রাচীরের ভিতরে আছে; তাহার চারি দিকে প্রাচীরবেষ্টিত অরণ্য! সে আরও বুঝিতে পারিল শিয়ালটি সেখানে স্বাধীন ভাবে আসিতে পারে নাই; কেহ তাহাকে সেই প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল! ওয়াল্‌ডো ইহার কারণ স্থির করিতে পারিল না। তাহার মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল।

ওয়াল্‌ডো অস্ফুট স্বরে বলিল, "ব্যাপারটা আগাগোড়া রহস্য পূর্ণ; যেমন জটিল, সেইরূপ নোংরা। (nasty) আমার প্যারাচুট্‌টা শেষে একটা প্রাচীর-ঘেরা জঙ্গলের ভিতর নামিয়া পড়িল! ইহা অপেক্ষা কোন নদীর ভিতর পড়িলেও যে ভাল ছিল। এরূপ অদ্ভুত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি যে, এখান হইতে বাহিরে যাইবার উপায় নাই! কোথায় যাইতেছি তাহাও জানি না।—এই প্রাচীর ডিঙ্গাইতে পারিলে আমি যেথানে ইচ্ছা যাইতে পারিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল আমি যে কোন উচ্চ প্রাচীর পার হইতে পারি; কিন্তু আমি পাখী হইতে না পারিলে ত এই প্রাচীর পার হইতে পারিব না!"

চলিতে চলিতে ওয়াল্‌ডোর আশা হইল হয় ত সে প্রাচীরের এক প্রান্তে বহির্গমনের পথ বা দেউড়ি দেখিতে পাইবে। যদি এই প্রাচীরবেষ্টিত স্থান হইতে বাহিরে যাইবার জন্য কোন দেউড়ি বা পথ থাকে তাহা হইলে সেখানে কোন প্রহরী থাকাই সম্ভব। যদি কোন প্রহরীর বা এই অরণ্যের মালিকের কোন অনুচরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়—তাহা হইলে সে তাহাকে কি কৈফিয়ৎ দিবে? প্রাচীরবেষ্টিত অরণ্যে সে কি কৌশলে প্রবেশ করিয়াছে, কেনই বা এখানে আসিয়াছে—এই প্রশ্নের সে কি উত্তর দিবে? ওয়াল্‌ডো জঙ্গলের ভিতর গর্ত্ত করিয়া নকল হীরাগুলি এটাচি কেস্ সহ সেই গর্ত্তে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আসল হীরা তাহার পকেটেই ছিল। এই স্থান হইতে বাহির হইবার সময় সে ধরা পড়িলে তাহার পকেটের আসল হীরাগুলি গোপন করা

অত্যন্ত দুরূহ হইবে।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ওয়াল্‌ডো অধীর হইয়া উঠিল।

ওয়াল্‌ডো ধরা পড়িবার ভয়ে আর সম্মুখে অগ্রসর হইল না, সে যেদিক হইতে আসিয়াছিল—সেই দিকে ফিরিয়া চলিল। বিশেষতঃ, হীরাগুলির মায়া সে ত্যাগ করিতে পারিল না। সে বুঝিতে পারিল—ধরা পড়িলে হীরাগুলি রক্ষা করা তাহার অসাধ্য হইবে।

ওয়াল্‌ডো প্যারাচুটের সাহায্যে যে স্থানে নামিয়াছিল—সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকারে চারি দিকে চাহিতে লাগিল। সে যে স্থানে নকল হীরাগুলি পুতিয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানটি চিনিয়া বাহির করা তাহার অসাধ্য হইল না। সে সেই গর্ত্তের মাটী দুই হাতে তুলিয়া ফেলিল, এবং তাহার ভিতর হইতে এটাচি কেস্‌টি বাহির করিয়া নকল হীরাগুলি পকেটে পুরিল; তাহার পর আসল হীরাগুলি সেই এটাচি কেসে রাখিয়া এটাচি কেস্‌টি পূর্ব্ববৎ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল, এবং মাটী চাপা দিয়া গর্ত্তটি বন্ধ করিল।—এইবার সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। সে ভাবিল, যদি ধরা পড়িতে হয় তাহা হইলে আসল হীরাগুলি পুলিশের হাতে পড়িবার আশঙ্কা রহিল না; সময়ান্তরে কোন সুযোগে সে এই অরণ্যে ফিরিয়া আসিয়া হীরাগুলি গর্ত্ত হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবে। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে কোন লোক এই স্থানে আসিয়া গর্ত্ত হইতে হীরাগুলি তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিবে—ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না; কারণ সেখানে সে হীরাগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছে ইহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তবে সে কত দিন পরে সেখানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে তাহা তখন ধারণা করা তাহার অসাধ্য হইল।

অতঃপর ওয়াল্‌ডো সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিশ্বাস হইল—যদি সেই অরণ্যটি প্রাচীরবেষ্টিত হয়—তাহা হইলে সেই প্রাচীরের বিপরীত দিকেও সে প্রাচীর দেখিতে পাইবে। তাহার এই অনুমান সত্য কি না তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। (he wanted to see if his conjecture was right.)

প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর সে সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিশালাকার দৈত্য-দেহের

ন্যায় অত্যুন্নত পাষাণ-প্রাচীর দেখিতে পাইল; তখন সে বুঝিতে পারিল সেই সুবিস্তীর্ণ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানেই সে আবদ্ধ হইয়াছে। সেই উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পলায়নের আশা নাই। কিন্তু এই সুপ্রশস্ত অরণ্য প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবার কারণ কি তাহা সে বুঝিতে পারিল না। যদি তাহা উদ্যান হইত, তাহা হইলে তাহা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিবার কারণ বুঝিতে পারা যাইত; কিন্তু সাধারণ উদ্যানও কেহ এরূপ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করে না। বিশেষতঃ, প্রাচীরের মাথায় তীক্ষ্ণধার লৌহ-ফলক; কোন কারাগারের প্রাচীর নির্ম্মাণেও সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না, অথচ একটি বিস্তীর্ণ অরণ্য এইরূপ বহু ব্যয়সাধ্য উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত! বিপুল অর্থের এরূপ অপব্যয়ের কারণ কি? কতকগুলি আরণ্য বৃক্ষ, লতাগুল্ম, এবং অনুর্ব্বর ও কৃষিকার্য্যের অযোগ্য প্রান্তর ভিন্ন আর কিছুই সেখানে ছিল না। ওয়াল্‌ডো ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ঝিলের মত একটি দীর্ঘ জলাশয় দেখিতে পাইল! জলাশয়ে জল অতি অল্পই ছিল; বদ্ধ জল, তাহাতে লতা পাতা পড়িয়া পচিয়া গিয়াছিল, তাহার দুর্গন্ধ অসহ্য।

ওয়াল্‌ডোর বিশ্বাস হইল—এই জঙ্গলের মধ্যে বাড়ী ঘর আছে। বাড়ী ঘর না থাকিলে কেবল একটা জঙ্গল এ ভাবে প্রাচীর দ্বারা ঘিরিয়া রাখা হইবে কেন?—ওয়াল্‌ডো সেই দুর্গন্ধময় জলাশয়ের অদূরে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল—সেই সময় অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। শব্দটি এতই মৃদু যে, অন্য কোন লোকের তাহা কর্ণগোচর হইত কি না সন্দেহ; ওয়াল্‌ডোর শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়াই সে তাহা শুনিতে পাইল। রাত্রি কালে সেই বিজন অরণ্যে সেই শব্দ শুনিয়া অত্যন্ত সাহসী লোকের মনেও আতঙ্ক উপস্থিত হইত; কিন্তু ওয়াল্‌ডো ভীত না হইয়া বিস্মিত হইল। সে ভাবিল—পুনর্ব্বার কোন জানোয়ার তাহাকে আক্রমণ করিবে না কি? এবারও শিয়াল, না আর কিছু?

ওয়াল্‌ডো তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং শব্দটা যে দিক হইতে আসিয়াছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া কিছু দূরে একটা জানোয়ারের অগ্নিময় চক্ষু-যুগল

দেখিতে পাইল।—তাহা আর একটি শিয়ালের চক্ষু বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। সে ভাবিল—তবে কি এই অরণ্য শৃগাল-প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত ?

ওয়াল্‌ডো তাতাতাড়ি প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই প্রাচীর-গাত্রে একটি গুহা দেখিতে পাইল। তখন তাহার মনে হইল—প্রাচীরের স্থানে স্থানে ঐরূপ গুহা আছে, এবং সেই সকল গুহায় শৃগাল-প্রহরীগুলা বাস করে।

ওয়াল্‌ডো প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র জানোয়ারটা ঝড়ের মত বেগে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ওয়াল্‌ডো তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু সে সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই শিয়ালটা তাহার বুকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল! ওয়াল্‌ডো শিয়ালটাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাকে টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিল না। শিয়াল তাহাকে জোঁকের মত কামড়াইয়া ধরিয়াছিল।

কিন্তু শৃগালের দংশনে ওয়াল্‌ডো কাতর হইল না, সে অধিক যন্ত্রণাও অনুভব করিল না। দেহের কোন স্থানে ছোট একটি কাঁটা ফুটিলে যতটুকু কষ্ট বোধ হয়—শৃগালের দংশনে তদপেক্ষা তাহার অধিক কষ্ট হইল না। শৃগালের তীক্ষ্ণ দন্তের আঘাতে তাহার গলা হইতে রক্তের স্রোত বহিল, তাহার কলার এবং সার্টের বুকের অংশটা ভিজিয়া গেল। ক্রোধে ওয়াল্‌ডোর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; সে যে শিয়ালটিকে পূর্ব্বে হত্যা করিয়াছিল, এই শিয়ালটা তাহা অপেক্ষা অধিক বৃহৎ, অধিকতর বলবান এবং দুর্দ্দান্ত। ওয়াল্‌ডো তাহাকে টানিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া গলা হইতে তাহার দাঁত খুলিতে পারিল না। অধিক বল প্রয়োগ করিলে গলার মাংস ছিঁড়িয়া আসিবে বুঝিয়া ওয়াল্‌ডো দুই হাতে শিয়ালটার গলা টিপিয়া ধরিল, এবং এরূপ জোরে চাপ দিল যে, সেই চাপে তাহার কণ্ঠাস্থি চূর্ণ হইল, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন সে তাহার গলা হইতে শিয়ালটার দাঁতগুলি ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল।—শিয়ালটার মৃতদেহ মাটীতে পড়িয়া রহিল।

ওয়াল্‌ডো রুমাল দিয়া গলার রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে

চাহিতে লাগিল। তাহার আশঙ্কা হইল—আর একদল শিয়াল ক্ষুধিত নেকড়ের মত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিবে! সে নিরস্ত্র, একপাল শিয়াল একসঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করিলে কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিবে—তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সৌভাগ্যক্রমে সে কোন দিকে আর একটিও শিয়াল দেখিতে পাইল না।

ওয়াল্‌ডো অতঃপর শিয়াল দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু অদূরে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। এতক্ষণ পরে সে বুঝিতে পারিল—এই অরণ্যে মানুষও আছে! সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অদূরবর্ত্তী একটা গাছের আড়ালে লণ্ঠনের আলোক দেখিতে পাইল।

অতঃপর কি কর্ত্তব্য—তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। প্রথমে তাহার ইচ্ছা হইল—দ্রুতবেগে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন গুল্মের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল—শিয়ালটার মৃতদেহ সেই স্থানে পড়িয়া আছে,—লণ্ঠনধারী সেই স্থানে আসিলেই তাহার লণ্ঠনের আলোকে তাহা দেখিতে পাইবে, এবং শিয়ালটাকে কে হত্যা করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইবে। লোকটা তাহাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলে তাহার সন্ধান পাইতে ও পারে; সেই প্রাচীরবেষ্টিত অরণ্য হইতে পলায়নের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া পলায়ন করিতে ওয়াল্‌ডোর প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষতঃ, এই স্থানটির পরিচয় জানিবার জন্য তাহার প্রবল কৌতূহল হইয়াছিল; এই অরণ্যে শৃগাল-প্রহরী পুষিবারই বা কারণ কি—ইহাও জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ অল্প হয় নাই।

ওয়াল্‌ডো অসাধারণ ধূর্ত্ত, সঙ্কটকালে নানা ফন্দী তাহার মাথায় আসিত। সে লণ্ঠনধারীর সম্মুখীন না হইয়া এক অদ্ভুত কাজ করিল।—সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চিৎ হইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিত করিল, গলার যে অংশে শিয়ালের দাঁত বসিয়াছিল ও রক্ত ঝরিতেছিল—সেই স্থানটি অনাবৃত করিল, এবং মুখের এরূপ ভঙ্গি করিল—যেন শৃগালের দংশন-যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে! লণ্ঠনধারী তাহাকে দেখিলেই মুমূর্ষু বলিয়া বুঝিতে পারিবে, এবিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

কয়েক মিনিট পরে লণ্ঠনধারী ঘূরিতে ঘুরিতে ওয়াল্‌ডোর নিকট উপস্থিত হইল ; তাহার পশ্চাতে সান্ধ্য পরিচ্ছদধারী একজন ভদ্রলোক। তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তাঁহার মুখ গম্ভীর, চক্ষুতে উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট, দেহে অকাল-বার্দ্ধক্যের চিহ্ন বর্ত্তমান। লণ্ঠনধারী তাঁহার পরিচারক, তাহার চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইত।

ভৃত্যটি ওয়াল্‌ডোর প্রসারিত দেহের অদূরে দাঁড়াইয়া লণ্ঠনটি উচু করিয়া ধরিল, এবং আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! দেখুন কর্ত্তা, দেখুন! এ কি ব্যাপার?"

তাহার মনিব বলিলেন, "তাই ত বটে! এ কি ব্যাপার? কি সর্ব্বনাশ! জার্ভিস্, এ যে বড়ই ভয়ানক কাণ্ড! দাও, শীঘ্র লণ্ঠনটা আমার হাতে দাও।"—তিনি তাঁহার ভৃত্য জার্ভিসের হাত হইতে লণ্ঠনটা নিজের হাতে লইয়া তাহা ওয়াল্‌ডোর মুখের উপর উচু করিয়া ধরিলেন।

জার্ভিস্ আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, আপনাকে কত দিন বলিয়াছি আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। বেচারার গলার দিকে চাহিয়া দেখুন, উহার টুঁটি ছিঁড়িয়া দিয়াছে, গলা ফুটা হইয়া গিয়াছে ; রক্তে উহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে! বেচারার বাঁচিবার আশা অল্প।"

ভদ্রলোকটি ওয়াল্‌ডোর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অত ব্যস্ত হইও না জার্ভিস্! আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। উহার নিশ্বাস বহিতেছে ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিয়ালটাও যে উহার পায়ের কাছে মরিয়া পড়িয়া আছে!"

জার্ভিসের মনিব লণ্ঠনের আলোকে তাঁহার শৃগাল-প্রহরীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "শিয়ালটার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহার ঘাড় ভাঙ্গিল কিরূপে? লাঠীর আঘাত বলিয়া ত মনে হয় না। ঐ লোকটা শিয়ালটাকে ধরিয়া উহার ঘাড় মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়াছে—ইহা বিশ্বাস হয় না ; মানুষের ইহা অসাধ্য। এই শিয়ালটাই যে সকলগুলা অপেক্ষা বৃহৎ ও বলবান ছিল। ইহার ঘাড়ের একখানি হাড়ও আস্ত নাই ; হাড়গুলা সমস্তই গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। এ যে কি ব্যাপার তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না!"

জার্ভিস্ বলিল, "শিয়াল ত মরিয়াছে, ও কথা ভাবিয়া আর কি হইবে?—এখন লোকটার যাহাতে প্রাণরক্ষা হয় তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে ত? ওভাবে পড়িয়া থাকিলে এ বেচারা মারা যাইবে।"

জার্ভিসের মনিব বলিলেন, "লোকটা এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল; উহার এখানে আসিবার কোন অধিকার ছিল না; কিন্তু এই প্রাচীরঘেরা জঙ্গলে ও কিরূপে প্রবেশ করিল—তাহা ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না। পাখী নয় যে উড়িয়া আসিয়াছে। শিক-বসানো উচ্চ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া মানুষের এখানে আসা অসাধ্য; অন্য দিক দিয়াও আসে নাই, তবে ও আসিল কি উপায়ে? যাহা হউক, উহাকে এভাবে এখানে ফেলিয়া রাখা সঙ্গত নহে, তুমি উহার দুই পা ধর, আমি মাথা ধরি, দু'জনে উহাকে তুলিয়া ঘরে লইয়া যাই।"

# পঞ্চম উল্লাস

## পাখাওয়ালা ভূত

স্মিথ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐখানে আগুন জ্বলিতেছিল কর্ত্তা! এখন আগুন নিবিয়া গিয়াছে, কেবল কতকগুলি ছাই পড়িয়া আছে। পোড়া কাঠও দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু ঐখানেই যে সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গ্রে প্যান্থারে পলাতক দস্যুর মৃতদেহের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছিলেন। গ্রে প্যান্থার চলিতে চলিতে পথপ্রান্তবর্ত্তী একখানি পল্লীগ্রামের একটি গলির নিকট উপস্থিত হইলে, স্মিথ নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া ঐ কথা বলিল। মিঃ ব্লেক গাড়ী থামাইয়া দেখিলেন—সত্যই সেখানে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গোলাবাড়ীতে আগুন লাগিয়া তাহা পুড়িয়া গিয়াছিল। ভস্মরাশির ভিতর হইতে তখনও আগুনের আভা দেখা যাইতেছিল, এবং কয়েকজন লোক লণ্ঠন লইয়া সেই ভস্মস্তূপের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওখানে গিয়া কাহাকেও জেরা করিয়া কোন লাভ নাই স্মিথ! এরোপ্লেনে আকাশ-পথে আসিবার সময় তুমি নীচে যে অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলে—তাহা ঐ আগুনই বটে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, তখন ঐ গোলাবাড়ীই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল; এই স্থানের আগুন ভিন্ন আমি অন্য কোন আগুন দেখি নাই। যদি আমরা এখন এই স্থান হইতে বাঁ দিক দিয়া তিন মাইল অগ্রসর হই, তাহা হইলে যেখানে পৌছিব, পাগলটা প্রায় সেই স্থানেই এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।—সেখানে উপস্থিত হইলে পাগলটার মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে; তাহার সম্বন্ধে কোন না কোন কথা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইব।"

মিঃ ব্লেক সেই স্থান হইতে বাঁ-ধারে গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। গ্রে প্যান্থার বিভিন্ন গলির ভিতর দিয়া গ্রাম অতিক্রম করিল। ক্রমে তাঁহারা তিন চারি মাইল পথ পার হইয়া আসিলেন। আকাশের সেই অংশ দিয়া এরোপ্লেন ক্রয়-ডনের অভিমুখে গিয়াছিল—এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের সন্দেহ ছিল না। তাঁহারা পথপ্রান্তবর্ত্তী আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানি নিস্তব্ধ, নৈশ-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তাঁহারা চলিতে চলিতে সহর হইতে দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত এইরূপ পল্লী অনেক দেখিলেন; কিন্তু এই সকল পল্লীতে নগরের কোলাহল, ব্যস্তভাব, কর্ম্মোৎসাহ, এমন কি, নগরসুলভ সভ্যতার প্রভাব লক্ষিত হয় না। তাহারা যেন পর্ব্বতের নিভৃত উপত্যকায় বা পাদদেশে নিরুদ্বেগ চিত্তে নিদ্রাসুখে কালযাপন করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক এই তদন্ত-কার্য্যে অধিক উৎসাহ বা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। তিনি জুলিয়স্ গোল্ডবার্গকে আশা দিয়াছিলেন—স্বয়ং তাহার হীরাগুলির সন্ধান করিবেন; সেই অঙ্গীকার অনুসারেই তিনি এইরূপ কষ্টস্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাজটি নিতান্ত তুচ্ছ কাজ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। তিনি জানিতেন—গ্রাম্য চৌকিদারগুলিই পলাতক পাগলের মৃতদেহের সন্ধান করিতে পারিবে; গোল্ডবার্গের হীরাগুলিও তাহারাই কুড়াইয়া পাইবে। এই অনুসন্ধানের জন্য অনেক লোকের সহায়তার প্রয়োজন। বিশেষতঃ, তাঁহার হাতে তখন বিস্তর কাজ; সেই সকল কাজ নষ্ট করিয়া একটা পাগলের মৃতদেহ খুঁজিয়া বেড়াইতে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইতেছিল। তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। সেই পাগলের চক্ষু দুইটি মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে পড়িতেছিল; লোকটি তাঁহার পরিচিত; কিন্তু তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। নিজের স্মরণ-শক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় নিজের উপর তাঁহার রাগ হইতেছিল। লোকটা এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু—

হঠাৎ পথিপ্রান্তস্থ একটি পান্থনিবাসে স্মিথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; সে বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা, ঐ সরাইয়ে গিয়া একবার সন্ধান লইতে দোষ কি?"

মিঃ ব্লেকের চিন্তায় বাধা পড়িল, তিনি বলিলেন, "দোষ? না, কোন দোষ

নাই, চল ওখানে গিয়া সন্ধান লই। যদি নিকটে কোথাও পাগলটার মৃতদেহ পড়িয়া থাকে—তাহা হইলে এই গ্রামের কোন না কোন লোক তাহা দেখিতে পাইয়াছে, এবং সে যদি সেই কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহা হইলে এই পান্থনিবাসে সে সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে পাওয়া যাইবে। পল্লী-গ্রামের পান্থনিবাস সকল রকম গল্প-গুজব ও আলোচনার কেন্দ্রস্থল।"

মিঃ ব্লেক পথের ধারে গাড়ী থামাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন; স্মিথও নামিল। টাইগার উৎসুক-নেত্রে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে লাগিল; তাহার মনের ভাব, "আমিও আপনাদের সঙ্গে যাইব কি?"

মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "টাইগার, তুই গাড়ীতেই বসিয়া থাক, আমরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"—তিনি আদর করিয়া টাইগারের মাথায় মৃদু চপেটাঘাত করিয়া পান্থনিবাসে প্রবেশ করিলেন।—টাইগার গাড়ীতে বসিয়া রহিল।

স্মিথও মিঃ ব্লেকের সঙ্গে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন গোল্ডবার্গ যদিও পুলিসে সংবাদ দিয়াছিল, তথাপি পুলিশের অনুসন্ধান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কারণ পাগলটা এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িবার পর তখন এক ঘণ্টাও অতীত হয় নাই।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ পান্থনিবাসের আফিস-ঘরের পাশের একটি কুঠুরীতে হোটেলের মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন দুইজন অতিথির আকস্মিক আবির্ভাবে হোটেলওয়ালা খুসী হইল।—সে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "খানা দিতে হইবে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আহারের প্রয়োজন নাই; কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাইব।"

হোটেলওয়ালা একটু ক্ষোভের সহিত বলিল, "আপনারা বোধ হয় দূরের যাত্রী? গাড়ী সঙ্গেই আছে? দূর দূরান্তরের অতিথিরা কদাচিৎ এখানে আসিয়া থাকে। সামান্য পল্লীগ্রাম, বাহিরের লোক কি কাজেই বা এখানে আসিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে পল্লী সহর অপেক্ষা অনেক ভাল। এ রকম শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে আসিলে যে আরাম পাওয়া যায়—নগরে তাহার কিরূপ অভাব তাহা আমাদের মত নগরবাসীরা সহজেই বুঝিতে পারে।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "হাঁ, আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন ; নগরে লোকের অনেক সুবিধা আছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রাম যে কেবল দুঃখেরই আগার—এরূপ মনে করা অন্যায়। তবে পল্লীগ্রামে বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। আন্দোলন আলোচনার মত ঘটনা এ সকল স্থানে প্রায়ই ঘটে না।"

মিঃ ব্লেক হোটেলওয়ালার কথা শুনিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন! তিনি বুঝিলেন হোটেলওয়ালাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্ফল। পাগলের মৃতদেহ সম্বন্ধে সে কোন কথা জানে না, জানিলে সে এই দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিত না ; সুতরাং তিনি স্বয়ং সে কথার উল্লেখ করিয়া হোটেল-ওয়ালাকে আতঙ্কিত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। পুলিশ আসিয়া পরে সে সকল কথা প্রকাশ করিবে—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া পরবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন। যদি কোন গ্রামবাসী পথিমধ্যে কাহারও মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া থাকে—তাহা হইলে সে কথা লইয়া গ্রামে সে আন্দোলন আলোচনা করিবে, সে কথা গোপন করিবে না—ইহা তিনি জানিতেন।

মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ জলযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন ; হঠাৎ সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া একজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।—লোকটির পরিচ্ছদ ও আকার প্রকার দেখিয়াই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—সে গ্রাম্য কৃষক। লোকটির উত্তেজিত ভাব দেখিয়া মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল তাহার নিকট কোন নূতন কথা শুনিতে পাইবেন। লোকটির মুখ ম্লান, তাহার চক্ষু দুটি আতঙ্ক-বিস্ফারিত। সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

কৃষক ব্যাকুল ভাবে বলিল, "কর্ত্তা, ব্র্যাণ্ডি আছে কি? ব্র্যাণ্ডি?"

হোটেলওয়ালার নাম কুম্বি। সে বলিল, "ব্র্যাণ্ডি? আমার হোটেল নাই

কি ? কিন্তু তুমি চাষা মানুষ, ব্র্যাণ্ডির খোঁজ করিতেছ কেন ? তুমি কখন কখন 'বিয়ার' খাও, আজ বিয়ারের বদলে ব্র্যাণ্ডি চাহিতেছ যে ?—ব্যাপার কি জ্যাম্পার !"

জ্যাম্পার বলিল, "হাঁ, আমি বিয়ার খাই বটে ; কিন্তু যে বিয়ার গেলে, তাহার কি ব্র্যাণ্ডি গিলিতে নাই ? আজ আমার ব্র্যাণ্ডি চাই, এক 'ডোজ' নয়, দুই 'ডোজ'।"

কুম্বি একটি গ্ল্যাসে দুই 'ডোজ' ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া জ্যাম্পারের হাতে দিল; জ্যাম্পার উর্দ্ধমুখে তাহা গলায় ঢালিয়া দিল ; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "খাসা চিজ্ !"—সে বাঁ হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মুখ মুছিয়া একবার চারি দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, এই রকম ঝাঁঝালো মালেরই দরকার হইয়াছিল। শরীর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল ; সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না ! এ রকম দুর্দ্দশা আমার আর কখন হয় নাই।"

কুম্বি সবিস্ময়ে বলিল, "তোমার ও রকম দুর্দ্দশা হইবার কারণ কি জ্যাম্পার ! তোমার শরীর ত ইস্পাতের মত শক্ত, আর তোমার সাহসও খুব বেশা ; তুমি ওরকম ঘাব্ড়াইয়া গিয়াছ ! অবসাঙ্গ, তাহার উপর ম্যালেরিয়ার রোগীর মত কাঁপুনী,—এ সকল কি ব্যাপার ?—তুমি কোনও কারণে কি মনে আঘাত পাইয়াছ ? কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে তুমি ও রকম বে-সামাল হইতে না।"

জ্যাম্পারের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক কৌতূহলভরে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

জ্যাম্পার মাথা নাড়িয়া বলিল, "দুত্তোর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা-টুর্ঘটনাকে আমি ভয় করি ? মরদের হাতে না পড়িলে কি আমার এমন দশা হয় ?—মরদের হাতে পড়িয়াছিলাম—ঠিক একথা বলিতে পারিব না, তবে তাহার দর্শন লাভ হইয়াছিল বটে !"

কুম্বি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "মরদ ?"

জ্যাম্পার অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "হাঁ কর্ত্তা ! আমি ভূত দেখিয়াছি ! ( I've seen a ghost ! ) বিশ্বাস হইল না বুঝি ?—কিন্তু না দেখিলে আমারও

বিশ্বাস হইত না। কিন্তু আমার চোখের দোষ হয় নাই, যাঁহাকে দেখিয়াছি—তিনি ভূত ভিন্ন আর কেহ নহেন।”

কুশ্বি অবিশ্বাস ভরে বলিল, “কি দেখিয়াছ বলিলে ?”

জ্যাস্পার বলিল, “ভূত !—হাঁ, একটা ভয়ঙ্কর ভূত ! ( A’orrible ghost ! ) আমি ত অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি ঐ জঙ্গলটা ভূতের আড্ডা; কিন্তু ভূত কোন দিন চোখে দেখি নাই, আজ নিজের চোখে দেখিয়াছি। উঃ, কি বিকট চেহারা !”

কুশ্বি জ্যাস্পারের কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, “দেখ জ্যাস্পার, তুমি সন্ধ্যার পর মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া এক-আধটু বিয়ার খাও বটে, কিন্তু তাহা না খাইতেই আজ তোমার নেশা পাকিয়া উঠিয়াছিল—এ একটু আশ্চর্য্য ব্যাপার ! তোমার কথা শুনিয়া হাসি চাপিয়া রাখা দায়। বুড়া হইয়াছ, আর বেশী ঢলাঢলি করিও না, লোকে গায়ে ধূলা দিবে। ও জঙ্গলে ভূত নাই, উহার মালিককেও ভূতে ধরে নাই। সার রড্‌নেকে আমি বেশ ভাল রকমই জানি; তিনি অতি ভদ্র লোক। তুমি আমার কাছে যা বলিলে বলিলে, এ সকল কথা আর কাহাকেও বলিও না।”

জ্যাস্পার রাগ করিয়া বলিল, “আমার কথা বিশ্বাস হইল না ? মিথ্যা কথা বলিয়া আমার কিছু লাভ আছে কি ? আমি যাহা বলিলাম তাহা খাঁটি সত্য কথা। প্রায় এক ঘণ্টা আগে আমি ক্ষেতের কাজ শেষ করিয়া বাড়ী আসিতেছিলাম। আমি ঐ জঙ্গলের প্রাচীরের পাশে গলির মোড়ে আসিয়াছি, —সে সময় সন্ধ্যার আঁধার ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছিল; কিন্তু বয়স একটু বেশী হইলেও আমার নজরের দোষ হয় নাই,—আমি সেই অন্ধকারেই দেখিতে পাইলাম, —যা দেখিলাম আমার এই তিনকুড়ি সাত বৎসর বয়সের মধ্যে আর কখনও তেমন ভয়ানক মূর্ত্তি দেখি নাই।”

কুশ্বি বলিল, “বটে, কি দেখিলে ?”

জ্যাস্পার বলিল, “ভূত ! দেখিলাম ভূতটা আকাশ হইতে ভাসিতে ভাসিতে

নীচে নামিয়া আসিতেছে। সেটা পাখাওয়ালা ভূত! কিন্তু পাখা তাহার কাঁধে নাই, মাথার উপর খোলা ছাতার মত দুলিতেছিল!"

কুম্বি অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ছাতার মত পাখাওয়ালা ভূত দেখিয়াছ, আর সেই কথা আমাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছ? জ্যাস্পার, তুমি বাড়ী গিয়া শুইয়া পড়। তোমার নেশা পাকিয়া আসিয়াছে। দুই ডোজ নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি ঠুকিয়াছ, যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে—ভূত ছাড়া আর ও কত কি দেখিবে!"

জ্যাস্পার বলিল, "আমি কি তখন ব্রাণ্ডি খাইয়াছিলাম যে, আমার নেশা হইয়াছিল? আমি সেই উড়ন্ত ভূত মহাশয়কে ঠিক দেখিয়াছি; তিনি আকাশে উড়িতে উড়িতে প্রাচীরের ওপাশে বনের ভিতর নামিয়া পড়িলেন। হাঁ, সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিক বাদুরের মত তাঁহাকে নামিতে দেখিলাম; কিন্তু পাখাওয়ালা ভূত মহাশয় কোথা হইতে উড়িয়া আসিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চেহারা দেখিতে ঠিক মানুষের মত, যেন একটু বেশী লম্বা!—আমি তাহার পাখার শব্দ শুনিতে পাই নাই বটে, কিন্তু সেই বিকট চেহারা দেখিয়াই ভয়ে আমার আত্মা-পুরুষ খাবি খাইতে লাগিল!"

কুম্বি অবজ্ঞা ভরে বলিল, "জ্যাস্পার, আমার বিশ্বাস ছিল—চাষা হইলেও তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে; কিন্তু এখন দেখিতেছি বুড়া হইয়া তুমি একেবারে গোল্লায় গিয়াছ, নতুবা এই দুই জন ভদ্রলোকের সাক্ষাতে তুমি আবোল-তাবোল বকিতে পারিতে? পাগলের মত যা তা বলিতে তোমার একটু লজ্জা হইতেছে না?—এত কাল পরে তোমাকে ভূতে পাইল? অদ্ভুত বটে!"

জ্যাস্পার মিঃ ব্লেক ও স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্য কথা বলিতে আমার লজ্জা হইল না দেখিয়া তোমার খুব লজ্জা হইয়াছে—ইহাও কি কম অদ্ভুত? ভূত না দেখিলে কি আমার ভয় হইত? সে কি রকম ভয়—তা আমিই জানি! যদি আমার হাতে বেশী পয়সা থাকিত, তাহা হইলে আর এক গ্ল্যাস ব্রাণ্ডি ঠুকিয়া মন চাঙ্গা করিতাম।"

মিঃ ব্লেক এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, "কুম্বি, উহাকে আর

এক গ্ল্যাস ব্রাণ্ডি দাও ; তাহার দাম আমার নিকট পাইবে। উহার ভয় ভাঙ্গাইতে হইবে। সেজন্য আমার কিছু খরচ হয়, তাহাতে আপত্তি নাই।"

জ্যাম্পার কৃতজ্ঞ চিত্তে মিঃ ব্লেককে বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়! আপনি সহুরে ভদ্রলোক হইলেও—দেখিতেছি আপনার দয়ার শরীর।"

কুম্বি বলিল, "আপনি ঐ চাষা বেটার কথায় কান দিবেন না মহাশয়! আপনি ভদ্রলোক, চাষার পাগলামি আপনার ভাল লাগিবে কেন? উহার ভূত-টুত দেখা সব মিথ্যা ; সন্ধ্যাকালে বাদুড় দেখিয়া ভূত বলিয়া উহার ভ্রম হইয়াছিল—ইহা কি আপনারা বুঝিতে পারেন নাই?"

জ্যাম্পার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি ভারী পাজী লোক মিঃ কুম্বি! উঁহাদিগকে মিথ্যা কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমি ঠিক ভূত দেখিয়াছি ; হাঁ, সেটা মানুষ-ভূত।"

কুম্বি সরোষে বলিল, "চোপ্‌রও! সার রড্‌নের ঐ আড্ডায় আর যাহাই থাক—ভূত নাই ; তাঁহার জঙ্গলের বদ্‌নাম রটাইতেছ, তোমার অদৃষ্টে বিস্তর লাঞ্ছনা আছে। মহাশয় গো! আপনারা ঐ চাষার কথা বিশ্বাস করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আমরা ভূত মানি। উহার কথা শুনিয়া বেশ আমোদ পাইয়াছি। সার রড্‌নের নাম বলিলে ; কে সেই ভদ্রলোকটি?"

কুম্বি বলিল, "সার রড্‌নে ড্রমণ্ডের নাম শুনেন নাই? তিনি মস্ত বড় লোক, জমীদার মানুষ। তিনি এই গ্রামের দুই মাইল দূরে তাঁহার অরণ্য-নিবাসে বাস করেন। তিনি বলেন—নগর অপেক্ষা বন ভাল, নগরের বাঘ ভালুক অপেক্ষা বনের বাঘ ভালুকগুলা অনেক শান্ত শিষ্ট প্রাণী। লোকটি সজ্জন, গরীব দুঃখীর প্রতি তাঁহার বড় দয়া। কিন্তু এই চাষা বেটার মত মূর্খের দলের বিশ্বাস, তাঁহার সেই অরণ্য-নিবাসে ভূতের দল আনাগোনা করে।"—কুম্বি জ্যাম্পারের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

জ্যাম্পার বলিল, "হাঁ আমি চাষা, আমি মূর্খ—এ কথা তুমি না বলিলেও উহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আমার কথা যে সত্য, ইহাও উঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন। জমীদার মহাশয়ের সেই বনে ভূত চরিয়া বেড়ায়—এ

কথা কে না জানে? তুমি অস্বীকার করিলেই কি ভূতের দল সেই জঙ্গল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে? জমীদার মহাশয় ভাল লোক বলিয়া কি ভূতগুলা তাহাদের আড্ডা ছাড়িয়া দিবে? বরং বড় লোকের বাড়ীতেই ত ভূতের আড্ডা।"

কুম্বি বলিল, "চাষাগুলার কুসংস্কারের কারণ—ঐ যায়গাটা উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে, কেহ তাহার ভিতরে যাইতে পারে না। তাহারা মনে করে উহার ভিতর ভূতের দল আড্ডা করিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই উচ্চ প্রাচীরটা কোথায়?"

কুম্বি বলিল, "কিছু দূরে একটা জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলের চারি দিকে ঐ প্রাচীর। আপনি যদি কোন দিন দিবাভাগে এদিকে আসেন, তাহা হইলে ষ্টোক পড্‌নির দিকে গিয়া সেই প্রাচীর দেখিয়া আসিবেন। তাহা দেখিবার মত জিনিস। প্রকাণ্ড অরণ্য সেই প্রাচীর দিয়া ঘেরা। চীনের বিখ্যাত প্রাচীর অপেক্ষা তাহা উচ্চ। আমি যখন মানোয়ারী জাহাজে চাকরী করিতাম—সেই সময় চীন দেশে গিয়া চীনের প্রাচীর দেখিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বল কি! চীনের প্রাচীর চেয়েও উচু? কিন্তু আমরা এখন অন্য দিকে চলিয়াছি, আজ আর সেই প্রাচীর দেখিবার সুযোগ হইবে না। আমরা আর এক দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে ও স্মিথকে গমনোদ্যত দেখিয়া কুম্বি বলিল, "বিদায়, মহাশয়! আপনারা এখানে রাত্রিবাস করিলে অত্যন্ত সুখী হইতাম।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ হোটেলের বাহিরে আসিয়া কুম্বির কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন, কুম্বি জ্যাম্পারকে গালি দিতে লাগিল। জ্যাম্পার সন্ধ্যাকালে আকাশ হইতে ছাতাওয়ালা ভূত নামিতে দেখিয়াছিল, কুম্বি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। স্মিথ তাঁহার পাশে বসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমার বিশ্বাস, সেই পাগলটাকে আজ সন্ধ্যাকালে এরোপ্লেন হইতে পড়িতে দেখিয়া চাষাটা তাহাকেই ভূত মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও সেইরূপই মনে হয়। সে পাগলটাকেই নীচে পড়িতে দেখিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু জ্যাম্পার ত মানুষের কথা বলে নাই, সে ভূতের কথাই বলিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, পাখাওয়ালা মানুষ-ভূতের কথা বলিল। সে ভূতটাকে পাখা মেলিয়া আকাশ হইতে নামিতে দেখিয়াছে। আমি ভাবিতেছি আমার এতই বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে যে, কথাটা পূর্ব্বে একবারও ভাবিয়া দেখি নাই! এখন ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার মনে হইতেছে!"

স্মিথ বলিল, "কোন্ ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার হইল কর্ত্তা! আমি ত অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না! আপনি আমাকে বুঝাইয়া না দিলে আপনার কথা বুঝিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে আসিয়া কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলাম না। এরোপ্লেন হইতে যে পাগল লাফাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার মৃতদেহের সন্ধান হইল না; কিন্তু জ্যাম্পার বলিল—সে সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা মানুষ-মূর্ত্তি বাদুড়ের মত উড়িতে উড়িতে সেই প্রাচীরের আড়ালে নামিতে দেখিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, তাহাই দেখিয়া ভূত মনে করিয়া সে ভয় পাইয়াছিল।—বোধ হয় ইহা তাহার কল্পনা মাত্র!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, বৃদ্ধ জ্যাম্পারের ভূতের ভয় অমূলক হইতে পারে; কিন্তু সে যাহা দেখিয়াছিল—তাহা ছায়া-মূর্ত্তি নহে, সেটা মানুষ। আমরা জানি একটা পাগল এরোপ্লেনের একজন আরোহীর নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরা কাড়িয়া লইয়া ছয় হাজার ফিট উচ্চ স্থান হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছে; অথচ সে জানিত—সেই স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। যে পাগল হীরার কদর জানে, এবং লোভের বশীভূত হইয়া তাহা অন্যের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে, ছয় হাজার ফিট উচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িলে মরিতে হইবে—এ জ্ঞান তাহার নাই ইহা কে বিশ্বাস করিবে?—হাঁ, ঐভাবে লাফাইয়া পড়িলে, মাটীতে পড়িবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইবে—ইহা সে

জানিত। তথাপি সে হীরাগুলি গোল্ডবার্গের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল কেন? সে মরিয়া পরের ভোগে লাগাইবার জন্যই কি হীরাগুলা লুঠ করিয়াছিল? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? কার্য্য-কারণের এই সম্বন্ধ কি অসঙ্গত নহে? স্বীকার করি—পাগলের কার্য্য-কারণের সঙ্গতি নাই; কিন্তু সে সত্যই পাগল—ইহার কি কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে? তাহার পাগলামী ভান মাত্র।—জ্যাম্পারের কথা শুনিয়া সকল বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারা গিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, পাঁকের মত পরিষ্কার!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পরিহাস বন্ধ রাখিয়া কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। সকল কথা আগাগোড়া ভাবিয়া দেখ। পাখাওয়ালা মানুষ-ভূত সন্ধ্যার অন্ধকারে উড়িতে উড়িতে মাটীতে পড়িয়াছে!—আর ইহা কোন্ সময় পড়িল? পাগলটা যে সময় এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নয় কি?"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "তবে কি প্যারাচুট দেখিয়া তাহাই ভূতের পাখা বলিয়া জ্যাম্পারের ধারণা হইয়াছিল? কি সর্ব্বনাশ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমার মাথা ক্রমশঃ খুলিতেছে। জ্যাম্পার ভূতের মাথায় যে পাখা দুলিতে দেখিয়াছিল—তাহা প্যারাচুট।"

স্মিথ বলিল, "তবে সেই বুড়া পাগলটা এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অক্কালাভ করে নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জ্যাম্পারের ভূত আর সেই পাগল যদি ভিন্ন মূর্ত্তি না হয় তাহা হইলে পাগল মরে নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। আর সে যে বৃদ্ধ, এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, তাহার বার্দ্ধক্যের সাজ তাহার পাগলামীর মতই ছলনাপূর্ণ।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তাহার মত কুঁজো—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহার পিঠে কুঁজ ছিল বটে, কুঁজ না থাকিলে তাহার প্যারাচুটের স্থান হইত কোথায়?"

স্মিথ বলিল, "তবে তাহার কেশ বেশ, কুঁজ, পাগলামী—সমস্তই চালাকি!

প্যারাচুটটা সে তাহার কুঁজে পরিণত করিয়া গায়ের অদ্ভুত আল্‌খেল্লা দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল ? তবে লোকটা সাধারণ চোর ? মিঃ গোল্ডবার্গের হীরাগুলি চুরি করিবার উদ্দেশ্যেই সে—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "তাহাকে সাধারণ চোর মনে করিয়া ভুল করিলে স্মিথ ! সে অসাধারণ তস্কর ; দস্যু বলিলেও অন্যায় হইবে না। কিন্তু সে প্যারাচুট লইয়া সেই প্রাচীরবেষ্টিত অরণ্যে কি জন্য নামিল—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ জানিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে।--অরণ্যের চারি দিকে প্রাচীর ; সে কি কৌশলে তাহা পার হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না ! কারণ, সেই প্রাচীর চীনের প্রাচীরের মতই উচ্চ ! ( as high as the wall of China. )

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "তবে কি সে সেই প্রাচীরের মধ্যেই আট্‌কা পড়িয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই ছদ্মবেশী তস্কর প্যারাচুটের সাহায্যে সেই প্রাচীরবেষ্টিত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে—এই অনুমানে নির্ভর করিয়া আমি সেই অরণ্যটি পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা প্রথমে সেই স্থানেই যাইব। যদি আমরা সেখানে তাহার সন্ধান না পাই, এবং যদি সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া থাকে—তাহা হইলেও টাইগার তাহার অনুসরণ করিতে পারিবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু টাইগার তাহার ব্যবহৃত কোন জিনিস না পাইলে কিরূপে তাহার গন্ধের অনুসরণ করিবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িবার সময় তাহার আলখেল্লার এক টুকরা ছিঁড়িয়া জানালার ভাঙ্গা কাচে বাধিয়া ছিল। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে লাগিতে পারে ভাবিয়া আমি তাহা লইয়া আসিয়াছি। তখন আমি একবারও মনে করি নাই, এই ভাবে সেই ফালিটুকুর সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। কিন্তু আমি অতি তুচ্ছ সামগ্রীও উপেক্ষা করি না। তুমি হয় ত সে দিকে ফিরিয়াও চাহিতে না ; এখন দেখ তুচ্ছ হইলেও

তাহা কিরূপ প্রয়োজনীয়। সেই বস্ত্র খণ্ডের সাহায্যে আমরা হয় ত তাহাকে ধরিতে পারিব।"

স্মিথ বলিল, "চলুন কর্ত্তা, সেই প্রাচীরটার সন্ধানে যাই।"

মিঃ ব্লেক সেই গ্রামের প্রান্ত-সীমায় উপস্থিত হইয়া একজন ডাক-পিয়নকে অদূরবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতে দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া, তাহাকে ডাকিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত অরণ্যের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন।

ডাক-পিয়ন বলিল, "আপনারা যে পথে যাইতেছেন—ঐ পথেই যাইতে হইবে। আপনারা ষ্টোক্ পড্‌নীর দিকে সোজা দুই মাইল যাইলেই সেই উচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাইবেন; আপনাদের পথ ভুল হইবার আশঙ্কা নাই। আপনারা সম্মুখে যে গলি দেখিবেন—সেই গলি ধরিয়া পঞ্চাশ ষাঠ গজ অগ্রসর হইলেই সেই প্রাচীরের দেউড়িতে উপস্থিত হইবেন। দেউড়ি হয় ত এখনও খোলা আছে; কিন্তু আপনারা তাহার ভিতর প্রবেশের অনুমতি পাইবেন কি না সন্দেহ। সার রডনে সেখানে বাস করেন বটে, কিন্তু কোন ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন; জমীদার মহাশয় কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তেমন শক্ত পাল্লায় পড়িলে তিনি হয় ত ওজর করিয়া কাটাইতে পারেন না।—দেখা যাউক।"

মিঃ ব্লেক ডাক-পিয়নকে বিদায় দিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে গাড়ী চালাইতে লাগিলেন; কয়েক মিনিট পরে তিনি একটি প্রস্তরবদ্ধ পথে উপস্থিত হইলেন; তখন বুঝিতে পারিলেন—সেই পথই সেই প্রাচীরের দেউড়ি পর্য্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু মিঃ ব্লেকের মোটর সেই পথে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না; কারণ পথটি অত্যন্ত বন্ধুর। একে ত পাথরগুলি অসমান, তাহার উপর তাহা সুদীর্ঘ তৃণে আচ্ছাদিত। তাহাতে বাধিয়া গাড়ীর চাকা অচল হইল।

মিঃ ব্লেক গাড়ী থামাইয়া স্মিথকে বলিলেন, "না, এ পথে মোটর চলিবে না স্মিথ! চল, এ পথটুকু হাঁটিয়া যাই। তুমি টাইগারটাকে বাঁধিয়া লইয়া চল, শিকল খুলিয়া দিও না; আর টাইগার যেন চিৎকার না করে।"

স্মিথের কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল ; তাহাদের তদন্তের পরিণাম যে এইরূপ হইবে, ইহা সে পূর্ব্বে আশা করিতে পারে নাই। মৃতদেহের সন্ধানে আসিয়া তাহারা জানিতে পারিল চোর মরে নাই, প্যারাচুটের সাহায্যে প্রাচীর-বেষ্টিত অরণ্যে নামিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ সেখানে লুকাইয়া আছে। মিঃ ব্লেকের অপেক্ষা স্মিথেরই উৎসাহ অধিক হইল।

যাহা হউক, তাঁহারা নিঃশব্দে সুদীর্ঘ তৃণরাশি ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন ; তাঁহাদিগকে প্রায় আধ মাইল পথ এই ভাবে অতিক্রম করিতে হইল। পথের দুই ধারে সুদীর্ঘ ঝাউ বৃক্ষের শ্রেণী। স্থানটি যেন কি এক গভীর রহস্যে আবৃত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল। উচ্চ প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ হইল। টাইগার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া একবার চিৎকার করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু সে স্মিথের তাড়া খাইয়া মুখ বন্ধ করিল, এবং দুই একবার লাঙ্গুল আন্দোলিত করিল, যেন সে বুঝাইয়া দিল—উহার ভিতরে 'প্রবেশ নিষেধ।'

মিঃ ব্লেক সেই প্রাচীরের দিকে উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "এ ত বড় অদ্ভুত প্রাচীর স্মিথ! কত উঁচু—দেখিয়াছ? ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক উচ্চ প্রাচীরের নিম্নে লোহার ফটক দেখিতে পাইলেন ; কিন্তু একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া সেই ফটকের ভিতরে যাইবার পথ! দেউড়ি খোলা থাকিলে দেউড়ি দিয়া সেই সুড়ঙ্গ প্রবেশ করিতে হয় ; কিন্তু দেউড়ি রুদ্ধ ছিল। দেউড়ির লৌহদ্বার এরূপ সুদৃঢ় যে, তোপে তাহা উড়াইতে না পারিলে ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। প্রাচীরের উর্দ্ধে সুতীক্ষ্ণ লৌহ-শায়ক প্রোথিত! তাহার উপর দিয়া যাইবারও উপায় নাই ; তাহা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য বটে।"

স্মিথ মিঃ ব্লেককে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল, "এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে কর্ত্তা! আমি ভাবিয়াছিলাম—খোলা দেউড়ি দিয়া য়োজা জমীদার মহাশয়ের আরণ্য-প্রাসাদে প্রবেশ করিব ; কিন্তু এ যে বিষম ফ্যাসাদে ব্যাপার! সার রডনে ড্রমণ্ড লোকটি কি মানব-চক্ষুর অন্তরালে থাকিতেই ভালবাসেন?

তাঁহার এ রকম সতর্কতার কারণ কি ? এখানে বোমা-টোমা তৈয়েরীর কারখানা আছে না কি ? আমরা কি দেউড়িতে ধাক্কা দিয়া সার রড্‌নের কারপরদাজদের ডাকাডাকি করিব ? আর যদি কেহ দয়া করিয়া সাড়া দেয়—তবে কি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব—যে চোর মহাশয় প্যারাচুটে ঝুলিয়া এই স্থানে নামিয়াছেন—তিনি কর্ত্তার বৈঠকখানায় আছেন, না সরিয়া পড়িয়াছেন ? হীরাগুলিই বা কাহার হেফাজতে রাখিয়াছেন ?—চোর মহাশয় সার রড্‌নের আশ্রিত কি না ঠিক ঠাহর হইতেছে না কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অনুমানে নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। চল একবার এই প্রাচীরের চারি দিক ঘুরিয়া পরীক্ষা করিয়া আসি। এই প্রাচীরটি চারি দিকে কতদূর প্রসারিত, ইহার উচ্চতা সকল দিকেই সমান কি না, ইহার বাহিরে কোন লোক জনের সন্ধান পাওয়া যায় কি না—ইত্যাদি বিষয় আগে জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অন্য কোন দিক দিয়া ইহার ভিতর প্রবেশ করিবার উপার আছে কি না তাহারও সন্ধান লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, এই দেউড়ি ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়া ইহার ভিতয় প্রবেশ করিবার উপায় নাই ; কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন।"

তাঁহারা সেই প্রাচীরের ধারে ধারে চলিতে লাগিলেন। টাইগারের গলার শিকল স্মিথের হাতে ছিল ; টাইগার মাটীর আঘ্রাণ লইতে লইতে স্মিথের আগে আগে চলিল ; এক একবার সে অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া স্মিথ বলিল, "মুখ বুঁজিয়া চল্ টাইগার ! কর্ত্তা, টাইগার এ রকম চঞ্চল হইল কেন ?—উহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে উহার নাকে কোন গন্ধ গিয়াছে ; কিন্তু আমরা ত এখন পর্য্যন্ত উহাকে সেই চোরের জামার ছেঁড়া টুক্‌রার ঘ্রাণ লইতে দিই নাই ! তবে টাইগার—"

স্মিথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই টাইগারের সর্ব্বাঙ্গের লোমরাশি কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া তাহার গলার শিকল আরও জোরে টানিতে লাগিল, এবং তাহাকে সাম্‌লাইয়া রাখা স্মিথের অসাধ্য হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক টাইগারের ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে না পারিয়া স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, উহাকে ছাড়িয়া দাও ; শিকল ছাড়িয়া দিয়া উহার অনুসরণ কর।"

স্মিথ টাইগারের শিকল ছাড়িয়া দিল। টাইগার কয়েক গজ দূরে গিয়া আর অগ্রসর হইল না ; ফিরিয়া দাঁড়াইয়া করুণ দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল—টাইগার কোন জানোয়ারের গন্ধ পাইয়াছে ; কিন্তু কোন জানোয়ার নিকটে কোথাও লুকাইয়া ছিল কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি একটু দূরে দাঁড়াইয়া টাইগারকে ডাকিলেন ; কিন্তু টাইগার মাটী শুকিতে ও গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেকের হাতে বৈদ্যুতিক বাতি ছিল—তাহা তিনি উর্দ্ধে তুলিয়া চারি দিক দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে টাইগারের অদূরে, সেই উচ্চ প্রাচীরের গোড়ায় একটি অদ্ভুদাকৃতি জানোয়ারের মৃতদেহে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। জানোয়ারটার মাথা তাহার বুকের কাছে এ ভাবে লুটাইতেছিল যে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত—তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

স্মিথ সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "ওটা কি কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক সেই জানোয়ারটার নিকট উপস্থিত হইয়া পদাঘাতে তাহার মৃতদেহটি উল্টাইয়া ফেলিলেন, তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এটা শিয়াল ; কিন্তু এদেশী নয়—পার্শিয়ান শিয়াল !"

# ষষ্ঠ উল্লাস

## অনধিকার প্রবেশ

স্মিথ গভীর বিস্ময়ে আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "শিয়াল! যে-সে শিয়াল নয়—পার্শিয়ান শিয়াল!—পার্শিয়ান শিয়াল এখানে কিরূপে আসিল, আর উহাকে মারিয়া ফেলিলই বা কে?"

মিঃ ব্লেক শিয়ালটির মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অল্পকাল পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। শরীর এখনও আড়ষ্ট হয় নাই; এমন কি, এমন পর্য্যন্ত শরীর গরম আছে! আর একটা মজা দেখিয়াছ স্মিথ! কেহ সজোরে গলা টিপিয়া ধরিয়া ইহাকে হত্যা করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক শিয়ালটার গলায় আঙ্গুলের দুই একটি খোঁচা দিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ইহার ঘাড় যে মোচড়াইয়া ভাঙ্গা! দুই হাতে ইহার গলা টিপিয়া ধরিয়া দম বন্ধ করিয়া মারিয়া, ইহার গলা মোচড়াইয়া হাড় ভাঙ্গিয়াছে—এরূপ শক্তি মানুষের আছে বলিয়া ত মনে হয় না। এইরূপ প্রকাণ্ডকায় বলবান জীবিত শিয়ালের ঘাড় ধরিয়া তাহার ঘাড়ের হাড় পাকাটীর মত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—এ কি সাধারণ বলের কাজ? তাহার পর ইহা যে ভাবে পড়িয়া ছিল—তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি কেহ প্রাচীরের ভিতর হইতে শিয়ালটাকে এখানে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল। এই উচ্চ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া এত বড় একটা জানোয়ারকে প্রাচীরের এ পারে নিক্ষেপ করা কি সাধারণ মনুষ্যের সাধ্য? দেহে কতখানি শক্তি থাকিলে এই কাজ করিতে পারা যায়?"

স্মিথ বলিল, "যে ইহা করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই হাতীর মত বলবান, কর্ত্তা!—যে লোক এরোপ্লেনের জানালা ভাঙ্গিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িতে পারে—এ কাজ তাহার অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক ঐ কথাটাই আমারও মনে হইতেছিল! ( that's

just what I am remembering.) সে এই প্রাচীর-ঘেরা যায়গায় নামিয়া পড়িয়াছে—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। কেবল তাহার পরিচয়টা সম্বন্ধে—আহা, তাই ত! আমার এখন স্মরণ হইতেছে—" তিনি তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হইলেন, কথাটা আর শেষ করিলেন না।

স্মিথ তাঁহার অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এই পার্শিয়ান শিয়ালগুলি যেমন বলবান—সেইরূপ দুর্দ্দান্ত। খালি হাতে এ রকম শিয়ালের গলা চাপিয়া ধরিয়া কায়দা করা—"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু এ আপনার অনুমান মাত্র; আমার অনুমান অন্য রকম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বল, শুনি।"

স্মিথ বলল, "আমার বিশ্বাস—ইহাকে গুলী করিয়া বধ করা হইয়াছে। হয় শিয়ালটা প্রাচীরে উঠিয়াছিল, সেই স্থানেই উহাকে গুলী করা হইয়াছিল, গুলী খাইয়াই সবেগে নীচে পড়িয়াছিল; মাথাটা সজোরে মাটীতে পড়ায় ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আপনি বলিতেছেন উহার ঘাড় মোচড়াইয়া ভাঙ্গা হইয়াছিল। সেই লোকটা যতই বলবান হোক, এত বড় একটা জ্যান্ত শিয়াল ধরিয়া তাহার ঘাড়টি ওভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া তাহার অসাধ্য মনে হয়।—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এক বিন্দুও অসম্ভব নয়।"

স্মিথ বলিল, "হাতের জোরে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, হাতের জোরে। তাহার শক্তির পরিমাণ আমাদের অজ্ঞাত, এইজন্য তুমি ইহা তাহার অসাধ্য মনে করিতেছ। আমি তাহার চক্ষু দুটি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম—সেই চক্ষু আমার পরিচিত; কিন্তু কোথায় তাহা দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতে পারি নাই। তুমি কয়েক মিনিট আগে বলিয়াছ—যে লোকটা এই শিয়ালটার ঘাড়ের হাড় মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়াছে, সেই লোকটাই এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। আমি তোমার এই অনুমানের সমর্থন করি, কারণ ইহা অসঙ্গত মনে হয় না; কিন্তু যদি তুমি বল—কেহ ইহার ঘাড়

দুই হাতে ধরিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না, কোন মানুষই সেরূপ বলবান নহে—তাহা হইলে আমি তোমার ওকথা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু দুই মিনিট পূর্ব্বে আপনি ঠিক ঐ রকম কথাই বলিতেছিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, বোধ হয় বলিয়াছিলাম; কিন্তু এখন আমার সেই ধারণা দূর হইয়াছে। সেই লোকটি অসাধারণ বলবান। যে এরোপ্লেনের সুদৃঢ় আবরণ বাহুবলে চূর্ণ করিয়া, জানালা ভাঙ্গিয়া নীচে লাফাইতে পারে, সে এরূপ প্রকাণ্ড শিয়াল দুই হাতে ধরিয়া তাহার ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়া, তাহার লেজ ধরিয়া একটা নেংটি ইদুরের মত এই উচ্চ প্রাচীরের বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিলে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি কোন কারণ আছে? কেনই বা তাহা অবিশ্বাস করিবে? আর তাহার সেই চোখ দুটি!”

স্মিথ বলিল, “আপনি বারংবার তাহার চোখের কথাই বলিতেছেন! আপনি কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চোখ দুটি দেখিয়া চেনা চোখ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু চিনিতে পারি নাই; এখন তাহার বাহুবলের পরিচয় পাইয়া চিনিয়াছি। আফ্রিকার জঙ্গলে প্রকাণ্ড মানুষ-খেগো বাঘের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া যে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, সে একটা শিয়ালের ঘাড় মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ আছে কি?”

স্মিথ বলিল, “কি সর্ব্বনাশ! তবে কি সে ওয়াল্‌ডো?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্‌ডো ভিন্ন এরকম লোক আর কে আছে? এ ওয়াল্‌ডোরই কাজ।”

স্মিথ বলিল, “কি সর্ব্বনাশ! আপনি বলিতেছেন কি কর্ত্তা?—এ কাজ ওয়াল্‌ডোর? কাজগুলা দেখিয়া মনে হয় বটে—সেই ‘হেতের’ ছাড়া এ সকল কর্ম্ম আর কাহারও সাধ্য নয়; কিন্তু আমরা ত অনেক দিন তাহার সন্ধান পাই নাই! আফ্রিকা হইতে আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে কোথায় ডুব মারিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম—সে হয়

আমেরিকায়, না হয় অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছে, কিংবা সাধু হইয়া কোন মঠের সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়িয়া সদাপ্রভুর নাম-সুধা পান করিতেছে। চুরী-চামারীতে আবার তাহার রুচি হইয়াছে—ইহা যে আমার ধারণারও অতীত কর্ত্তা! আপনার কি ঠিক বিশ্বাস হইয়াছে—ইহা ওয়াল্‌ডোরই কাজ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, বিশ্বাস না করিয়া আর উপায় কি?—এই মরা শিয়ালটা দেখিয়া তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিতে পারি নাই। ওয়াল্‌ডো ছদ্মবেশে এরোপ্লেনের আরোহী হইয়াছিল। গোল্ডবার্গের হীরাগুলির প্রতি কি কারণে তাহার লোভ হইয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারি নাই। গোল্ডবার্গ ক্রাস্‌কির মত নর-পিশাচ কি না জানি না, এবং ওয়াল্‌ডো কাহারও পক্ষাবলম্বন করিয়া ঐ হীরাগুলি হস্তগত করিয়াছে কি না তাহাও আমার অজ্ঞাত; কিন্তু সে গোল্ডবার্গের নিকট হইতে হীরকের আধারটি কাড়িয়া লইয়া এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর প্যারাচুটের সাহায্যে নামিতে গিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রাচীর-বেষ্টিত অরণ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এই শিয়ালটা বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; সম্ভবতঃ এই অরণ্যের মালিক শিয়ালটাকে অরণ্যের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিয়ালটা ওয়াল্‌ডোকে বনের ভিতর ঘুরিতে দেখিয়া আক্রমণ করিলে, ওয়াল্‌ডো তাহাকে তৎক্ষণাৎ টিপিয়া মারিয়াছে, এবং তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া প্রাচীরের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আপনার এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। এ ওয়াল্‌ডোর মত লোকেরই কাজ বটে! প্রকৃত ব্যাপার ত আমরা বুঝিতে পারিলাম; এখন চলুন বাড়ী ফিরিয়া যাই।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাড়ী ফিরিয়া যাইব!—যে কাজে হাত দিয়াছি তাহা শেষ না করিয়াই বাড়ী ফিরিব কেন?"

স্মিথ বলিল, "বাড়ী না ফিরিয়া উপায় কি? মনে করুন আমরা খুঁজিতে খুঁজিতে ওয়াল্‌ডোর দেখা পাইলাম; তাহার পর কি করিব? আমরা দু'জনে কি তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিব? আমাদের মত দশ বার জনকে সে একসঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া ঐ শিয়ালটার মত প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ফেলিয়া দিতে পারে

না কি ? আর সে ধরা দেওয়ার জন্য বনের ভিতর এখনও বসিয়া আছে বলিয়াও মনে হয় না। এতক্ষণ সে হয় ত কুড়ি মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না স্মিথ! আমার বিশ্বাস, ওয়াল্‌ডো এখনও প্রাচীরের সীমার মধ্যেই আছে। সার রড্‌নে ড্রমণ্ডকে শীঘ্র সতর্ক না করিলে ওয়াল্‌ডো তাঁহাকে কি বিপদে ফেলিবে বলা যায় না। এই অরণ্যের ভিতর ওয়াল্‌ডোকে খুঁজিয়া দেখিবার জন্য আমি তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিব।"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত দেউড়ির দিকে চলিলেন; স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে বলিল, "কিন্তু কর্ত্তা, আপনি আর একটা কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "কথাটা কি, তাহা না শুনিলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।"

স্মিথ বলিল, "এই জঙ্গলের মালিক সার রড্‌নে কি প্রকৃতির লোক—তাহা জানেন কি? কোন ভদ্রলোক কি জঙ্গলে শিয়াল পুষিয়া মানুষের জীবন বিপন্ন করে? এই জঙ্গল সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা হয় নাই। আমার বিশ্বাস, সার রড্‌নে সদভিপ্রায়ে এই জঙ্গলে আড্ডা করেন নাই। এই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানটি কোন গুপ্ত রহস্যের আগার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই অনুমান সত্য হইলেও আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার কারণ দেখি না। প্রাচীরের অন্তরালে যদি কোন গুপ্ত রহস্যের আবাদ চলিতে থাকে—তাহার সন্ধান লওয়া মন্দ কি?"

তিনি দেউড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেখানে এক-গাছা মোটা দড়ি ঝুলিতে দেখিলেন; তাহা ঘণ্টার দড়ি—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি সেই দড়ি ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিলেন, এবং তাহা ছাড়িয়া দিতেই দূরস্থ ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইলেন। শব্দটি বহুদূর হইতে তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

স্মিথ বলিল, "এ অতি অদ্ভুত স্থান বটে! এখানে আসিলে একবারও মনে হয় না—আমরা লণ্ডন হইতে কয়েক মাইল দূরে আসিয়াছি! শিয়ালটার বিকট

চেহারা ভুলিতে পারিতেছি না। আপনি ওয়াল্‌ডো-সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। সে এই ভাবে তাহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতেই ভালবাসে। তাহার চালাকি বুঝিয়া উঠা ভার! এই রকম ভাব দেখাইল—যেন আত্মহত্যা করিবার জন্যই এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িল! কিন্তু তাহার আসল মতলব—”

স্মিথ হঠাৎ নীরব হইল। সে রুদ্ধ দেউড়ির অন্য ধারে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। এক মিনিট পরে দেউড়ির প্রকাণ্ড লৌহদ্বার সশব্দে কম্পিত হইল, এবং সেই দরজার কপাটের ভিতর যে ক্ষুদ্র দ্বারটি ছিল, তাহা খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক কর্কশ স্বরে বলিলেন, “বাহিরে কে দাঁড়াইয়া আছে?”

আগন্তুকের পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে ভদ্রলোক বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। লোকটি প্রৌঢ়। সান্ধ্য পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ আবৃত। তাঁহার হাতে লণ্ঠন ছিল; তিনি সেই লণ্ঠনটি উচু করিয়া তুলিয়া ধরিলে, লণ্ঠনের আলো মিঃ ব্লেক ও স্মিথের মুখের উপর বিক্ষিপ্ত হইল।

মিঃ ব্লেক আগন্তুকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “আমার বিশ্বাস, আপনিই সার রড্‌নে ড্রমণ্ড। আমি কোন দিন আপনাকে দেখি নাই, তথাপি আমার এই ধারণা বোধ হয় মিথ্যা নহে।”

আগন্তুক বলিলেন, “অদ্ভুত! আশ্চর্য্য! আপনার অনুমান করিবার শক্তি অসাধারণ। আপনার অনুমান মিথ্যা নহে; আমিই রড্‌নে ড্রমণ্ড; কিন্তু আপনারা কে—তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য; বিশেষতঃ ইহা ভদ্রলোকদের দেখা করিতে আসিবার স্থান নহে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তথাপি বিশেষ প্রয়োজনে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। আপনি আমাদের কথা শুনিবার জন্য কয়েক মিনিট দয়া করিয়া অপেক্ষা করিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব। আপনাকে এ কথাও জানাইতেছি যে, আপনার অনুকূলে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিবার জন্য—*

সার রড্‌নে মিঃ ব্লেককে কথা শেষ করিতে না দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, “আমার বিশ্বাস তোমরা কোন জিনিস-পত্র বিক্রয় করিতে আসিয়াছ।

তোমরা ভদ্রলোক হইলে এভাবে আমাকে বিরক্ত করিতে আসিতে না, বিশেষতঃ এই রকম অসময়ে। দুই একটা সদাগর পূর্ব্বেও এই ভাবে আমাকে বিরক্ত করিয়াছে ; কিন্তু আমি গোড়াতেই তোমাদের বলিয়া রাখিতেছি—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনার অনুমান সত্য নহে, সার রড্‌নে ! সদাগরীর সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই, বরং আমি পুলিশের প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিয়াছি—একথা বলিলে তেমন অসঙ্গত হইবে না। একজন দস্যু আপনার ঐ বাগান বা জঙ্গল, কি বলিব জানি না—ঐ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। হাঁ, ঐ স্থানটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও তাহার গতিরোধ হয় নাই ; কারণ সে প্যারাচুটের সাহায্যে আকাশগামী এরোপ্লেন হইতে নামিয়াছে। তাহার সঙ্গে হাজার হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরা আছে ; সেগুলি সে লুঠ করিয়া আনিয়াছে।”

সার রড্‌নে বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, “সত্য না কি ! এই আষাঢ়ে গল্পটি বেশ আমোদজনক। গোয়েন্দা মহাশয়ের কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয়। তুমি গোয়েন্দা-গিরি ছাড়িয়া লণ্ডনের মাসিকগুলিতে গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিতে পারিবে। মাসিকের উদ্ভট গল্পগুলি আমি যে রকম সত্য মনে করি,তোমার এই গল্পটি ঠিক সেই রকম সত্য মনে করিয়া আমোদ লাভ করিলাম। এই গল্প আমাকে শুনাইবার জন্য কষ্ট করিয়া এখানে না আসিলেও ক্ষতি হইত না গোয়েন্দা সাহেব !”

মিঃ ব্লেক সার রড্‌নের বিদ্রূপে অসন্তুষ্ট হইলেও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, “কিন্তু আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমি কাল্পনিক গল্প বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিব—আমার যে সেরূপ অবসর নাই তাহা আমার নাম শুনিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমার নাম ব্লেক—”

সার রড্‌নে মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন, “তুমি তোমার নাম নেবুকাড্‌নেজার বা আর্কিমিদিস্ বলিলেও তাহা অবিশ্বাস করিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই। তুমি এই রাত্রিকালে আমার দেউড়িতে আসিয়া মাতালের মত কি আবোল-তাবোল বকিতে আরম্ভ করিলে ! একটা লোক আস্‌মান হইতে প্যারাচুট

লইয়া আমার জমীনে লাফাইয়া পড়িয়াছে; আবার তাহার কাছে হাজার হাজার পাউণ্ডের চোরা-মাল আছে। না গোয়েন্দা সাহেব, তোমার এই উপকথা বিশ্বাস করিতে পারি—সে রকম নেশা জমাইতে পারি নাই; অতএব আমাকে আর বিরক্ত না করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়। যে তোমার ঐ অবিশ্বাস্য পরীর গল্পটি বিশ্বাস করিবে সে রকম কোন শ্রোতা পাইলে তাহাকে উহা শুনাইয়া আনন্দ লাভ করিও। যাও, আর আমার কাজের ব্যাঘাত করিও না। —ভাগো!"

মিঃ ব্লেক এই অপমানে ক্রুদ্ধ হইলেও ধীর স্বরে বলিলেন, "এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন সার রড্‌নে! আমার—"

সার রড্‌নে সকোপে বলিলেন, "তুমি ত ভারি বেহায়া লোক হে!—ভাগো।" —তিনি তৎক্ষণাৎ সশব্দে সেই দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

মিঃ ব্লেক ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন।

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওয়াল্‌ডোর লুঠের মালের বখরাদার! এ কথা কি আপনাকে পূর্ব্বে বলি নাই কর্ত্তা? লোকটা কি ঠ্যাঁটা! আমাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। লোকটা কি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেও শেখে নাই? এদিকে খেতাবের ত খুব ঘটা দেখি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রহস্যটা খুব গভীর, স্মিথ! ইহা ভেদ করা সহজ নহে। ওয়াল্‌ডো প্যারাচুটের সাহায্যে ঐ প্রাচীরবেষ্টিত অরণ্যে নামিয়াছে—ইহা সার রড্‌নের অজ্ঞাত নহে। তবে তুমি যে বলিলে—সে ওয়াল্‌ডোর লুঠের মালের বখ্‌রাদার—ও কথা সত্য কি না বলা কঠিন; কিন্তু সার রড্‌নে ওয়াল্‌ডোর আশ্রয়দাতা, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। তথাপি ওয়াল্‌ডো শিয়ালটাকে হত্যা করিল কেন বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অবস্থাটা সন্দেহজনক। আমাদিগকে চারি দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং সতর্ক ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে।—কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইবার উপক্রম!"

* * *

সার রড্‌নে বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহার অনুচর জার্ভিস্‌কে

গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বড়ই বিরক্তিকর ব্যাপার জার্ভিস্! অত্যন্ত আপত্তিজনক কাণ্ড! এই রাত্রিকালে দুই বেটা গোয়েন্দা আমার আড্ডায় ঢুকিয়া খানাতল্লাসের মতলব করিয়াছিল। ইচ্ছা হইতেছিল উহাদিগকে কয়েক ঘা উত্তম-মধ্যম দিয়া বিদায় করি। আমার সঙ্গে চাল্‌বাজি! কি স্পর্দ্ধা!—" ক্রোধে তিনি গোঁফ টানিতে লাগিলেন।

জার্ভিস্ বলিল, "আপনার যাহা ইচ্ছা হইয়াছিল—তাহা কাজে না করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমার মনে হইতেছে—উহাদিগকে দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে দিলে অন্যায় হইত না। উহাদিগকে যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইল—তাহার ফল আমাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি যাহাকে সামান্য গোয়েন্দা মনে করিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিলেন, তিনি বোধ হয় লণ্ডনের কোন পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী, অন্ততঃ আমার এইরূপ ধারণা।"

সার রডনে সক্রোধে বলিলেন, "তোমার ধারণা লইয়া তুমি গোল্লায় যাও। ও লোকটা ছদ্মবেশী পুলিশ-কমিশনর হইলেই বা আমার ক্ষতি কি? কি জন্য উহার খাতির করিব? এ মাটীর মালিক আমি, আমি যদি যাহাকে-তাহাকে এখানে ঢুকিতে না দিই? না, কোন গোয়েন্দা-টোয়েন্দাকে আমি এখানে আসিতে দিব না, পুলিশকেও না। ঐ সব লোক এখানে আসিলেই আমাকে বিপদে ফেলিবার সুযোগ পাইবে—তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না বোকারাম! যে লোকটার গলা ফুটা হইয়া গিয়াছে, পুলিশ আসিয়া তাহাকে এখানে দেখিলেই ইহার কৈফিয়ৎ চাহিত! আমরা কি বলিয়া পুলিশকে খুসী করিতাম? মহাবিপদে পড়িতে হইত।"

জার্ভিস বলিল, "আপনার ঐ শিয়ালগুলির জন্য সর্ব্বদা আমাকে দুর্ভাবনায় কাল কাটাইতে হয়। উহারা কখন কি সর্ব্বনাশ করিবে—এই চিন্তায় আমি সর্ব্বদা অস্থির থাকিতাম। আমার ভয় হাতে হাতে ফলিয়া গিয়াছে!"

সার রডনে বলিলেন, "শিয়ালে কামড়াইয়াছে বলিয়া সেই লোকটা ত আমাকে অপরাধী করে নাই, আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাও দায়ের

করিতেছে না ; তবে আর এত ভয়ের কারণ কি ? উহাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। দেখা যাউক, যদি দরকার হয়—তখন পুলিশকে টেলিফোন করিলেই চলিবে। লোকটা কি বলে তাহা না শুনিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছি না। এক পক্ষের কথা শুনিয়াছি, অপর পক্ষের কথাও শুনিতে হইবে।"

কিন্তু সার রড্‌নের কথা শুনিয়া জার্ভিস্ আশ্বস্ত হইতে পারিল না। সে বুঝিল পুলিশ তাহার মনিবকে সহজে ছাড়িবে না। সে আর কোন কথা বলিল না। সার রড্‌নে তাহাকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। সেকেলে ধরণের অট্টালিকা ; ছোট ছোট কুঠুরী, আলো, বাতাস প্রবেশের পথ নাই। এক একটা চর্ব্বির বাতি মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল—তাহাতে আলো খুলিতেছিল না।

লর্ড রড্‌নে সেই অস্ফুট আলোকে জার্ভিস্‌কে সঙ্গে লইয়া প্রশস্ততর হল-ঘরে উপস্থিত হইলেন।

সার রড্‌নে বলিলেন, "এখন বুঝিতে পারিয়াছি। লোকটা আমার উচ্চ প্রাচীর পার হইয়া কি করিয়া এখানে আসিল—তাহা প্রথমে ঠাহর করিতে পারি নাই। ঐ যে গোয়েন্দাটা—ব্লেক না ব্ল্যাক—কি একটা নাম বলিল, তাহার কথা শুনিয়া রহস্যটা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে।"

জার্ভিস্ বলিল, "আপনি অবিলম্বে পুলিশের কাছে টেলিফোন করুন কর্ত্তা! লোকটা ডাকাত,—সে অনেক হীরা জহরত লুঠ করিয়া আনিয়াছে!"

লর্ড রড্‌নে হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, তাহার পর এক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "এই ব্যাপারে ঐ টুকুই ত সব চেয়ে বেশী মজার কথা জার্ভিস্! আমি মানুষের মুখ দেখিয়া তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব বুঝিতে পারি—ইহা আমার পক্ষে অল্প অহঙ্কারের বিষয় নহে। আমি যে মুহূর্ত্তে এই অপরিচিত যুবকের মুখ দেখিয়াছি—সেই মুহূর্ত্তেই উহার উপর আমার কেমন একটা প্রাণের টান হইয়াছে ; হাঁ, উহাকে আমার ভয়ঙ্কর পছন্দ হইয়াছে। এই সুশ্রী যুবক দস্যু, ইতর তস্কর মাত্র—এ কথা শুনিয়া আমি মনে বড়ই

আঘাত পাইয়াছি ; কিন্তু ও কথা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। এই জন্যই ঐ গোয়েন্দা দুটোকে আমি তাড়াতাড়ি বিদায় করিলাম। উহারা পুলিশের লোক—ইহা কিরূপে বুঝিব ? উহাদের কথা সত্য—ইহার কি কোন প্রমাণ পাইয়াছি ? হয় ত উহারাও দস্যু বা তস্কর ; একটি নিরপরাধ সাধু ভদ্রলোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা সাজিয়া আসিয়াছিল। লোকে যাহা খুসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারে—তাহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে ? না, তাহা উচিত নহে। আমি আমার অতিথির পরিচয় না লইয়া, তাহার সঙ্গে দুই চারিটি কথা না কহিয়া, তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিব না। কিন্তু সে আমার 'ইস্‌টা'কে কি কৌশলে হত্যা করিল—তাহাই সর্ব্বাগ্রে জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে।"

জার্ভিস্ বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা, কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক বটে, কিন্তু ব্যস্ত হইয়া ফল কি ? লোকটার অবস্থা দেখিয়া আমার একটু ভয় হইয়াছে। রক্ত বিষাক্ত হইয়া সে মারা পড়িবে না ? আপনার কিরূপ ধারণা ?"

সার রড্‌নে বলিলেন, "ইস্‌টার কামড়ে রক্ত বিষাক্ত হইবে ? তোমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক জার্ভিস ! আমাদের শিয়ালগুলা বুনো বটে, কিন্তু তাহাদের দংশন সাংঘাতিক নহে। যাহা হউক, আপাততঃ লোকটিকে একবার দেখা দরকার।"—লাইব্রেরীর দ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি এই সকল কথা বলিলেন।

সার রড্‌নে তাঁহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেন। ওয়াল্‌ডো সেই কক্ষে একখানি কোচে শায়িত ছিল ; তাহাকে তখন দেখিলে মনে হইত—তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই কক্ষের দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি ঝুলিতেছিল, এবং কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ দুইটি বাতি জ্বলিতেছিল।

জার্ভিস্ ওয়াল্‌ডোর মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে বলিল, "উহার এখনও চেতনা হয় নাই কর্ত্তা !'

ওয়াল্‌ডো তাহার কথা শুনিয়া চক্ষু খুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর শয্যায় উঠিয়া বসিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "না জার্ভিস্, ও তোমার

বুঝিবার ভুল। সার রড্‌নে, জাভিসের সঙ্গে আপনার যে সকল কথা হইতেছিল —তাহা আমি শুনিয়াছি; কাজটা বোধ হয় অন্যায় হইয়াছে, কিন্তু উপায় কি? ঐ দরজায় দাঁড়াইয়া আপনাদের কথা হইতেছিল, আমি তখন কানে ছিপি গুঁজিবার সুযোগ পাই নাই।"

সার রড্‌নে সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তবে কি তুমি সত্যই অজ্ঞান হও নাই?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সকল সময় আমার একটু সতর্ক থাকাই অভ্যাস। আমাকে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে, আমার সম্বন্ধে এখানে কিরূপ আলোচনা হয়—তাহা শুনিবার জন্য আমার একটু আগ্রহ হইয়াছিল। আপনাদের কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি একজোড়া পুলিশের গোয়েন্দা আমার সন্ধানে আসিয়াছিল।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "পুলিশ তোমার সন্ধানে আসিবে ইহা তুমি বোধ হয় জানিতে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "না, পুলিশ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—ইহা আমি মুহূর্ত্তের জন্য আশা করি নাই।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "তাহাদের নিকট শুনিলাম—তুমি উড়ন্ত এরোপ্লেন হইতে প্যারাচুটের সাহায্যে আমার অধিকার-সীমায় নামিয়াছ, এবং তোমার কাছে হাজার হাজার পাউণ্ড মূল্যের যে হীরাগুলি আছে—সেগুলি চোরা-মাল!"

ওয়াল্‌ডো উভয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আপনার কথা শুনিয়া ভয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোপ পাইবার কথা, কিন্তু আমি ক্ষুধার চোটে দশ দিক অন্ধকার দেখিতেছি। নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া যদি বা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তা প্রথমেই আপনার পোষা শিয়াল আমার টুঁটি চিবাইয়া দিল, তাহার কয়েক মিনিট পরে পুলিশের কুকুর আমার সন্ধানে আপনার দরজায় উপস্থিত! গোদের উপর বিষ-ফোড়া আর কি?"

ওয়াল্‌ডো মুখে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার মনে বিন্দুমাত্র আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই। সে পুলিশকে গ্রাহ্য করিত না। সে জানিত—যখন ইচ্ছা হইবে

তখনই সে সরিয়া পড়িতে পারিবে ; সার রড্‌নে, তাঁহার শিয়ালগুলা, বা পুলিশ তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু সে তখন ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিল ; ক্ষুধা নিবৃত্তি না করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না।

সার রড্‌নে বলিলেন, "শিয়ালে তোমার টুঁটি ফুটা করিয়াছিল ; এখন কি রকম-বোধ করিতেছ ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "চমৎকার ! আপনি গলায় ঔষধ দিয়া পটি বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহাতে খুব আরাম বোধ করিতেছি ; এই অনুগ্রহের জন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ।—এখন আপনাকে একটু আপ্যায়িত না করিলে অকৃতজ্ঞের মত কাজ হইবে, তাহাতে আমি নারাজ। আমার পরিচয় জানিবার জন্য আপনি বড়ই উৎসুক হইয়াছেন ; অতএব সেই কথাই আগে বলি, শুনিলে আপনি খুসী হইবেন।—আমার নাম রুপার্ট ওয়াল্‌ডো। আমার পরিচয় আপনার জানা না থাকিলে আপনাকে আমার অনুকূলে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী, কাহারও কোন অনিষ্ট করি না। আপনার এখানে রূপার বাসন ও অন্যান্য তৈজস-পত্র আছে—সে গুলির প্রতি আমার একবিন্দুও লোভ নাই। আমি যেরূপ নিঃশব্দে এখানে উপস্থিত হইয়াছি—সেইরূপ নিঃশব্দেই প্রস্থান করিব। আপনার শিয়াল আমাকে আক্রমণ না করিলে আমি তাহাদিগকে স্পর্শও করিতাম না। কিন্তু সে ল্যাঠা চুকিয়া গিয়াছে। আপনি নিষেধ করিলে আমি আপনার শিয়ালগুলার প্রসঙ্গে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।"

সার রড্‌নে ওয়াল্‌ডোর কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন, এবং ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, আমি পূর্ব্বে কোন দিন তোমাকে দেখি নাই ; তবে তোমার নাম আমার সুবিদিত। অপরাধ-তত্ত্বের আলোচনা আমার একটি খেয়াল। ( is one of my hobbies. ) আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল বিখ্যাত অপরাধী বর্ত্তমান, তাহাদের নাম ধাম ও অপরাধের বিবরণ আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। তোমার নাম শুনিয়া ও সাহসের পরিচয় পাইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে—তুমিই তাহাদের মধ্যে সম্মানিত স্থান পাইবার যোগ্য। (occupy

place of honour among them.) না, আমার সংগ্রহ পুস্তকে তোমার নাম বাদ পড়ে নাই ; সুতরাং তোমার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, বিখ্যাত হইয়াছি মনে হইলে আনন্দ হয় বটে, সার রড্‌নে ! আশা করি আপনি আপনার সেই পুঁথিতে সাধারণ দস্যু তস্কর অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লুণ্ঠন-ব্যবসায়ীদের নামের মধ্যে আমার নাম লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমাকে জো, হ্যারী, সাম প্রভৃতি ছিঁচ্‌কে চোরের দলভুক্ত করিলে আমার মর্য্যাদার হানি হইবে। তবে আমি আলেকজান্দার, হানিবল, সীজার প্রভৃতি মহাত্মাদের জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নহি। তাঁহাদের তুলনায় আমি নগণ্য, তুচ্ছ।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "আরে ছি,ও কি একটা কথা ? আমি তোমাকে এ কালের প্রথম শ্রেণীর দস্যুদলের উপরে স্থান দিয়াছি। সেই শ্রেণীতে তোমার ভিন্ন আর কাহারও নাম নাই ; এবং তুমিই যে ঠিক সেই লোক—ইহার কোন প্রমাণও তোমাকে দিতে হইবে না। তুমি এরোপ্লেন হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছ, তাহার পর আমার এই অরণ্যের রক্ষী মহাপরাক্রান্ত ও দুর্দ্দান্ত শিয়ালগুলির প্রাণান্ত করিয়াছ। এই সকল কার্য্যই তোমার অসাধারণ শক্তির চূড়ান্ত পরিচয়। সুতরাং আমার পুঁথিতে তোমার অদ্ভুত সাহস ও শক্তির কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তোমার প্রকৃতি ও ব্যবহার ভদ্রোচিত ; তুমি কাহারও প্রতি পাশবিক অত্যাচারে অভ্যস্ত নহ।" (resort to brutal violence.)

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আপনি আমাকে যে ভাবে তৈলাক্ত করিতেছেন—উহা বড়ই বদ্ অভ্যাস। অনেকে আমাকে ভয়ঙ্কর বদ্‌মায়েস বলিয়া জানে, আমার চরিত্রে গভীর কলঙ্কারোপ করে ; সেই সকল নিন্দা আমি নিজের কানে শুনিয়াছি। পুলিশ মনে করে—আমি মানব সমাজের অতি ভীষণ শত্রু ; সুতরাং আমার সম্বন্ধে আপনার মত মহৎ লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণার কথা জানিতে পারিয়া আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি সার রড্‌নে !"

ওয়াল্‌ডোকে দেখিয়া ও তাহার সহিত আলাপ করিয়া সার রড্‌নে মুগ্ধ হইলেন। এরূপ বিপুল শক্তিসম্পন্ন অদ্ভুত প্রকৃতির সুরসিক লোক পূর্ব্বে কোন

দিন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাঁহার মনে হইল ওয়াল্‌ডো সত্যই নরসিংহ, সকল বিষয়েই সে অসাধারণ!

সার রড্‌নে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার আশ্রমে আমার আশ্রিত জায়োনার কর্ত্তৃক আহত হইয়াছ; এজন্য আমার মনে হইতেছে তোমার কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। মিঃ ওয়াল্‌ডো, তুমি আমার সঙ্গে বসিয়া আহার করিলে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব। তোমার সাহচর্য্য আমার বেশ প্রীতিকর হইবে।"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "আপনার আতিথ্য লাভের জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটের ভিতর নাড়িগুলা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে; এ অবস্থায় আপনার নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া আমি কিরূপ আনন্দিত হইলাম তাহা বলিতে পারিব না। একটি হৃষ্টপুষ্ট বৃহৎ মেষের মাংসেই আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে; তাহার অধিক আয়োজন নিষ্প্রয়োজন। আহারে বসিয়া আপনার গল্প শুনিতে পাইলে আমার আরও বেশী আনন্দ হইবে। আপনি এই অরণ্য পাহারা দেওয়ার জন্য এই অদ্ভুত জানোয়ারগুলি কেন পুষিতেছেন তাহা শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল ক্ষুধার মতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; বিশেষতঃ এই জঙ্গলটাকে ঘিরিয়া রাখিবার জন্য এ রকম উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণেরই বা কি প্রয়োজন ছিল, আর প্রাচীরের উপর ঐ সকল তীক্ষ্ণধার ফলাই বা কেন—তাহা জানিতে না পারিলে আজ আমার সুনিদ্রা হইবে না।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "এ সকল কথা জানিবার জন্য কেবল তুমিই যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ এরূপ নহে। তোমার মত অনেককেই কৌতূহল প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, কৌতূহলের বিষয় বটে; আশা করি এই ব্যাপারের সহিত কোন জটিল রহস্যের সংস্রব আছে।"

সার রড্‌নে কোন কথা না বলিয়া ওয়াল্‌ডোকে সঙ্গে লইয়া ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তাহা দেখিয়া জার্ভিসের চক্ষুস্থির! জার্ভিস্ জানিত—তাহার মনিব স্বল্পভাষী, রূঢ় প্রকৃতির লোক; তিনি কোনও অপরিচিত

লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে চাহেন না, কাহারও সহিত মন্ খুলিয়া আলাপ করাও তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; কিন্তু যে দস্যু কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার বাস-ভূমিতে অনধিকায় প্রবেশ করিয়াছিল—সে কি প্রকৃতির লোক তাহা জানিতে পারিয়াও তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন !—ওয়াল্‌ডো কিরূপ অসাধারণ লোক তাহা তিনি জানিতে পারিলেও, জার্ভিস তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে সবিস্ময়ে উভয়ের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিল। শৃগালে ওয়াল্‌ডোর গলা ফুটা করিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যও কাতরতা প্রকাশ করিল না !

সার রড্‌নে ভোজন-টেবিলে বসিয়া ওয়াল্‌ডোকে তাঁহার পাশে বসাইলেন। ওয়াল্‌ডো আহারে বসিয়া প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যে সার রড্‌নের সহিত গল্প করিতে লাগিল। পুলিশের গোয়েন্দারা তাহার সন্ধানে আসিয়াছিল, এবং তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতে পারে—ইহা শুনিয়া সে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, বা ভীত হইল না। সেই স্থানে সে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিল। তাহার বিশ্বাস হইল—অন্য স্থানে নামিলে তাহাকে নানা প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হইত ; কিন্তু এখানে সকল দিকেই তাহার সুবিধা হইয়াছিল। সার রড্‌নে এরূপ নিভৃত অরণ্যে কি কারণে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করিতেছেন, কেনই বা তিনি বাহিরের কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন না, তাহা জানিবার জন্য ওয়াল্‌ডো অধীর হইল।

সার রড্‌নে ওরাল্‌ডোর সঙ্গে আলাপ করিয়া ক্রমশঃ তাহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ওয়াল্‌ডো কি প্রকৃতির লোক তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন, এখন তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল—ওয়াল্‌ডো খাঁটি মানুষ ; সম্ভবতঃ তাহার দস্যুবৃত্তিও সমর্থনের যোগ্য ! তিনি তাঁহার সমপদস্থ ভদ্রলোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, ওয়াল্‌ডোর প্রতিও সেই রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

আহারের সময় নানা বিষয়ে তাঁহাদের আলাপ চলিতে লাগিল। ওয়াল্‌ডো দেখিল, সেই অরণ্য-বাসে জার্ভিসই সার রড্‌নের একমাত্র অনুচর ! সে তাঁহার

পাচক, খানসামা, দেহরক্ষী—সকলই। ওয়াল্‌ডো সেখানে সার রড্‌নের অন্য কোন কর্ম্মচারী বা পরিচারক দেখিতে পাইল না। সে অন্য কোন লোকের সাড়া-শব্দও পাইল না।

আহারান্তে সার রড্‌নে ওয়াল্‌ডোকে সঙ্গে লইয়া পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়াল্‌ডোও একটা চুরুট ধরাইয়া লইল। সে যে সকল কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, ভোজনে বসিয়া সে তাহা শুনিতে পায় নাই; সার রড্‌নে অন্যান্য কথারই আলোচনা করিতেছিলেন। ওয়াল্‌ডোর আশা হইল—এইবার সে সেই সকল কথা শুনিতে পাইবে; কিন্তু সে তাঁহাকে সেই সকল কথা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিল না।

সার রড্‌নে কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিয়া ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন, "আহারের পূর্ব্বে তুমি আমাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। আমার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকের ঐ উচ্চ প্রাচীর এবং শৃগাল-প্রহরী দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইয়াছিলে। অন্য কেহ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমি নির্ব্বাক থাকি; কিন্তু তোমার নিকট আজ সরল ভাবে সকল কথা প্রকাশ করিব। তোমার কাছে কোন কথা গোপন রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। সত্য কথা বলিতে কি, তোমারই মত সাহসী, অসাধারণ বলবান ও অদ্ভুতকর্ম্মা লোকের সহিত সাক্ষাতের জন্য আমি গত চারি বৎসর হইতে এই স্থানে প্রতীক্ষা করিতেছি।"

# সপ্তম উল্লাস

## সার রড্‌নের বিস্ময়াবহ প্রস্তাব

ওয়াল্‌ডো চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি যাহা বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন তাহা বলুন সার রড্‌নে! ঐ সকল কথা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ প্রবল হইলেও, আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আপনার ব্যক্তিগত কোন গুপ্ত কথা শুনিবার অধিকার আমার নাই। আপনি দীর্ঘকাল হইতে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন শুনিয়া আমার ইচ্ছা হইয়াছে—যদি আপনার কোন উপকার করা আমার সাধ্যাতীত না হয় তাহা হইলে আমি সেজন্য চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিব না। আমার চেষ্টা বিফল না হইতেও পারে।"

সার রড্‌নে একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "তবে একটি প্রধান কথা এই যে, তুমি অপরাধী, এজন্য—"

ওয়াল্‌ডো বাধা দিয়া বলিল, "সেই জন্য আমার সহায়তা প্রার্থনা করিতে কি আপনার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে? কিন্তু আপনি ত পূর্ব্ব হইতেই জানেন—আমি সাধারণের চক্ষে অপরাধী; তবে—"

সার রড্‌নে বলিলেন, "অপরাধী শব্দটিতেই আমার আপত্তি আছে। আমার মনে হইতেছে তোমার সম্বন্ধে এরূপ রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে। তুমি আমার এই রূঢ়তা মার্জ্জনা কর। আমি তোমাকে অপরাধী না বলিয়া বলি —বুদ্ধির যুদ্ধে অসাধারণ দক্ষ।

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "ও কেবল কথার মার-প্যাঁচ!—তবে আপনার এ কথাটি বেশ শ্রুতিমধুর বটে সার রড্‌নে! আপনার সদাশয়তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "যদি তোমার স্বভাব চরিত্রের পরিচয় না পাইতাম, তাহা হইলে আমি তোমার কাছে আমার গুপ্তকথা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে

করিতাম না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অপরাধ-তত্ত্বের আলোচনায় আমি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু আমি কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ না করায় হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাই নাই ; কেবল চেয়ারে বসিয়া গবেষণা করিয়াছি। সুতরাং গোয়েন্দাগিরিতে আমার ব্যুৎপত্তি নাই। অপরাধ-তত্ত্ব ও অপরাধীদের সম্বন্ধে আমি যে আলোচনা করিয়াছি—তাহা আমার খেয়াল মাত্র। তোমার অনুষ্ঠিত কাজ কর্ম্মের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে তোমার আকাশ-পাতাল প্রভেদ ; তাহাদের কার্য্য-প্রণালীর সহিত তোমার কার্য্য-প্রণালীর বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যে ইতরতা বা হীনতার সংস্রব নাই ; তাহা নীতি-বিগর্হিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা তোমার সাহস ও বীরত্বের নিদর্শন। এই সকল কারণে আমি তোমার নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি না। আশা করি তুমি ধীর ভাবে আমার সকল কথা শুনিবে ওয়াল্‌ডো !”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “আপনার কথা শুনিয়া আমি ধাঁধায় পড়িলাম, ( I am puzzled ) সার রড্‌নে ! আমারও মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের শক্তি আছে, ইহাই আমার ধারণা। সৎ লোক দেখিলেই আমি চিনিতে পারি। আমার কথা শুনিয়া আপনি আমাকে স্তাবক মনে করিবেন কি না জানি না ; কিন্তু আমি অসঙ্কোচে বলিতেছি—এই অরণ্যে আমি একজন খাঁটী মানুষ দেখিতে পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস—সৎপথই আপনার একমাত্র লক্ষ্য।”

সার রড্‌নে বলিলেন, “সৎপথে চলিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছি বটে ; কিন্তু সেই চেষ্টা যে সর্ব্বত্রই সফল হইয়াছে—এ কথা বলিতে পারি না।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “তথাপি আমার আশা হইয়াছে—আপনি আমার উপর কোন নোংরা কাযের ভার দিবেন না। কিন্তু আমার নিকট আপনার কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আপনাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছি আমার নিজের কায ভিন্ন অন্যের কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে আমার আগ্রহ নাই।”

সার রড্‌নে বলিলেন, "কিন্তু তুমি পরের জন্য পরিশ্রম কর, এমন কি, নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য জীবন বিপন্ন কর—এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে। কোন্ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও পেত্‌নী দহ হইতে বৃদ্ধ ইহুদী বণিক মার্ক রোসেনের মহামূল্য হীরাগুলি উদ্ধার করিয়াছিলে?—স্বার্থ চিন্তা ভিন্ন পরার্থ চিন্তা তোমার মনে স্থান পায় না, একথা আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার কার্য্যপ্রণালী জানি বলিয়াই আমার বিশ্বাস—আমি তোমার সহায়তায় বঞ্চিত হইব না। তুমি আমার কথা শুনিলেই কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবে। আমার কথায় তোমার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইলেই আমি আনন্দ লাভ করিব। আমার কথাগুলি শুনিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না; বিশেষতঃ, আমি তোমার নিকট কোন অসাধারণ অনুগ্রহেরও (any great favour) প্রার্থী নহি। আমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে আমি তোমাকে প্রচুর পারিশ্রমিক প্রদান করিব।"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "হাঁ, ক্রাস্‌কিও আমাকে প্রচুর পারিশ্রমিক প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিল; তবে সে আমাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ, আপনি ত ক্রাস্‌কি নহেন। সুতরাং আমি আপনাকে আপনার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিব না। আপনাকে এই মাত্র বলিয়া রাখিতেছি—আমি পারিশ্রমিকের লোভে আর কাহারও দাসত্ব করিব না, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "আগে তোমাকে সকল কথা বলি—মন দিয়া শোন, তাহার পর তোমার কর্ত্তব্য স্থির করিও।—আমি দারুণ দুশ্চিন্তায়, বিশেষতঃ দিবা রাত্রি সতর্কভাবে কালযাপন করিতে বাধ্য হওয়ায় অকালে বার্দ্ধক্য-ভারে প্রপীড়িত হইয়াছি, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে সমাধি-গহ্বরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছি! কি দিবাভাগে কি রাত্রিকালে সর্ব্বক্ষণ আমাকে সতর্ক থাকিতে হইয়াছে। আমি এই আরণ্য দুর্গে অভিশপ্ত বন্দীর ন্যায় নিঃসঙ্গ ভাবে অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছি; অথচ আমার বিপুল বিত্ত বৃথা নষ্ট হইতেছে; তাহা আমার ভোগ করিবার উপায় নাই! বস্তুতঃ, ইতিপূর্ব্বে যদি আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে

তাহাতে ক্ষোভের কারণ থাকিত না। আমি যোগীও নহি, কৃপণও নহি। যন্ত্রণা আমার অসহ্য হইয়াছে উঠিয়াছে।

"বন্ধু বান্ধবগণের সাহচর্য্য, তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ আমার প্রীতিকর, আমি তাহার পক্ষপাতী। আমার ইচ্ছা, আত্মীয়-স্বজনের সহিত একত্র বাস করি; বন্ধু বান্ধবগণকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করি। সামাজিক অনুষ্ঠানে, উৎসবে, আমোদ প্রমোদে সর্ব্বদা যোগদান করি। শীতকালে বহু দূরবর্ত্তী দেশে ভ্রমণ করিতে, আমোদের মরসুমে লণ্ডনে কাল যাপন করিতে আমার প্রাণ লালায়িত; কিন্তু আমার এই আশা পূর্ণ করিবার উপায় নাই! আমি এখানে বন্দী; আমার চারি দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর, দিবা রাত্রি তাহার অন্তরালে বাস করিয়া আমি মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। অরণ্যচর শৃগালের দল এখানে আমার সহচর। বাতায়নহীন রুদ্ধ গৃহ-কক্ষ আমার বাসস্থান। কিন্তু এই দুশ্ছেদ্য বন্ধন-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ আমার একমাত্র কামনা।—আমার কথা শুনিয়া তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ কোন একটি বিপদের ভয়ে আমি সর্ব্বক্ষণ শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছি। সেই আতঙ্ক আমার জীবনের সকল সুখ শান্তি নষ্ট করিয়াছে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, আপনি না বলিলেও তাহা বুঝিতে কষ্ট হইত না। কিন্তু যদি আপনার কোন বিপদেরই আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে কি আপনি পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন না? তাহাদের সহায়তায় কি আপনি নিরাপদ হইতে পারেন না? তাহারা কি—"

সার রড্‌নে বাধা দিয়া বলিলেন, "পুলিশ! তাহারা কি আমার নির্ভরের যোগ্য? তাহারা আমার কিরূপ উপকার করিবে? আমি তাহাদিগকে তাচ্ছীল্য করিতেছি না। তাহারা সমাজের রক্ষক, তাহাদের মধ্যে ভাল লোকেরও অভাব নাই, এবং তাহাদের দ্বারা অনেকের স্বার্থ রক্ষা হয়—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু আমাকে সাহায্য করে—তাহাদের কাহারও সেরূপ সামর্থ্য নাই। যদি কেহ আমার কোন উপকার করিতে পারে, আমাকে সাহায্য করিবার সামর্থ্য যদি কাহারও থাকে—তবে তোমারই আছে। তোমার শক্তি সামর্থ্য,

তোমার প্রতিভার সাহায্যেই আমি নিরাপদ হইতে পারি ; আমার সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। আমার যে তিনজন শত্রু আছে—তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া তাহাদের কবল হইতে আমাকে রক্ষা করা পুলিশের অসাধ্য। এ অবস্থায় আমি পুলিশের শক্তিতে নির্ভর করিতে পারি কি ?"

ওয়াল্‌ডো সবিস্ময়ে বলিল, "আপনার তিনজন শত্রু ? তাহাদের কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে ? এই সকল শত্রু কি—কিন্তু আমি আপনার কথায় বাধা দিব না, না আমার পক্ষে তাহা সঙ্গত নহে। আপনি আগে সকল কথা বলুন, তাহা শুনিবার পর আমার কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "ধন্যবাদ ; এখন আমার বিপদের কথা বলি শোন। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমি উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম ; তখন এদেশে আমার সমকক্ষ ধনাঢ্য ব্যক্তি অধিক ছিল না। তখন আমার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর ; কিন্তু সেই বয়সেই আমি ব্যবসায়ের যে-উন্নতি করিয়াছিলাম,অনেকে দুই পুরুষের চেষ্টাতেও কারবারের সেরূপ অসাধারণ উন্নতি করিতে পারে না।—তেলের ব্যবসায়ে সাফল্য লাভই আমার এই উন্নতির কারণ। এজন্য লোকে আমাকে 'তেলের রাজা' বলিত।"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "যেমন সাহিত্য-সম্রাট, উপন্যাসের বাদসা—কবি-রাণী, সেই রকম ? কিন্তু তেলের সঙ্গে ওসকলের কাহারও তুলনা হয় না।—ভারি চমৎকার জিনিস—এই তেল !"

সার রড্‌নে বলিলেন, "হাঁ, এই বিশ্ব-সংসার তেলের জোরেই চলিতেছে। পারস্য দেশে আমার তেলের কারবার ছিল। আমি তোমাকে প্রথমেই বলিয়া রাখি, প্রথম হইতেই আমার ধারণা ছিল—এই কারবারটির মালেকান স্বত্ব লাভ করিতে আমাকে প্রতারণা ও হীন শঠতার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমার সহকারীরা আমাকে এইরূপই বুঝাইয়া দিয়াছিল, এবং এই অজুহাতে তাহারা আমার বিস্তর টাকা অপব্যয় করিয়াছিল ; স্বার্থান্ধ হইয়া আমি তখন তাহা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি নাই। দেখ আমি সরল ভাবে সকল কথাই তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু সেই কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমার বিবেক

অত্যন্ত প্রখর ছিল ; তাহার দংশনে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছিল। আমার সর্ব্বদাই মনে হইত, আমি প্রতারক, ইতর প্রবঞ্চক ; অথচ সে সময় আমি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন-কুবেরগণের অন্যতম। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি 'ব্যারনেট' খেতাবও প্রাপ্ত হইলাম। পারস্যের তেলের কারবারের ভার প্রথম হইতেই আমার তিনজন সহকারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহারাই আমার ব্যবসায়ের উন্নতির মূল।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "এবং তাহারাই বোধ হয় আপনার সর্ব্বনাশেরও মূল ? নানা ভাবে আপনার অর্থরাশি শোষণ করিয়া আপনাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।"

সার রডনে বলিলেন, "হাঁ, তোমার অনুমান সত্য। সেই শকুনীর দল—সেই খল বিষধরগুলা, সেই বিশ্বাসঘাতক নর-পিশাচেরা,—ওয়াল্‌ডো ! আমার এই আকস্মিক উত্তেজনায় তুমি বিস্মিত হইও না, আমাকে ক্ষমা কর। তাহাদের কথা স্মরণ হইলে ক্রোধে আমার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না।"

তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "এই তিনজন লোক আমার গুপ্তকথা জানিত। সেই তিনজন নর-পশু বোধ হয় তোমারও অপরিচিত নহে। তাহাদের একজনের নাম সাইমন কার্ণ, সে বহু যৌথ-কারবারের দালাল। সে এখন উইম্বলডন কমনের একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করে। সেই অঞ্চলে তাহার মান সম্ভ্রম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি অসাধারণ। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হুবার্ট রোরকি। এই লোকটা মহাজনী করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীতে তাহার আফিস, এবং ময়দা-ভেলে তাহার প্রাসাদতুল্য সুবিস্তীর্ণ বাস-ভবন।

"তৃতীয় ব্যক্তি নাইট ব্রীজের দোকানদার অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ড। জগতের নানা প্রকার মহামূল্য দুর্লভ দ্রব্যের সে কারবার করে। ইহারা তিনজনেই সমাজে সম্মানিত, প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু তাহারা যে বিপুল অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা তাহারা কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছে—তাহা কি তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে ? তাহারা আমাকে অপদস্থ করিবার ভয় দেখাইয়া আমার বিশাল সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধাংশ আত্মসাৎ করিয়াছে !"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "যাহারা ভদ্রলোকের কলঙ্ক প্রচারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে এই ভাবে শোষণ করে তাহাদের মত ইতর লোক পৃথিবীতে বিরল।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "এই কুকুরগুলা দশ বৎসর ধরিয়া জোঁকের মত আমার রক্ত শোষণ করিয়াছে। হাঁ, দশ বৎসর আমারই অর্থে তাহারা নবাবী করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচার অসহ্য হইলে আমি তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম; কারণ আর কিছুদিন তাহারা ঐ ভাবে আমাকে শোষণ করিলে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইতাম। কিন্তু অতঃপর আমার ধৈর্য্যধারণ করা অসাধ্য হইল; আমি নিরুপায় হইয়া অগত্যা পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিলাম। পুলিশের নিকট তাহাদের অত্যাচারের সকল কথা প্রকাশ করিলাম; কোন কথা গোপন করিলাম না।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "ভালই করিয়াছিলেন, উহারা আপনাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিবামাত্র পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিলে, আপনার পক্ষে বোধ হয় তাহা অধিকতর সুবিবেচনার কায হইত। যাহারা ভদ্রলোকের কুৎসা প্রচারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করে, তাহাদের মত জঘন্য ইতর জীব জগতে নাই; তাহারা সমাজের আবর্জ্জনা; ফাঁসে লট্‌কাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করা উচিত। তাহাদিগকে ভয় করিয়া ঘুস দিয়া মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে তাহারা আরও পাইয়া বসে; কিন্তু প্রথম হইতে তাহাদিগকে দৃঢ় হস্তে দমনের চেষ্টা করিলে তাহারা মাথা তুলিতে সাহস করে না। উৎকোচ আদায়ের জন্য ভদ্রলোকের কলঙ্ক প্রচার! কি ভয়ঙ্কর জুলুম! আমি—পরস্বাপহারী প্রবঞ্চক ধনাঢ্য ব্যক্তির অর্থ লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু ঐ প্রকার ইতরগুলাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। ঐ ভাবে আমি কখনও কাহারও নিকট এক ফার্দিংও গ্রহণ করি নাই। ( I have never obtained a farthing.) আমি জীবিকা-র্জ্জনের জন্য পথে পথে দিয়েশলাইএর বাক্স ফেরি করিতে রাজী আছি, কিন্তু ঐরূপ ইতরতার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন আমার অসাধ্য।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "পুলিশ তাহাদের তিনজনকেই গ্রেপ্তার করিয়া

ফৌজদারী সোপরদ্দ করিলে, ওল্ড বেলীর বিচারালয়ে তাহাদের অপরাধের বিচার হইয়াছিল। সে আজ দশ বৎসরের কথা। তাহাদের বিচারের সময় আমি জানিতে পারি—আমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। কার্ণের ষড়যন্ত্রেই প্রতারক বলিয়া আমার দুর্নাম হইয়াছিল। আমার সুনাম নষ্ট করিয়া সে বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল! তাহারই শঠতায় বিনা-অপরাধে আমাকে প্রতারক সাজিতে হইয়াছিল! আমি পারস্যের তেলের কারবারের ষোল আনার মালিক হইয়াছিলাম—সেজন্য আমাকে বিন্দুমাত্র প্রতারণা বা শঠতার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, সাধু ভাবেই আমি সেই কারবারের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলাম। কিন্তু ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য আমার বিপুল সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধাংশ সেই বিশ্বাসঘাতকদের মুখে তুলিয়া দিয়াছি! তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ তিন বৎসরের জন্য তাহারা কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও তাহারা আইনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তাহারা চির-জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেই সুবিচার হইত।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "হাঁ, তোমার এই ধারণা অসঙ্গত নহে। দশ বৎসর কাল তাহারা আমাকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। এক দিনের জন্যও তাহারা আমার নির্য্যাতনে বিরত হয় নাই। সেই সুদীর্ঘ দশ বৎসর আমি কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি। আমার জীবন বিষময় হইয়াছিল। অথচ যে দিন তাহাদের প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইল—সেই দিন বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তাহারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিল—কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা আমার মুণ্ডপাত করিবে। ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় আমাকে নিষ্পেষিত, চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবে।"

ওয়াল্‌ডো উত্তেজিত স্বরে বলিল, "অসার স্পর্দ্ধা! মিথ্যা হুম্‌কি মাত্র। জেলে যাইবার সময় অনেক আসামীই ফরিয়াদীকে ঐরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "কিন্তু তোমারই বুঝিবার ভুল! উহা তাহাদের অসার দম্ভ নহে ; উহাদের এই প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করাই তাহাদের আন্তরিত ইচ্ছা—এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহারা তিন বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়াছে ; কিন্তু এতদিন পরেও সেই প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই। এখনও তাহারা এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কার্ণ ও মেট্‌ল্যাণ্ডকে আমি বেশ চিনি। তাহারা কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর এবং বৈর-নির্য্যাতনে অসাধারণ দক্ষ। আমাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমাকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

"আমি তাহাদের এই সাধু সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য তাহাদের কারাবাসের সময় এই দুর্গম দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। সেই তিন বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। এই অট্টালিকা আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। অট্টালিকাটি পুরাতন, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকস্থ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর নূতন। আমার আদেশেই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অট্টালিকা বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে ড্রমণ্ডস্ বংশের সম্পত্তি ; কিন্তু তাঁহাদের কেহ কোন দিন স্বপ্নেও জানিতেন না—ইহার চতুর্দ্দিকে ঐরূপ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর নির্ম্মিত হইবে! এবং কি উদ্দেশ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলে সমাধি-গহ্বরস্থিত শবাধারে তাঁহাদের শুভ্র অস্থিরাশি পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত! কারণ আমাদের ড্রমণ্ডস্-বংশ চিরদিনই অতিথিবৎসল এবং পরোপকারী। তাঁহাদের সহিত কাহারও শত্রুতা ছিল না ; তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন ; আর তাঁহাদেরই একজন বংশধর দুর্দ্দান্ত শত্রুগণের বৈরনির্য্যাতন-প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করিবে—ইহা তাঁহাদের কল্পনা করিবারও সামর্থ্য ছিল না। যে অর্থে তাঁহারা দীন দরিদ্রের অভাব মোচন করিতেন, যে অর্থ পরোপকারের জন্য মুক্তহস্তে বিতরিত হইত—সেই বিপুল বিত্তের পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইবে—ইহা কি আমার সেই মহামহিম পিতৃপুরুষগণের কেহ মুহূর্ত্তের জন্যও ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন?

"গত সাত বৎসর হইতে আমি এই সুবিশাল প্রাচীরের অন্তরালে যোগী

তপস্বীর ন্যায় বাস করিতেছি ; স্বেচ্ছায় কঠোর নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছি। মুহূর্ত্তের জন্যও এই প্রাচীরের বহির্ভাগে যাইতে আমার সাহস হয় না। আমি জানি আমার সেই তিনি মহাশত্রু দিবারাত্রি আমার অসতর্কতার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে ; আমাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা আমাকে যে কোন উপায়ে হত্যা করিবে। তাহারা এখন ধনবান, তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ ; অতীতের কলঙ্ক ও গ্লানি তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে। ধনবলে ও জনবলে তাহারা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের প্রতিজ্ঞা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। রক্তশোষী বাদুড়ের ন্যায় আমার শোণিত শোষণের জন্য তাহারা লুব্ধ চিত্তে আমার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য এই সুরক্ষিত স্থানে বন্দীভাবে জীবনের দিনগুলি অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতেছি।"

সার রড্‌নে অধীর ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চঞ্চল স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আর ত আমার সহ্য হয় না। আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সকল শোণিত-লোলুপ পিশাচের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও প্রস্তুত আছি। তাহারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ, এবং তাহাদের দ্বারা মনুষ্য জাতির নাম কলঙ্কিত হইতেছে।" ( they disgrace the name of mankind. )

সার রড্‌নে যেরূপ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হঠাৎ তাঁহার অধীরতা ও চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইল। তিনি অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সকল কথা সঙ্ক্ষেপে তোমার গোচর করিলাম ; কিন্তু খুটি-নাটি অনেক কথাই বলিতে বাকি থাকিল। যদি তাহা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ হয়—তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহা তোমাকে বলিতে পারিব। এখন আমার প্রস্তাবের শেষ অংশ শুনিয়া রাখ। আমি ধনবান, তাহা বোধ হয় আমার কথা শুনিয়াই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। যদি তুমি এই নর-পিশাচদের বর্জ্জন করিতে পার ( if you will get rid of these human devils. ) তাহা হইলে আমি প্রসন্ন মনে তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দান করিব।"

এই কথা বলিয়াই তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়াল্‌ডোর মুখের দিকে চাহিলেন ; পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড বিপুল অর্থ, তাহা লাভের আশায় ওয়াল্‌ডোর মুখের ভাব কিরূপ হইবে, তাহার চক্ষু আকস্মিক আনন্দে কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল ; কিন্তু তিনি তাহার চোখের বা মুখের কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন না। ওয়াল্‌ডো একটু হাসিয়া বলিল, "তাই ত, আপনি এ জন্য যে অনেক টাকা ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন সার রড্‌নে! বোধ হয় আপনি ইহা অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেছেন না ?"

সার রড্‌নে বলিলেন, "অপব্যয় ? না, ইহা নিশ্চয়ই অপব্যয় নহে ; বিশেষতঃ কাজটি কিরূপ কঠিন তাহা ত আমার অজ্ঞাত নহে। এই ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক এত দিন আমি কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই ; এই জন্য এত দিন কাহারও নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করি নাই। আমি জানি তুমি ভিন্ন আর কেহ এই ভার গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি ত প্রথমেই বলিয়াছি দীর্ঘকাল হইতে আমি তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু আমি তাহা না জানিলেও আজ সহসা আকাশ হইতে আপনার হাতার ভিতর নামিয়া পড়িয়াছি। আমাকে দেখিয়া আপনি আশ্বস্ত হইয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি।—আপনার কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে আপনি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দিবেন বলিলেন। ইহা কি আপনার অন্তরের কথা ? না, আমার মনের ভাব বুঝিবার জন্য, যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া ফেলিলেন ?"

সার রড্‌নে বলিলেন, "না, আমি সত্যই অঙ্গীকার পালন করিব। আমি কখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না। আমি কিরূপ বিপন্ন, আমার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক—তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না ? আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি ধনবান, অথচ আমার অর্থব্যয় করিবার সুযোগ নাই। আমার জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ ; এই ভাবে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করাকে কি বাঁচিয়া থাকা বলে ? এই ব্যর্থ জীবনের কি কোন মূল্য আছে ? গত সপ্তাহে আমি জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া এই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম ; মনে

করিয়াছিলাম—লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া প্রকাশ্য ভাবে আমার শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কিন্তু জার্ভিস আমাকে বুঝাইয়া দিল—তাহার ফল ভাল হইবে না। তাহার পরামর্শে আমি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। জার্ভিস আমার ভৃত্য হইলেও তাহার ন্যায় হিতৈষী বন্ধু আমার দ্বিতীয় নাই। সে বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, ও আমার একান্ত অনুগত; আমার সকল গুপ্তকথাই তাহার সুবিদিত।"

ওয়াল্‌ডো কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। সার রড্‌নের প্রস্তাবটি যথেষ্ট লোভনীয় বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। কাযটি অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু যে কায যতই কঠিন, সেই কার্য্যের ভার লইবার জন্য ওয়াল্‌ডোর তত অধিক আগ্রহ লক্ষিত হইত। ওয়াল্‌ডোর লোভ হইল; কিন্তু টাকার জন্য নহে, বাহাদুরী দেখাইবার জন্য!

ওয়াল্‌ডো অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনার অভিপ্রায় কি তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি নাই, সার রড্‌নে! আপনার সেই তিনটি শত্রুর কবল হইতে আপনি নিষ্কৃতি লাভের জন্য ব্যাকুল। তাহারা কোনও দিন আপনাকে বিপন্ন করিতে না পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই কি আপনার অভিপ্রেত?"

সার রড্‌নে বলিলেন, "হাঁ, আমি তাহাই চাই; আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হইতে চাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কোন্ উপায়ে ইহা সম্ভবপর হইবে, তাহা কি কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন?"

সার রড্‌নে বলিলেন, "না, সে কথা আমি চিন্তা করি নাই। আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। এত দিন পরে হঠাৎ তোমাকে দেখিয়া আমার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। হাঁ, আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিব—যদি তুমি তাহাদের—"

ওয়াল্‌ডো তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, পুরস্কারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কোন কৌশলে শত্রু-নিপাত করাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে—এই

কার্য্যে আমি অভ্যস্ত নহি, এবং সেরূপ ইচ্ছাও আমার নাই। নর হত্যা অত্যন্ত ইতরের কাজ ; ইহা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। আমি আর যাহাই হই, নরহন্তা নহি।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! নরহত্যা? আমার উদ্দেশ্য ঐ রূপ হীন—ইহাই কি তোমার বিশ্বাস?"

ওয়াল্‌ডো বলিল; "আপনার উদ্দেশ্য কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "কিন্তু আমি নরহত্যার পক্ষপাতী—তোমার এরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে আমার সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছ—এ কথা আমি বলিতে বাধ্য।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু আপনি কিরূপ বিপন্ন তাহাও ত ভুলিলে চলিবে না। যে হতভাগ্য ব্যক্তিকে দশ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত ভাবে জোঁকের মত শোষণ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি গত সাত বৎসর সকল সুখ শান্তি, আনন্দ ও আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি প্রিয়জন-সহবাসে বঞ্চিত হইয়া নিভৃত অরণ্যে নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, যাহার সকল কামনা ব্যর্থ হইয়াছে, এবং যে প্রতি মুহূর্ত্তে আততায়ীর হস্তে নিহত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল,—সে যদি এ সকল বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাহার আততায়ীদের মুণ্ডপাতের জন্য উৎসুক হয়, তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক মনে করিবার কি কোন কারণ আছে? এই জন্যই আমার ধারণা হইয়াছিল—আপনি আমাকে নরহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিবেন। আমার বিশ্বাস, আপনি এই তিন জন শত্রুর মৃত্যুতে যেরূপ আনন্দ লাভ করিবেন, দংশনোদ্যত উর্দ্ধফণ বিষধরের বিনাশে তাহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হইবেন না ; কিন্তু নরহত্যা আমার অসাধ্য। এ অবস্থায় আপনার আতঙ্ক দূর করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে বলুন।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "যদি তোমার ধারণা হইয়া থাকে—এই তিনজন শত্রুকে হত্যা করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা হইলে তুমি আমার মনের ভাব বুঝিতে পার নাই। তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই,

এবং আমি নরহত্যারও পক্ষপাতী নহি ; কিন্তু তোমাকে বুদ্ধি-কৌশলে এরূপ কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—যাহার ফলে তাহারা ভবিষ্যতে আমার কোন অপকার করিতে না পারে ; এমম কি, আমার অনিষ্টের চেষ্টাও যেন তাহাদের অসাধ্য হয়। কিন্তু কি উপায়ে ইহা সম্ভবপর হইবে তাহা তোমাকেই স্থির করিয়া লইতে হইবে। বিনা রক্তপাতে তোমাকে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে।"

ওয়াল্‌ডো ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি মামাকে অতি কঠিন সমস্যায় ফেলিলেন সার রড্‌নে! যাহা হউক, আমি আপনার আতঙ্ক দূর করিব।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "বটে! তুমি তাহাদিগকে হত্যা না করিয়াও তাহাদের কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে? ইহা কি তোমার সাধ্য হইবে? কিরূপে ইহা করিবে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, আমি আপনার আশা পূর্ণ করিব। আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নাই ; কাজটি আমার পক্ষে অত্যন্ত আমোদপ্রদ হইবে। তাহারা যে সত্যই আপনার জীবন বিষময় করিয়াছে—ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, আপনার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি ; তবে যদি আর কোন নূতন কথা থাকে তাহা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ আছে। তাহাদের সহিত বুদ্ধির যুদ্ধে ( battle of wit. ) প্রবৃত্ত হইয়া আমি তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিতে পারিব সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি যাহা করিব—তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই করিব ; আপনার সহিত পরামর্শ করিতে বা আপনার অভিমত জিজ্ঞাসা করিতে আসিব না, এবং আমি কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বে আপনার নিকট এক পেনীও লইতে আসিব না। ( and I shall not come to you for a penny nntil I can report success. )

"আপনি মনে করিবেন না—আমি অর্থলোভে আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি ; আমার অর্থলালসা প্রবল নহে। আপনার সেই তিন জন শত্রুকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাভূত করিবার জন্যই আমার উৎসাহ দুর্দ্দমনীয় হইয়াছে। যে সকল নরপিশাচ শক্তি-সামর্থ্যে ও বুদ্ধি-কৌশলে অজেয় বলিয়া

খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করিয়াছে, সকলেই যাহাদিগকে দেখিয়া আতঙ্কে অভিভূত হয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যে আনন্দ লাভ করি, তাহার তুলনা নাই। আপনি হয় ত আমার স্পর্দ্ধার নিন্দা করিবেন; কিন্তু আপনার নিকট আমার মনের ভাব গোপন করিবার ইচ্ছা নাই। এজন্য আমি সকল কথা আপনার নিকট সরলভাবে প্রকাশ করিলাম।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "তোমার কথাগুলি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই ওয়াল্‌ডো! তুমি আইনের চক্ষে অপরাধী, সকলে তোমাকে ফেরারী আসামী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে; কিন্তু তোমার সুবিচার করিবার শক্তি আছে। মানুষ আইনের সাহায্যে যেরূপ বিচার করে—আমি সেরূপ বিচারের কথা বলিতেছি না; যাহারা ন্যায় ও সত্য পদদলিত করিয়াও প্রমাণের অভাবে বিচারকগণকে প্রতারিত করে, এবং আইনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সমাজে বিচরণ করে, সমাজের নেতৃত্ব করিতে থাকে, তাহাদের অপরাধের বিচার করিয়া যোগ্য দণ্ডে তাহাদিগকে দণ্ডিত করা কেবল তোমারই সাধ্য। তোমার সহিত পরিচিত হইয়া আমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আপনি আমাকে এইভাবে তৈলাক্ত করিলে আমি নষ্ট হইয়া যাইব। ( you 'll spoil me, ) আপনাকে প্রায় সকল কথাই বলিয়াছি, কেবল আমার একটি ক্ষুদ্র অপকর্ম্মের কথা বলিতে বাকী আছে; তাহাই এখন বলিতেছি শুনুন। আমি আত্মবিস্মৃতি বশতঃ হাটনগার্ডেনের জুলিয়স্ গোল্ডবার্গ নামক রত্নবণিকের কয়েকখানি জহরত তাহার অসম্মতিতে আত্মসাৎ করিয়াছি। সেই জহরতগুলি এখন আমার বিপদের উপলক্ষ হইতেও পারে ভাবিয়া আমি একটু চিন্তিত হইয়াছি।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "হাঁ, এ কাযে বিপদের আশঙ্কা আছে বৈ কি! তুমি ঐ রকম একটা ফ্যাসাদ না বাধাইলে উৎকণ্ঠার কোন কারণ ঘটিত না; আমিও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু ঐরূপ একটা উপলক্ষ ভিন্ন কি এভাবে আজ আপনার সহিত আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিত? সংসারে ভাল ও মন্দ একত্র

মিশ্রিত থাকে, কিন্তু তাহা হইতে ভালটুকু উপেক্ষা করিয়া মন্দটুকুর জন্য আক্ষেপ করা বিবেচনা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, মিঃ গোল্ডবার্গকে আমি চিনি; তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে, সেই ক্ষতি তাহার অসহ্য হইবে না। এই ক্ষতি সহ্য করিবার সামর্থ্যও তাহার আছে। ( can well-aford the loss. ) সে পাকা চোর। পরের দ্রব্য অপহরণ করিলে—তাহার মনে কিরূপ কষ্ট হয়, এই ক্ষতি হইতে গোল্ডবার্গ তাহা বুঝিতে পারিবে। আমার পেশা সম্বন্ধে অনেক সংবাদই আপনি অবগত আছেন; সুতরাং আমি বাছিয়া বাছিয়া কোন্ শ্রেণীর লোকের মাথায় হাত বুলাই—তাহা আপনার জানা থাকিতে পারে।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "হাঁ, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমি সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনার এই প্রাচীর-বেষ্টিত অরণ্যে নিঃশব্দে নামিয়াও গোয়েন্দার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারি নাই! যাহারা আমার সন্ধানে আপনার দেউড়িতে আসিয়াছিল—তাহাদের পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন কি? তাহাদের চেহারা কিরূপ?"

সার রড্‌নে বলিলেন, "একজন দীর্ঘদেহ, বলবান প্রৌঢ়; মুখে দাঁড়ি গোঁফ নাই; দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর—অন্তর্ভেদী। তাহার সঙ্গীটি যুবক। তাহাদের সঙ্গে একটা কুকুরও দেখিয়াছিলাম। কুকুরটা ব্লড-হাউণ্ড। তাহারা—"

ওয়াল্‌ডো বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! অদ্ভুত! অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার!"

সার রড্‌নে বলিলেন, "মনে হইতেছে—তুমি খুব ভয় পাইয়াছ!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "ভয়? না, আমি ভয় পাই নাই, তবে আমার একটু দুশ্চিন্তা হইয়াছে বটে; এখানেও আমার নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই! যে লোকটি আমার সন্ধানে আসিয়াছিল—তাহার নাম ব্লেক।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "হাঁ, ব্লেক। সে তাহার নাম উহাই বলিয়াছিল বটে; সে ডিটেক্‌টিভ।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক, এবং তাহার সহকারী স্মিথ আমার সন্ধান করিতেছিল; সুতরাং এখানে আমি যে নিরাপদে—"

সার রড্‌নে বলিলেন, "রবার্ট ব্লেক? রবার্ট ব্লেকের নাম সুপরিচিত, সে বিখ্যাত গোয়েন্দা। তোমার সন্ধানে যে আমার দেউড়িতে আসিয়াছিল—সে লণ্ডনের রবার্ট ব্লেক—ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। রবার্ট ব্লেকের শক্তি অসাধারণ।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু সে এত শীঘ্র এখানে আমার সন্ধান পাইল কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! দুর্ভেদ্য রহস্য! দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ব্লেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী। আমি পুলিশের চক্ষুতে অনেকবার ধূলা দিয়াছি, কতবার তাহারা আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল করিয়াছি;—কিন্তু ব্লেককে আমি এ পর্য্যন্ত কোন দিন বোকা বানাইতে পারি নাই!" ( but I've never yet been able to fool Blake ! )

সার রড্‌নে চিন্তিতভাবে বলিলেন, "ব্লেক কি তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া সন্দেহ করিতেছ?"

ওয়াল্‌ডো দৃঢ়স্বরে বলিল, "সন্দেহ? না, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সে আমাকে ধরিবার জন্য জোগাড়-যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সে এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রাচীরের চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিতেছে। আপনার প্রত্যাখ্যানে তাহারা হতাশ হইয়া চলিয়া যায় নাই, এ কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "কিন্তু আমার পোষা শিয়ালগুলি—"

ওয়াল্‌ডো উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি কি আশা করেন—আপনার পোষা শিয়ালগুলা ব্লেককে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিবে? আপনার শিয়ালগুলা দূরের কথা, যদি একপাল ক্রুদ্ধ সিংহ তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়,—তাহা হইলেও ব্লেক তাহার সঙ্কল্প-পথ হইতে বিচলিত হইবে না; প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের গুহায় প্রবেশ করিবে। আপনি আমার চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতেছিলেন; আপনার ধারণা আমি খুব 'ক্লেবর' আদ্‌মি। কিন্তু ব্লেকের সহিত তুলনায় আমি একটি নিরেট গর্দ্দভ! আমি বহুবার ব্লেককে ফাঁকি দিয়া সঙ্কল্প সিদ্ধির চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু প্রত্যেক বারই

ব্লেক অদ্ভুত উপায়ে আমার গুপ্ত সঙ্কল্প জানিতে পারিয়াছে—এবং দশবারের মধ্যে নয়বার আমার সকল কাজ পণ্ড আমার জীবন পর্য্যন্ত এরূপ বিপন্ন করিয়াছে যে, আমাকে মুখের গ্রাস ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে হইয়াছে। এমন কি, নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। যদি আমরা তাহাকে কোন কৌশলে এ অঞ্চল হইতে বিদায় করিতে না পারি, তাহা হইলে সে যে উপায়ে হউক, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে; তাহার পর আত্মরক্ষা করা আমার অসাধ্য হইবে।”

ওয়াল্‌ডোর কথা শুনিয়া সার রড্‌নের মুখ ম্লান হইল। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, “তাহা হইলে এখন কি করা উচিত? আমি ত কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছি না। মিঃ ব্লেকের শক্তির প্রশংসা করিতেই হইবে। তাহার কার্য্যপ্রণালী বিস্ময়াবহ। সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “এবং আমিও করি। ব্লেক সুদক্ষ শিকারী, কিন্তু যাহারা তাহার শিকার—তাহারা পশু নহে, সুচতুর ও ফন্দীবাজ দস্যু তস্কর! কোন শিকার তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিতে পারে না; শতকরা একশতটিকেই (one hundred percent) সে ঘা'ল করে। যদি পৃথিবীতে কাহারও সহিত চালাকী বা প্রতারণা করিতে আমার সঙ্কোচ বা ভয় হয়—তবে সে ঐ একটি লোক—মিঃ রবার্ট ব্লেক। তাহাকে কোন উপায়ে সরাইয়া দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইব। বিশেষতঃ, এইরূপ নোংরা ব্যাপারে মিঃ ব্লেকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আমার ঘৃণা হইতেছে।”

সার রড্‌নে বলিলেন, “কিন্তু সে যেরূপ নাছোড়বান্দা, তাহাতে যদি সে তাহার গোঁ না ছাড়ে—তাহা হইলে—”

ওয়াল্‌ডো বাধা দিয়া বলিল, “একটু থামুন ত! আমার মাথায় একটা ফন্দী আসিয়াছে। হাঁ, চমৎকার ফন্দী। আপনার এখানে টেলিফোন আছে?”

সার রড্‌নে বলিলেন, “হাঁ, আছে। কেন?”

ওয়াল্‌ডো সোৎসাহে বলিল, “তবে আর ভয় নাই। আপনি পুলিশকে

টেলিফোনে বলুন—যে ব্যক্তি গোল্ডবার্গের হীরা চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছিল—তাহাকে আপনি ধরিয়াছেন। বলুন সে প্যারাচুটের সাহায্যে আপনার বাগানে নামিয়াছিল।—পুলিশকে হাতকড়ি প্রভৃতি লইয়া সসজ্জ ভাবে এখানে আসিতে অনুরোধ করুন।"

সার রড্‌নে আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করিবে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, আমি ত তাহাই চাই।—ধরা দিব।"

সার রড্‌লে বলিলেন, "আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে না? পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার কি অগ্রাহ্য করিলে?"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "আগে মিঃ ব্লেককে ঠাণ্ডা করি, তাহার পর পুরস্কার।—পুলিশ আসুক।"

# অষ্টম উল্লাস

## টাইগারের দক্ষতা

মিঃ ব্লেকের সম্বন্ধে ওয়াল্‌ডোর ধারণা মিথ্যা হয় নাই ; সার রড্‌নে কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি অপমান বোধ করিলেন, তাঁহার জিদ্ বাড়িয়া গেল। সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে না বুঝিয়া তিনি কৌশল অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সার রড্‌নে ড্রমণ্ডের কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—সেই উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যে কোন দুর্ভেদ্য রহস্য সঞ্চিত আছে। ওয়াল্‌ডো তখন পর্য্যন্ত সেই অরণ্যে লুকাইয়া ছিল, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তিনি স্মিথকে বলিলেন, "ওয়াল্‌ডো এখানে আসিয়াছে —এ সংবাদ সার রড্‌নে জানিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু তিনি তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিলেন না কেন ইহা বুঝিতে না পারিয়া আমি একটু ধাঁধায় পড়িয়াছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি মনে করেন সার রড্‌নে কোন দুরভিসন্ধি বশতঃ এই সংবাদ গোপন করিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক সেই উচ্চ প্রাচীরের পাদদেশে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সার রড্‌নের কোন দুরভিসন্ধি আছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই তিন মিনিট মাত্র কথা বলিয়াছিলেন ; সেই অল্প সময়েই আমি বুঝিতে পারিয়াছি লোকটি অসাধারণ চতুর, বুদ্ধিমান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; তিনি ইতর নহেন, পরের দ্রব্যে তাঁহার লোভ নাই। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি বহুমূল্য জহরত অপহরণ করিয়া তাঁহার বাসস্থানে আশ্রয় লইয়াছে—সে দস্যু, ইহা জানিয়াও কি কারণে তিনি তাহাকে আশ্রয় দান করিলেন ?"

স্মিথ বলিল, "আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই ; আপনার কিরূপ ধারণা বলুন কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শিয়াল দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "যে শিয়ালটা মরিয়া প্রাচীরের বাহিরে পড়িয়া আছে—তাহারই কথা বলিতেছেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ। যে কারণেই হউক সার রড্‌নে ঐ প্রাচীর-বেষ্টিত অরণ্যে পারস্যদেশ-জাত দুর্দ্দান্ত শিয়াল আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই শিয়াল ঐ বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইত! ওয়াল্‌ডো প্যারাচুটের সাহায্যে অরণ্যে অবতরণ করিলে শিয়ালটা তাহার সঙ্গে একটু আলাপ করিতে আসিয়াছিল। শিয়ালের সপ্রেম-দন্তবিকাশ ওয়াল্‌ডোর প্রীতিকর হয় নাই। শিয়াল বলিল, 'খ্যাক', ওয়াল্‌ডো চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, 'চোপ্‌রও!' কিন্তু শিয়াল তাহার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া, দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে কামড়াইতে উদ্যত হইল। তাহার ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধের পরিণাম কি হইল—তাহা শিয়ালটার অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ। ওয়াল্‌ডো শিয়ালটাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। শিয়াল মরিয়াছে বটে, কিন্তু ওয়াল্‌ডোকে দুই একটি থাবল না দিয়া মরে নাই। শিয়ালের তীক্ষ্ণ-দন্তের আঘাতে ওয়াল্‌ডোকে ঘা'ল হইতে হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "তাহার পর যাহা হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ওয়াল্‌ডোকে ক্ষতবিক্ষত দেহে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সার রড্‌নের আক্কেল গুড়ুম! ভবিষ্যতে কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হয়—এই আশঙ্কায় তিনি ওয়াল্‌ডোকে ঘরে তুলিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা ও তোয়াজ করিতেছেন। আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অবস্থা বিবেচনায় আমার যাহা সঙ্গত মনে হইয়াছে—তাহাই তোমাকে বলিলাম। অনুমান হইলেও আমার এই ধারণা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। সার রড্‌নে আমাদিগকে পুলিশের লোক মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি আমাদিগকে বিদায় করিলেও আমরা এই প্রাচীরের চারি দিক পরীক্ষা না করিয়া এখান হইতে নড়িব না।"

স্মিথ বলিল, "প্রাচীরের বাহিরে ঘুরিয়া দেখা কঠিন হইবে না, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করা অসাধ্য হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে রহস্য-ভেদ করা অসম্ভব। টাইগারকে ভিতরে লইয়া গিয়া তাহাদ্বারা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হীরাগুলি নিকটেই আছে—আমরা তাহা হস্তগত করিতে চাই। মিঃ গোল্ডবার্গের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা (great respect) আছে এরূপ মনে করিও না; তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি এক বিন্দুও উৎসুক নহি। —ওয়াল্‌ডোকে পরাস্ত করিবার জন্যই আমার এত জিদ। হাঁ, আমাদিগকে এই প্রাচীর পার হইতেই হইবে।"

স্মিথ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "অত্যন্ত সহজ, কর্ত্তা! আসুন, টাইগারকে বগলে পুরিয়া সবেগে উল্লম্ফন করি।"

মিঃ ব্লেক প্রাচীরের মাথার দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু উপায় কি? সার রড্‌নের নিকট পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিয়া কোন ফল হইবে না। আমরা আবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে তিনি বোধ হয় আর দেখা করিতেও সম্মত হইবেন না; সুতরাং তাঁহার মুখাপেক্ষা না করিয়া আমরা নিজের চেষ্টায় যাহা পারি করিব।"

মিঃ ব্লেক কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "আমাদের বাড়ীর কাছে যাও। গাড়ীতে লোহার 'হুক' আছে তাহা, ও লম্বা দড়াটা লইয়া এস। দড়ার এক মুড়া সেই হুকে বাঁধিয়া আমরা সহজেই কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিব। এই প্রাচীর উচ্চ বটে, কিন্তু ইহা আমাদের গতিরোধ করিতে পারিবে না।"

স্মিথ বলিল, "আর প্রাচীরের ও-পাশে ঐ রকম শিয়াল আরও দুই চারিটি বিচরণ করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। আমরা প্রাচীর হইতে নীচে নামিবা মাত্র তাহারা মুখব্যাদান করিয়া প্রেমভরে আমাদের কণ্ঠালিঙ্গন করিবে। আধ ডজন শিয়াল চারি দিক হইতে আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিলে আমাদের অবস্থা কিরূপ আরামপ্রদ হইবে তাহা ভাবিয়া আমি আনন্দে অভিভূত হইয়াছি।

যদি আমি ওয়াল্‌ডোর মত বলবান হইতাম, তাহা হইলে এক একটা শিয়াল ধরিতাম আর তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া প্রাচীরের বাহিরে নিক্ষেপ করিতাম; কিন্তু—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে শক্তি আমাদের নাই বটে, কিন্তু তাহার অভাবে হা-হুতাশ না করিয়া শিয়ালগুলার কবল হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। আমরা নিরস্ত্র নহি; আমাদের অস্ত্র শিয়ালের দাঁত ও নখ অপেক্ষা অধিকতর সাংঘাতিক। সে সকল চিন্তা পরে হইবে, এখন শীঘ্র যাও—গাড়ী হইতে দড়া ও হুক লইয়া এস। তুমি এখানে পাহারায় থাকিও, আমি দেওয়ালের চারি দিক পরীক্ষা করিয়া আসিব।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু পরীক্ষা করিয়া সকল দিকের অবস্থা একই রকম দেখিবেন। আমার দড়া টানাই সার হইবে!”

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে স্মিথের দিকে চাহিলেন; তাহা দেখিয়া স্মিথ মুখভঙ্গি করিয়া চলিয়া গেল। দশ মিনিট পরে সে একতাল মোটা দড়া লইয়া আসিল, কূপ হইতে ঘড়া ঘটী তুলিবার কাঁটার মত একটি ‘হুক’ সেই দড়ার এক মুড়ায় বাঁধা ছিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার মোটর-কারে যে সকল সামগ্রী সঞ্চিত রাখিতেন তাহা দেখিলে সাধারণ মোটর-চালকেরা গভীর বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিত!

মিঃ ব্লেক প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই স্থানটি কার্য্যোপযোগী বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি স্মিথকে বলিলেন, “স্মিথ, আমার বিশ্বাস, আমাদের কার্য্যসিদ্ধি করা তেমন কঠিন হইবে না। যে সকল লোক এইরূপ উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করে—তাহারা বোধ হয় আশা করে কেহই ইহা পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু ইহা তাহাদের দুরাশা মাত্র। প্রাচীর নির্ম্মাণের সময় তাহারা বুঝিতে পারে না—তাহাদের বিপুল অর্থব্যয় বৃথা হইতেছে; কারণ যে কোন দৃঢ়চিত্ত, অধ্যবসায়শীল, সহিষ্ণু ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোন প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারে।”
( can scale any wall that was ever built. )

স্মিথ বলিল, "হাঁ পারে, যদি তাহার কাছে এই রকম লম্বা শক্ত দড়ার মুড়ায় বঁড়সীর মত আংটা বাঁধা থাকে ; কিন্তু সকলে তাহা কাজে লাগাইতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু মৈ-এর সাহায্যে এই প্রাচীরে আরোহণ করা দুঃসাধ্য নহে। এইরূপ নির্জ্জন স্থানে রাত্রিকালে কেহ মৈ লইয়া আসিলে কে তাহাকে বাধা দিবে? এখানে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই, দিবাভাগেও কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রিকালে দুই চারিজন লোক সুদীর্ঘ মৈ লইয়া এখানে আসিতে পারে না কি? যদি প্রাচীরের মাথায় স্থানে স্থানে প্রহরী-নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে কেহ ইহা পার হইবার চেষ্টা করিলে ধরা পড়িত।"

স্মিথ বলিল, "ঐ সকল তীক্ষ্ণধার ইস্পাতের ফলাগুলি সজীব প্রহরীর অভাব পূর্ণ করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উল্টা। যাহারা প্রাচীর ডিঙ্গাইতে আসিবে, তাহারা ঐ সকল ফলার সাহায্য পাইবে।"

তাঁহার এই উক্তি সত্য, ইহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইল না। মিঃ ব্লেক সেই দড়া খুলিয়া তাহার প্রান্তস্থিত লোহার 'হুক' দুইবার উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহা প্রাচীরের মাথায় লোহার ফলায় বাধিল না, গড়াইয়া নীচে পড়িল। তৃতীয়বার সেই 'হুক' একটি ফলায় বাধিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক সেই দড়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, উভয় বাহুর মাংসপেশীর বলে ঝুলে ঝুলে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। কাজটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, কোন সাধারণ লোক ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না; কিন্তু ব্লেকের পেশীগুলি তারের মত। ( but Blakes muscles were like wire. ) তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া বসিলেন।

মিঃ ব্লেক প্রাচীরের নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "স্মিথ, দড়ার অন্য মুড়া তোমার কোমরে জড়াইয়া বাঁধো ; তাহার পর টাইগারকে কোলে লইয়া দুই হাতে দড়া ধরিয়া থাকো। আমি তোমাদের উভয়কেই টানিয়া তুলিতে পারিব।"

স্মিথ বলিল, "কাজটা সহজ হইবে না কর্ত্তা! আপনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া-

পড়িয়া আমাদিগকে টানিতে টানিতে যদি ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া পড়িয়া যান—তাহা হইলে কাহারও হাড় আস্ত থাকিবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার হাড় ভাঙ্গিবে না, যাহা বলিলাম তাহাই কর।”

টাইগার স্মিথের ক্রোড়ে বিড়াল-ছানার ন্যায় বসিয়া রহিল, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। মিঃ ব্লেক কোন কারণে তাহাদিগকে প্রাচীরে তুলিতেছেন —ইহা সে বুঝিতে পারিল। সে উৎসাহ ভরে পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ব্লেকের কার্জ দেখিতে লাগিল। দুই একবার তাহার লাঙ্গুল মাত্র আন্দোলিত হইল।

লোহার ফলাগুলির গোড়ায় দুই পা বাধাইয়া, মিঃ ব্লেক স্মিথকে ও টাইগারকে টানিয়া প্রাচীরের উপর তুলিয়া ফেলিলেন। স্মিথ এক হাতে লোহার ফলা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “আমি উঠিয়াছি কর্ত্তা, আপনি টাইগারকে তুলিয়া লউন।”

মিঃ ব্লেক অতঃপর সেই দড়ার সাহায্যেই স্মিথকে ও টাইগারকে সেই ভাবে প্রাচীরের অন্য পার্শ্বে নামাইয়া দিলেন; তাহার পর তিনি সেই দোদুল্যমান রজ্জু ধরিয়া স্বয়ং নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহের ভারে দৃঢ়প্রোথিত লোহার ফলা খসিয়া পড়িল না।

মিঃ ব্লেক প্রাচীরের নীচে নামিয়া বলিলেন, “শিয়ালটার মৃতদেহ প্রাচীরের বাহিরে ঠিক এই স্থানের অপর দিকে পড়িয়া আছে; এই জন্য আমার বিশ্বাস এই স্থানের অদূরেই ওয়াল্‌ডোর সহিত তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং এই স্থান হইতেই পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। টাইগারের শিকল টানিয়া ধর।”—মিঃ ব্লেক পকেট হইতে ওয়াল্‌ডোর পরিচ্ছদের ছিন্ন অংশ বাহির করিয়া টাইগারের নাকের কাছে আন্দোলিত করিলেন। তাহাকে বলিলেন, “টাইগার তোকে এই গন্ধের অনুসরণ করিতে হইবে। দেখ, কি করিতে পারিস্।” (see what you can do.)

টাইগারকে আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। তাহাকে কি করিতে হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সে অবনত মস্তকে মৃত্তিকার ঘ্রাণ লইতে লইতে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ( he went round in

cercles, his nose to the ground. ) কয়েক মিনিট পরে সে মুখ তুলিয়া উৎসাহ ভরে মৃদু হুঙ্কার দিল ; তাহা শুনিয়া স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, টাইগার গন্ধের সন্ধান পাইয়াছে।"

টাইগার সজোরে শিকল টানিতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শিকল ধরিয়া উহার সঙ্গে যাও স্মিথ !"

টাইগার কখন সুদীর্ঘ ঘাসের ভিতর, কখন কোন গুল্মের অভ্যন্তরে বা বড় বড় গাছের নীচে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক পিস্তল উদ্যত করিয়া অদৃশ্য শত্রুর আকস্মিক আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণ উদ্যত করিয়া কি একটা শব্দ শুনিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিলেন, "শীঘ্র ফিরিয়া এসো স্মিথ ! কিছু দেখিতে পাইয়াছ কি ?"

স্মিথ বিস্ফারিত নেত্রে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল। একটা অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। সেই মুহূর্ত্তে টাইগার হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। স্মিথ দেখিল—টাইগারের পিঠের লোমগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে ! দারুণ উত্তেজনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

একটি গুল্মের অন্তরালে কাহার দুইটি চক্ষু ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ; যেন দুইটি আগুনের ভাঁটা !

স্মিথ তাহা দেখিয়া বলিল, "এখানে বুঝি শিয়ালের পাল আছে ? ঐ যে একটা দেখা-যাইতেছে কর্ত্তা !"

টাইগার একটা ঝ্যাঁট্‌কা টান দিয়া স্মিথের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিল, শিকলের শেষমুড়া মাটীতে লুটাইতে লাগিল ; সে কিন্তু দূরে না গিয়া মাথা তুলিয়া লোমাঞ্চিত দেহে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। শিয়ালটাও গুল্মান্তরাল হইতে টাইগারকে দেখিতে পাইয়াছিল, এবং তাহার সুদীর্ঘ দেহ, সুবৃহৎ মুখ, বিশাল কর্ণদ্বয় ও আরক্ত নেত্রের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল —মানুষের অপেক্ষা কোন ভয়ঙ্কর জানোয়ার হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িয়াছে ! পর-মুহূর্ত্তেই টাইগার দাঁত বাহির করিয়া সবেগে সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল, এবং

শিয়ালটাকে আক্রমণ করিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। টাইগার চক্ষুর নিমেষে এই কাণ্ড করিল।

মিঃ ব্লেক শিয়ালটার অগ্নিময় চক্ষু দেখিবামাত্র তাহাকে গুলী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বন্দুক তুলিবার পূর্ব্বে টাইগার তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তখন আর গুলী মারিতে তাঁহার সাহস হইল না; উভয় চতুষ্পদে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মিঃ ব্লেক অধর দংশন করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের উভয়ের গর্জ্জনে স্তব্ধ বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে শিয়ালটা আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল; তাহার প্রাণহীন দেহ নিশ্চল!

টাইগার লাঙ্গুল আন্দোলিত করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিল, এবং সম্মুখের একখানি পা চাটিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বাহবা টাইগার! দুই তিন মিনিটের মধ্যেই শিয়ালটাকে সাবাড় করিয়াছিস্! স্মিথ, চল শিয়ালটাকে দেখিয়া আসি।"

মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতির সাহায্যে টাইগারের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, টাইগারের দেহের দুই তিন স্থান শিয়ালের দাঁতে ফুটা হইয়াছিল; কিন্তু ক্ষত গভীর হয় নাই। ক্ষত-মুখ হইতে অল্প অল্প রক্ত ঝরিতেছিল, তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না।

শিয়ালটার গলা ফুটা হইয়া হাড় বাহির হইয়াছিল। টাইগারের সহিত যুদ্ধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। সেই অরণ্যের রক্ষী দুইটি শৃগাল ওয়াল্‌ডোর হাতে পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিল; টাইগার তৃতীয়টিকে হত্যা করিল। সেই জাতীয় শৃগাল সেখানে আর কয়টি ছিল—তাহা মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আশা করি এখানে আর একটিও শিয়াল নাই। টাইগার, যেখানে যাইতেছিলি—সেই খানেই চল। গন্ধের অনুসরণ করিয়া ঠিক যায়গায় যাওয়া চাই।"

টাইগার পরিশ্রান্ত হইয়াছিল ; সে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল। টাইগার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অরণ্যের এক স্থানে উপস্থিত হইল। ওয়াল্‌ডো সেই স্থানের মাটী খুঁড়িয়া হীরাগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

এই স্থানে আসিয়া টাইগার সম্মুখের দুই পায়ের নখ দিয়া মাটী আঁচড়াইতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন সেই স্থানে মাটীর ভিতর কোন দ্রব্য প্রোথিত আছে। টাইগার তাহাই তুলিবার জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই স্থানে বিজলি-বাতির সুতীব্র আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "এই স্থানের মাটী আল্‌গা বোধ হইতেছে ; মনে হইতেছে কেহ কিছুকাল পূর্ব্বে এই মাটী খুঁড়িয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "এখানে মাটীর নীচে কিছু আছে বলিয়া ত মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অনুমান করা অসাধ্য ; কিন্তু টাইগারের কাজ দেখিয়া মনে হয় আমার সন্দেহ অমূলক নহে। মাটীর নীচে কি আছে দেখিতে হইবে। তুমি দুই হাতে মাটীগুলি খুঁড়িয়া তোল। আল্‌গা মাটী, উহা সরাইতে তোমার কষ্ট হইবে না।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বসিয়া-পড়িয়া বলিল, "কষ্ট কি ? আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে কর্ত্তা ! আমি মাটীগুলা তুলিয়া ফেলিতেছি।"—সে দুই হাতে মাটী তুলিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে ওয়াল্‌ডোর গাত্রবস্ত্রের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িল। তখন স্মিথ অধিকতর উৎসাহের সহিত খুঁড়িতে খুঁড়িতে ওয়াল্‌ডোর প্যারাচুট ও অন্যান্য সকল দ্রব্যই তুলিয়া ফেলিল।

মিঃ ব্লেক এটাচি কেস্‌টি দেখিয়া বলিলেন, "আর সন্দেহ নাই স্মিথ! এটাচি কেস্‌টি খুলিয়া পরীক্ষা কর।"

স্মিথ এটাচি কেস্ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েকটি মকমল-মোড়া বাক্স বাহির করিয়া দিল। বাক্সগুলি ভারী। তাহাদের ভিতর কি আছে দেখিবার জন্য মিঃ ব্লেক একটি বাক্সের ডালা খুলিয়া বাম করতলে সেই বাক্সটি উপুড় করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার হাতের উপর যাহা সঞ্চিত হইল—তাহা পরীক্ষা করিয়া মিঃ

ব্লেক বলিলেন, "আমাদের পরিশ্রম বৃথা হয় নাই স্মিথ! আমরা ওয়াল্‌ডোকে দেখিতে পাই নাই বটে, কিন্তু সে যে হীরাগুলি লুঠ করিয়া আনিয়াছে, সেগুলি সমস্তই এখানে পাওয়া গিয়াছে!"

বস্তুতঃ, ওয়াল্‌ডো যে হীরাগুলি সেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা সমস্তই মিঃ ব্লেকের হস্তগত হইল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। হীরাগুলি অপ্রত্যাশিত ভাবে সংগৃহীত হইবে—ইহা তিনি পূর্ব্বে আশা করেন নাই। কিন্তু ওয়াল্‌ডো কি উদ্দেশ্যে হীরাগুলি সেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। হীরাগুলি অকৃত্রিম; গোল্ডবার্গ সেগুলি যে এটাচি কেসে রাখিয়াছিল, তাহা সেই এটাচি কেসেই মাটীর নীচে পাওয়া গেল।

মিঃ ব্লেক সৌভাগ্যক্রমেই এগুলি পাইলেন। ওয়াল্‌ডো যদি তাহার গোড়ার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত না করিত, তাহা হইলে তিনি মাটীর নীচে একরাশি কৃত্রিম হীরাই পাইতেন; সুতরাং তাঁহার সকল শ্রম বিফল হইত। ওয়াল্‌ডো কৃত্রিম হীরাগুলি প্রথমে এখানে প্রোথিত করিয়াও পরে ফিরিয়া আসিয়া, আসল হীরাগুলি পুনর্ব্বার এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এবং কৃত্রিম হীরাগুলি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ওয়াল্‌ডোর সতর্কতা ব্যর্থ হইল।

মিঃ ব্লেক হীরাগুলি পরীক্ষা করিয়া মক্‌মলের আধারগুলিতে রাখিয়া দিলেন, তাহার পর সেগুলি তাঁহার প্রশস্ত পকেটে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি এটাচি কেস্‌টি স্মিথের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটি মাটীর নীচে যে ভাবে পাইয়াছিলে, সেই ভাবেই রাখিয়া দাও।"

স্মিথ বলিল, "আরও যে সকল জিনিস মাটীর ভিতর হইতে খুঁড়িয়া তুলিয়াছি ওগুলির কি গতি হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ও গুলিও যে অবস্থায় পাইয়াছিলে সেই ভাবে মাটীর নীচে লুকাইয়া রাখ। ওয়াল্‌ডো তাহার লুঠের মালগুলির সন্ধানে আসিয়া এগুলি মাটীর ভিতর হইতে তুলিয়া ফেলিবে। সে দেখিবে—খোলসগুলি সমস্তই যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিল সেই ভাবেই আছে, কেবল শাঁস-টুকু উড়িয়া গিয়াছে! সব আছে কেবল আসল জিনিস হীরাগুলি নাই! বেচারা মনের দুঃখে গালে

মুখে চড়াইয়া মরিবে। সেই সময় তাহার আক্ষেপ শুনিতে পাইলে আমাদের সকল কষ্ট দূর হইত।”

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গর্ত্ত ভরাট হইয়া পূর্ব্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হইল। স্মিথ বলিল, “এখন আমরা আর কি করিব কর্ত্তা? কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইল, ইহাতে আমরা অসুখী নহি; কিন্তু আমরা ওয়াল্‌ডোর সন্ধানে আসিয়াছি, সেই কাজটি এখনও বাকি আছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমরা ওয়াল্‌ডোর সন্ধানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে না পাইলেও তাহার লুঠের মাল পাইলাম; এ অবস্থায় আর এখানে বিলম্ব না করিয়া আমাদের এখন চুপে চুপে সরিয়া পড়াই কর্ত্তব্য। প্রকারান্তরে আমরা কার্য্যোদ্ধার করিয়াছি; সুতরাং আমাদের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত না করিলে চলিবে না। ওয়াল্‌ডো শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করিবে বলিয়া মনে হয় না। যদি তাহার তাড়াতাড়ি পলায়নের ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে সে হীরাগুলি মাটীর ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিত না। আমরা চেষ্টা করিলে তাহার সন্ধান পাইব বটে, কিন্তু আর সে চেষ্টা করিব না। এখন আমরা বাহিরে যাইব। বিলম্ব না করাই ভাল।”

স্মিথ বলিল, “আমরা বাহিরে যাইব, গিয়া কি করিব?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পুলিশ লইয়া আসিব। পূর্ব্বে আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল—ওয়াল্‌ডো এই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু এখন আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু পুলিশের সাহায্যের প্রয়োজন কি কর্ত্তা! আমরা উভয়ে চেষ্টা করিলে কি ওয়াল্‌ডোকে ধরিতে পারিব না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা দুই জনে ওয়াল্‌ডোকে ধরিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অবস্থা সেই শিয়ালটার মত হইবে—এ কথা ত তুমি প্রথমেই বলিয়াছিলে! ওয়াল্‌ডো আমাদের দুই জনকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারে—ইহা কি তুমি জান না? ওয়াল্‌ডো কিরূপ বলবান তাহাও কি ভুলিয়া গিয়াছ?”

স্মিথ বলিল, "সে কথা সত্য। সে দুই হাতে আমাদের দুই জনের ঘাড় ধরিয়া ঐ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া কোন গাছের মাথায় নিক্ষেপ করিতে পারে। তাহার পর আমাদের একখানিও হাড় আস্ত থাকিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তদ্ভিন্ন সার রড্‌নের কথাও বিবেচ্য। আমরা তাঁহার অজ্ঞাতসারে এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি। লোকটির প্রকৃতি উদ্ধত; তিনি আমাদের যুক্তি তর্কে কর্ণপাত করিবেন না; আমরা তাঁহার অসম্মতিতে তাঁহার অধিকার-সীমায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া তিনি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারেন; কিন্তু পুলিশের তল্লাসী-পরোয়ানা অগ্রাহ্য করা তাঁহার অসাধ্য হইবে। সুতরাং আমরা পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিব, এবং কোন একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া তল্লাসী-পরোয়ানা বাহির করিয়া লইব। আমরা আইন অনুসারে কায করিলে সার রড্‌নে আমাদের কার্য্যে বাধা দিতে পারিবেন না, এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণেও তিনি সাহস করিবেন না।"

বস্তুতঃ, অতঃপর সেই অরণ্যে বিচরণ করিতে মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হইল না; ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে তাঁহার আনন্দ হইত বটে, কিন্তু কেবল স্মিথের সাহায্যে তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা, কোন অরণ্যচর সিংহের লাঙ্গুলাকর্ষণ করা অপেক্ষা অল্প বিপজ্জনক নহে তাহা তিনি জানিতেন। এজন্য পুলিশের সাহায্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি যে রজ্জুর সাহায্যে সেই স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার প্রাচীরের মাথায় উঠিলেন; তাহার পর পূর্ব্ববৎ স্মিথকে ও টাইগারকে টানিয়া তুলিয়া সকলে অপর পারে নামিলেন। টাইগারের একখানি পা শৃগালের দন্তাঘাতে আহত হইয়াছিল; এ জন্য সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মিঃ ব্লেকের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগার সহ গাড়ীতে উঠিয়া নিকটস্থ নগরের দিকে চলিলেন। সেই নগরের থানায় উপস্থিত হইয়া একটি স্থূলকায় জমকাল চেহারার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের ( portly pompous-looking inspector ) সহিত

তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেই ইন্‌স্পেক্টরটি মিঃ ব্লেকের পরিচয় অবগত হইয়া দাঁত বাহির করিয়া একটু হাস্য করিলেন, তাহার পর মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুম্, আমি ঠিক বুঝিয়াছি; অর্থাৎ আপনি এই অসময়ে হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে আমার থানায় আসিয়া আমার সঙ্গে মোলাকাত করিলেন, তাহা আমি এক লহমার ভিতর বুঝিয়া ফেলিয়াছি! মিঃ গোল্ডবার্গের অনেক টাকার জহরত লুঠ হইয়াছে শুনিয়া আপনি সেই গুলির সন্ধানে আসিয়াছেন। মানুষ দেখিলেই তাহার পেটের কথা আমি টানিয়া বাহির করিতে পারি!"

মিঃ ব্লেক লোকটির ভাবভঙ্গি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বুঝিলেন—লোকটি দাম্ভিক, উদ্ধতপ্রকৃতি, অন্য সকল লোককে কীট পতঙ্গের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করাই তাঁহার অভ্যাস। এরূপ অসার লোককে লইয়া একটু আমোদ করিবার লোভ সংবরণ করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে কঠিন হইল। তিনি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি ত ঠিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন মহাশয়! কি করিয়া বুঝিলেন? আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা!"

ইন্‌স্পেক্টর চক্ষু ঘুরাইয়া তৃপ্তিভরে বলিলেন, "বুদ্ধি বলে—পুলিশে চাকরী করিয়া সকলেরই বুদ্ধি খুলিয়া যায়, এ কথা বলা কঠিন; তবে এমন লোকও পুলিশ বিভাগে দুই চারিজন আছেন যাঁহারা লোকের মনের কথা মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারেন। আপনি সেইরূপ একজন চতুর লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এরোপ্লেনে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, সেই সংবাদ আমরা সন্ধ্যার পরই শুনিতে পাইয়াছি, এবং সেই পাগলটার মৃতদেহের অনুসন্ধানের জন্য দুই তিন জন কন্‌ষ্টেবলকেও নিযুক্ত করিয়াছি; তাহারা মৃত দেহের সন্ধানে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা আপনার মত বুদ্ধিমান হইলে নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবে, কারণ যে জহরত লুঠ করিয়াছে—সে পাগল নহে, এবং তাহার মৃত্যুও হয় নাই, অর্থাৎ এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সে আহত হয় নাই; তাহার একখানিও হাড় ভাঙ্গে নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,

"আপনার মাথার ভিতর কোন রকম গোলমাল হইয়াছে কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না !"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "অ—অর্থাৎ ?"

ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অর্থাৎ আপনার মাথা খারাপ না হইলে একথা নিশ্চয়ই বলিতে সাহস করিতেন না যে, যে ব্যক্তি ছয় হাজার ফিট ঊর্দ্ধাকাশস্থিত এরোপ্লেন হইতে স্বেচ্ছায় লাফাইয়া নীচে পড়ে, সে পাগল নহে ; এবং মাটীতে পড়িয়াও সে অক্কা লাভ করে নাই ! তাহার একখানিও হাড় গুঁড়া হয় নাই,—এ কথাও কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত উন্মাদ ভিন্ন অন্য কাহারও মুখে শোভা পায় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছয় হাজার ফিট উচু হইতে লাফাইয়া পড়িয়াও সে মরে নাই, আহতও হয় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সম্পূর্ণ অসম্ভব ; বিশ্বাসের অযোগ্য. পাগলের কথা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিন্দুমাত্র অসম্ভব নহে, কারণ সে এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িলেও প্যারাচুটের সাহায্যে নীচে নামিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি বলিলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্যারাচুট্ নামক জিনিসের নাম কখন শুনিয়াছেন কি ? —সেই দস্যু প্যারাচুট লইয়া মাটীতে নামিয়াছে ; এই জন্য তাহাকে আহত হইতে হয় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন, "আপনি নূতন কথা বলিতেছেন। আপনার কল্পনাশক্তি অদ্ভুত বটে !"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "আমার কথা কাল্পনিক নহে, সত্য। সেই তস্কর প্যারাচুটের সাহায্যে সার রড্‌নে ড্রমণ্ডের প্রাচীর-বেষ্টিত অরণ্যে নামিয়া পড়িয়াছে। সার রড্‌নের সেই আড্ডাটি ষ্টোক পড্‌নীর অদূরে অবস্থিত। আমার বিশ্বাস, সে এখনও সেই স্থান ত্যাগ করে নাই। আপনি বোধ হয় জানেন—সেই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানটি জনবিরল, এবং প্রাচীরটিও অসাধারণ উচ্চ।"

ইন্‌স্পেক্টর বিহ্বল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে দুই এক মিনিট চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "বড়ই তাজ্জবের কথা মিঃ ব্লেক! এ সকল কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ গোল্ডবার্গের অনুরোধে আমি একটু খোঁজ খবর লইয়া ইহা জানিতে পারিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনি যে বড়ই অদ্ভুত কথা বলিতেছেন মিঃ ব্লেক! এ কি ভেল্‌কি? না, আপনি দৈবজ্ঞ? যে কথা কেহ জানে না, কাহারও অনুমান করাও অসাধ্য, তাহাই জানিয়া আপনি তাড়াতাড়ি সেই দস্যুর গুপ্ত আড্ডার পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়াছেন! সে প্যারাচুটের সাহায্যে এরোপ্লেন হইতে অক্ষত দেহে নামিয়াছে ইহাও জানিতে পারিয়াছেন? অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত ব্যাপার!—সরে জেলার অর্দ্ধেক পুলিশ সেই দস্যুর মৃতদেহের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর আপনি এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী বলিয়া আমার সঙ্গে মজা মারিতে আসিয়াছেন!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কাহারও সহিত মজা মারিবার অভ্যাস আমার নাই; বিশেষতঃ পুলিশের সঙ্গে পরিহাস করিতে আসিব—আমার সেরূপ অবসর ও প্রবৃত্তিরও সম্পূর্ণ অভাব। আপনি আর একটি কথা শুনিলে অধিকতর বিস্মিত হইবেন। যাহাকে আপনারা পাগল মনে করিয়াছেন, এবং এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অক্কা লাভ করিয়াছে এই অনুমানে যাহার মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ-বাহিনী সারা সরে জেলা চষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে—সেই ব্যক্তি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডেরই একজন পুরাতন বন্ধু" ( is quite an old friend of Scotland Yard's )

ইন্‌স্পেক্টর অধিকতর বিস্ময়ভরে বলিলেন, "স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেই পুরাতন বন্ধুটির নাম শুনিতে পাই না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে অদ্ভুতকর্ম্মা ওয়াল্‌ডো, রুপার্ট ওয়াল্‌ডো।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! সে ওয়াল্‌ডো? আপনি যে অতি

অদ্ভুত কথা বলিতেছেন মিঃ ব্লেক! ওয়াল্‌ডোর এই কাজ? আপনি ঠিক জানেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক না জানিলে আমি তাহার নাম বলিতাম না। আপনি এই মুহূর্ত্তেই মিঃ গোল্ডবার্গকে টেলিফোন করিয়া তাহাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করুন। আপনি কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সন্ধান লইয়া তাঁহার নিকট হইতে দুইখানি পরোয়ানা বাহির করিয়া লউন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "দুইখানি পরোয়ানা? একখানির প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু দ্বিতীয়খানি দিয়া কাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একখানির প্রয়োজন; দ্বিতীয় খানি গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা নহে—খানাতল্লাসীর পরোয়ানা; (a search-warrant.) এই দ্বিতীয় পরোয়ানা সঙ্গে না থাকিলে আপনাকে সার রড্‌নের আড্ডার দেউড়ি হইতে অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। সার রড্‌নে ঊদ্ধতপ্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি; তল্লাসী-পরোয়ানা দেখাইতে না পারিলে তিনি আপনাকে দেউড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবেন। আপনার পুলিশের পোষাকের খাতির করিবেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন মিঃ ব্লেক! সার রড্‌নে বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ। ভয়ঙ্কর খিট্‌খিটে মেজাজ। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতেও তিনি অপমান বোধ করেন। তল্লাসী-পরোয়ানা ভিন্ন সেই বুড়ার লেজে হাত দেওয়া অসাধ্য হইবে। কিন্তু এ যে বড়ই বিষম ব্যাপার! ওয়াল্‌ডো প্যারাচুট লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই একরোখা, প্যাঁচার মত গম্ভীর, অরণ্যবাসী বুড়ো ড্রমণ্ডের আড্ডায় নামিয়া তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে? অথচ আমাদের ধারণা হইয়াছে—সে এরোপ্লেন হইতে ছয় হাজার ফিট নীচে লাফাইয়া পড়িয়া অক্কা লাভ করিয়াছে! আমাদের এই ভুল ধারণার জন্য সে ভিন্ন অন্য কেহ দায়ী নহে। কিন্তু সে যেখানে নামিয়াছে—সেই স্থানটি অত্যন্ত দুর্গম। সেই স্থান হইতে পলায়ন করা আরও অধিক কঠিন। সে সেখানে ফাঁদে পড়িয়াছে। সেই ফাঁদেই আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের পূর্ব্বে যাহারা আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়—তাহারা নিরেট মূর্খ। ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করা অতি দুরূহ ব্যাপার, এ কথা আপনাকে স্মরণ করাইতে হইবে—ইহা জানিতাম না। ওয়াল্‌ডোর শক্তি কিরূপ অসাধারণ তাহা কি আপনি জানেন না? আমাদের আর বিলম্ব করা অনুচিত।—নিকটে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী আছে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, দুই মাইল দূরে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী আছে। তাঁহার নাম মিঃ ডব্‌লডে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার গাড়ী সঙ্গেই আছে, চলুন, সেই গাড়ীতে আপনাকে সেখানে লইয়া যাই। ইতিমধ্যে আপনি আপনার থানার কোন দারোগাকে বলিয়া রাখুন—সে যতগুলি কন্‌ষ্টেবল সংগ্রহ করিতে পারে সকলকে জুটাইয়া রাখুক।—ওয়াল্‌ডোকে বাঁধিবার জন্য ন্যূনপক্ষে এক ডজন বলবান কন্‌ষ্টেবলের প্রয়োজন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এ—ক ড—জ—ন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি বলিয়াছি—অধিক না হয়, কম হইলেও বার জন ত চাই-ই। ওয়ালডো পাঁচ সাতজনকে এক সঙ্গে জাপ্টাইয়া ধরিয়া, মাথার উপর তুলিয়া আছাড় মারিলে অন্য সকলে পলায়নের পথ পাইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আমি ওয়াল্‌ডোকে একবার হাতে পাইলে কোন মতে ছাড়িব না। তাহার হাতে হাতকড়ি আঁটিতে পারিলে সে যতই বলবান ও দুর্দ্দান্ত হউক—তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিব।"

স্মিথ বলিল, "মহাশয়ের কেবল বচন! তাহার হাতে হাতকড়ি আঁটিবার পূর্ব্বেই সে আপনাকে অন্ধকার দেখাইবে। আপনার চুয়ালে যদি একটি ঘুসি জাঁতাইতে পারে—তাহা হইলে আপনার একটি দাঁতও আস্ত থাকিবে না!"

ইন্‌স্পেক্টর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তোমার যে ভারি ভয় হে ছোকরা! তুমি তোমার দুধের দাঁত লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইও না। এক ডজন কন্‌ষ্টেবলের প্রয়োজন নাই; আমি বলিতেছি চারিজন লোক আমার সঙ্গে থাকিলেই তাহাকে কায়দা করিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ওয়াল্‌ডোর দেহে অসাধারণ শক্তি।"

ইন্‌স্পেক্টর বিরক্তিভরে বলিলেন, "আহা! আপনারা যে ভয়েই সারা হইলেন। আমার এই থানায় কয়েক জন কন্‌ষ্টেবল আছে—তাহারা ওয়াল্‌ডোর মত পাল্‌ওয়ানকে মাথায় তুলিয়া আছাড় মারিতে পারে। মুষ্টি যুদ্ধে তাহারা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। আপনি কিছু ভয় পাইবেন না মিঃ ব্লেক! ও ভার আমি গ্রহণ করিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টরটি দাম্ভিক, নিজের শক্তিতে তাঁহার অসামান্য বিশ্বাস। তাঁহার ধারণা হইল—ওয়াল্‌ডোকে তিনি মুঠায় পুরিয়াছেন, কেবল সার রড্‌নের অরণ্য-নিবাসে প্রবেশ করিতে যে বিলম্ব!—পরে জেলার যেখানে যত থানা আছে—সকল থানার পুলিশ সদলে এরোপ্লেন হইতে নিপতিত দস্যুর মৃতদেহের সন্ধানে ঘুরিতেছিল; প্রকৃত রহস্য কেহই জানিতে পারে নাই; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কয়েক মিনিটের মধ্যে হীরা-চোর ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করিয়া গারদে পুরিবেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা রহিবে না; সংবাদ পত্রে তাঁহার প্রশংসা ঘোষিত হইবে, এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি লণ্ডনের অন্যতম সহকারী পুলিশ কমিশনরের পদে উন্নীত হইবেন—ইত্যাদির সম্ভাবনায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে পলাতক ওয়াল্‌ডোর সংবাদ দিয়াছিলেন, এই তুচ্ছ কথাটি গোপন রাখিলে ক্ষতি কি? ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করাই প্রধান কাজ—তিনি স্বয়ং তাহা করিবেন।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ইন্‌স্পেক্টর স্থির করিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পরোয়ানা লইবার সময় তিনি মিঃ ব্লেককে সেখানে লইয়া যাইবেন না; মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোর সংবাদ আনিয়াছেন—ইহা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানিতে দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিলেন। এই শ্রেণীর স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ, 'হাম্‌-বড়া' পুলিশ কর্ম্মচারী দেশ-বিদেশে বিস্তর আছে তাহা তিনি জানিতেন। অনেকেই তাঁহার সাহায্যে খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন না; তাহাদের অকৃতজ্ঞতায় ব্যথিতও হইতেন না। তিনি যশ বা গৌরবের জন্য লালায়িত ছিলেন না।

ইন্‌স্পেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন; তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা পরোয়ানা লইয়া থানায় ফিরিয়া আসিয়া চারি জন কন্‌ষ্টেবলকে একখানি ভাড়াটে মোটর-গাড়ীতে তাঁহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর সার্জ্জেণ্টকে বলিলেন, "তোমরা প্রস্তুত?"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "হাঁ ইন্‌স্পেক্টর, আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মিঃ গোল্ডবার্গ এখনই এখানে আসিবেন—সংবাদ দিয়াছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "উত্তম; আমরা সেই হীরা-চোরটাকে গ্রেপ্তার করিয়াই ক্ষান্ত হইব না, হীরাগুলিও উদ্ধার করিতে হইবে।"

হঠাৎ টেলিফোনের ঝন্-ঝনি শুনিয়া সার্জ্জেণ্ট বলিল, "টেলিফোনে কে কি বলিতেছে শুনিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন মিঃ ব্লেক! কে কিজন্য টেলিফোনে ডাকাডাকি করিতেছে শুনিয়া আসি। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না কি? সেখানে সংবাদ দেওয়া দরকার।"

স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলিতেই প্রশ্ন শুনিলেন, "আপনি কি থানার ইন্‌স্পেক্টর?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, আপনি কে?"

উত্তর হইল, "আমি সার রড্‌নে ড্রমণ্ড।"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি নাম বলিলেন?"

উত্তর হইল, "আমি বলিলাম—আমার নাম সার রড্‌নে ড্রমণ্ড। ইন্‌স্পেক্টর, আপনি এই মুহূর্ত্তে দুই জন কন্‌ষ্টেবল আমার এখানে পাঠাইতে পারিবেন? হাঁ, দুই জন কন্‌ষ্টেবল। আমার এই অরণ্য-নিবাসে একজন অপরিচিত লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম—সে কোন দুরভিসন্ধিতে অবৈধরূপে এখানে প্রবেশ করিয়াছে। আমি তাহাকে ধরিয়া একটি কুঠুরীর

ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছি। আপনি দুই জন পাহারাওয়ালা পাঠাইলে সেই লোকটাকে তাহাদের জিম্বায় থানায় পাঠাইতে পারি।”

ইন্‌স্পেক্টর সোৎসাহে বলিলেন, “আপনার অরণ্য-নিবাসে ঐরূপ এক ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাবের কথা আমরাও শুনিয়াছি। লোকটাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে। আমরা তাহার সন্ধানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। আপনি আমাকে তাহার সংবাদ দেওয়ায় আনন্দিত হইলাম। আমরা এখনই যাইতেছি।”

ইন্‌স্পেক্টর টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, “সু-খবর আছে মিঃ ব্লেক! সার রড্‌নে ড্রমণ্ড টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিলেন তিনি তাঁহার আঙ্গিনায় সেই লোকটিকে দেখিতে পাওয়ায় তাহাকে ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাকে থানায় লইয়া আসিবার জন্য দুই জন কন্‌ষ্টেবল পাঠাইতে বলিলেন। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পরোয়ানা লইবার প্রয়োজন ছিল না, আমাদের পরিশ্রম অনর্থক হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সু-সংবাদ বটে; সার রড্‌নের সুমতি হইয়াছে দেখিতেছি!”—তিনি আড়চোখে স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলিল, “এ কি রহস্য তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন কর্ত্তা!”

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার গাড়ীতে উঠিলেন। স্মিথ তাঁহার পাশে বসিল। ইন্‌স্পেক্টর কন্‌ষ্টেবলগুলিকে লইয়া অন্য ট্যাক্সিতে সার রড্‌নের অরণ্য-ভবনের দিকে চলিলেন। মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে স্মিথকে বলিলেন, “আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই স্মিথ! সার রড্‌নের সাধ্যও নাই যে তিনি ওয়াল্‌ডোকে ধরিয়া ঘরে পুরিয়া রাখিবেন। হাঁ, ওয়াল্‌ডোর অঙ্গস্পর্শ করাও সার রড্‌নের অসাধ্য। তাঁহার সঙ্গে ওয়াল্‌ডো কোন ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। দুশ্চিন্তার বিষয় বটে!”

# নবম উল্লাস

## বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?

ওয়াল্‌ডো জুলিয়স্ গোল্ডবার্গের এটাচি কেস্ খুলিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল ; এটাচি-কেসের ভিতর একখানিও হীরা নাই দেখিয়া তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল।

সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "নাই ! একখানিও হীরা নাই ? অদ্ভুত কাণ্ড ! ইহা ব্লেকের কাজ ; চোরের উপর এরকম বাটপাড়ি ব্লেক ভিন্ন আর কেহই করিতে পারিত না ; কিন্তু সে কি করিয়া ইহা করিল ? লোকে বলে আমি অদ্ভুতকর্ম্মা ; কিন্তু ব্লেকের কি নাম দেওয়া যায় ? ভেল্‌কিওয়ালা, না ভূতুড়ে ?

"হীরাগুলা এখানে রাখিয়া যাওয়া আমার ভয়ঙ্কর বোকামী হইয়াছিল। কে জানিত ধূর্ত্ত ব্লেক ইহার সন্ধান পাইবে ? ব্লেক এখানে আসিয়াছিল—ইহা দশ মিনিট মাত্র পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি। কি অদ্ভুত লোক ব্লেক ! আমার কোন ফন্দী ফিকির তাহার নিকট গোপন রাখিবার উপায় নাই !"

কিন্তু সে মিঃ ব্লেককে গালি দিল না, তাঁহার উপর রাগও করিল না। মিঃ ব্লেকের অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ে সে বিস্মিত হইল। সে গোল্ডবার্গের নিকট হইতে হীরাগুলি কাড়িয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু সে লোভের বশীভূত হইয়া এই কার্য্য করে নাই। গোল্ডবার্গ অনেককে প্রতারিত করিয়াছিল, তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল ! এরোপ্লেন হইতে শূন্যে লাফাইয়া পড়িয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্যও সে উৎসুক হইয়াছিল। তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। সে সার রড্‌নের আশ্রম হইতে পলায়নের চেষ্টা করিত, এবং হয় ত কৃতকার্য্য হইত ; মিঃ ব্লেক সতর্কভাবে তাহার অনুসরণ করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিতেন কি না সন্দেহ ; কিন্তু সার রড্‌নের সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার গুপ্ত সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ওয়াল্‌ডো তাঁহার কার্য্যে আত্মনিয়োগের

জন্য প্রস্তুত হইল। সে পলায়নের ইচ্ছা ত্যাগ করিল। হীরাগুলি সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। সে সার রড্‌নের নিকট কয়েক মিনিটের ছুটী লইয়া হীরাগুলির সন্ধানে আসিল। সে গর্ত্ত খুঁড়িয়া এটাচি কেস্‌টি তুলিয়া ফেলিল, এবং তাহা খুলিয়া দেখিয়া মনে মনে যে সকল কথা বলিল, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে জানিত পুলিশ তাহাকে শীঘ্রই ধরিতে আসিবে, পুলিশ কৃত্রিম হীরাগুলি তাহার পকেটে পাইলে আসল হীরাগুলির সন্ধান করিবে না; কিন্তু ব্লেককে বিশ্বাস নাই!—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে সেগুলি গর্ত্ত হইতে তুলিয়া স্থানান্তরে রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক সেগুলি পূর্ব্বেই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

ওয়াল্‌ডোর আশক্তি তেমন অধিক ছিল না, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বিলাপ বা পরিতাপ করিত না; দুঃখে কষ্টেও তাহার প্রফুল্লতার হ্রাস হইত না। হীরাগুলি অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া সে মনে মনে বলিল, "হীরাগুলা গিয়াছে, বাঁচিয়াছি। আমার একটা দুশ্চিন্তা ছিল, তাহা দূর হইয়াছে। হীরাগুলির কথা ভুলিয়া, এখন যে খেলা খেলিতে হইবে—সেজন্য প্রস্তুত হই। পুলিশ এখনই বোধ হয় আসিয়া পড়িবে; তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে যাই।"

দশ মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলেন। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার সঙ্গে আসিলেন না; কারণ ইন্‌স্পেক্টরের ইচ্ছা ছিল—ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করিবার গৌরবটুকু তিনিই একাকী আত্মসাৎ করিবেন। (was very anxious to obtain all the credit.) তাঁহার এই কামনা পূর্ণ করিতে মিঃ ব্লেকের আপত্তি ছিল না। বিশেষতঃ ওয়াল্‌ডোর সম্মুখীন হইতেও মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হয় নাই। ওয়াল্‌ডোর গ্রেপ্তারের জন্য একমাত্র পুলিশই দায়ী, এবং ইহা পুলিশের কাজ—ওয়াল্‌ডোর মনে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যও তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল। (he wanted Waldo to imagine that this was entirely a police job.)

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া পথের ধারে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, ইন্‌স্পেক্টর কন্‌ষ্টেবলগুলাকে সঙ্গে লইয়া

ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছে। উহারা দল বাঁধিয়া চেষ্টা করিলেও কি ওয়াল্‌ডোকে ধরিতে পারিবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্‌ডো স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে উহাদের সাধ্য কি ? সে খপ্‌ করিয়া দুই হাতে একটা কন্‌ষ্টেবলের ঠ্যাং ধরিয়া তাহাকে সবেগে শূন্যে ঘুরাইতে আরম্ভ করিবে, এবং সেই সজীব গদার আঘাতে অন্যগুলিকে ধরাশায়ী করিবে। ইন্‌স্পেক্টর বেচারার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।”

স্মিথ বলিল, “ইন্‌স্পেক্টরকে আমরাই উৎসাহ দিয়া লইয়া আসিলাম, তাহাকে একটু সাহায্য করিব না ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টরকে সতর্ক করিয়াছি ; তাহাকে বলিয়াছি মাদার গাছে দাদ চুলকাইতে যাওয়া তাহার পক্ষে তেমন আরামদায়ক হইবে না, পিঠ ক্ষতবিক্ষত হইবে। কিন্তু লোকটা ভয়ঙ্কর দাম্ভিক ; গাধাটা আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে। ( he is fool enough to disregard my advice. ) এখন সে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার ফলভোগ করুক। তবে আমার বিশ্বাস ব্যাপার ততদূর পর্য্যন্ত গড়াইবে না। ওয়াল্‌ডো ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিবে।”

স্মিথ বলিল, “আপনার এরূপ অনুমানের কারণ কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “টেলিফোনে ইন্‌স্পেক্টরের আহ্বান। ওয়াল্‌ডোর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাহার সম্মতিক্রমেই সার রড্‌নে ইন্‌স্পেক্টরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপণ না করি—ইহাই ওয়াল্‌ডোর ইচ্ছা ছিল।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু ইহা আপনার অনুমান মাত্র।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অনুমান হইলেও এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সার রড্‌নের সহিত ওয়াল্‌ডোর কোন একটা গুপ্ত পরামর্শ হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ ওয়াল্‌ডো তাঁহার নিকট কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু ওয়াল্‌ডো জানিতে পারিয়াছে—আমি তাহার পলায়ন-রহস্য অবগত হইয়া তাহার অনুসরণ

করিয়াছি। সুতরাং পুলিশ ওয়াল্‌ডোর সন্ধান পাইলে তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিবে—ইহা তাহারা দুই জনেই বুঝিতে পারিয়াছে। সার রড্‌নের বিশ্বাস হইয়াছে—পুলিশ তাঁহাকে ওয়াল্‌ডোর সাহায্যকারী বলিয়া সন্দেহ করিবে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে ধরিয়া টানাটানিও করিতে পারে। ওয়াল্‌ডোর ন্যায় দুর্দ্দান্ত দস্যুকে তিনি প্রকাশ্য ভাবে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক—এই জন্যই নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের জন্য ওয়াল্‌ডোকে ধরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ওয়াল্‌ডোর কোন দুশ্চিন্তা নাই, সে জানে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেও থানা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিবে না; তবে সার রড্‌নেকে দোষমুক্ত করিবার জন্য সে সহজে ধরা দিলেও বিস্ময়ের কারণ নাই। ওয়াল্‌ডো এই দাম্ভিক আত্মসর্ব্বস্ব ইন্‌স্পেক্টরটার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিলে আমি অসুখী হইব না, বরং ইন্‌স্পেক্টরের একটু শিক্ষা হওয়াই উচিত। আমি ওয়াল্‌ডোর অহিত কামনা করি না, তাহা তুমি জান। সে সাধারণ দস্যু নহে, আমার বিশ্বাস অর্থলোভে সে প্রতারক গোল্ডবার্গের হীরাগুলি আত্মসাৎ করে নাই, তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহার সেই উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়াছে; হীরাগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়াছি; তবে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিয়া ফল কি?" (so why kick him?.)

স্মিথ বলিল, "আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন কর্ত্তা!"

কয়েক মিনিট পরে ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করা হইল। মিঃ ব্লেক দূর হইতে দেখিলেন, ইন্‌স্পেক্টর সগর্ব্বে ওয়াল্‌ডোর আগে আগে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছেন, এবং দুইজন কন্‌ষ্টেবল তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহার দুই পাশে চলিয়াছে। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন ওয়াল্‌ডো একবার হাত ঝাড়িলে কন্‌ষ্টেবল দুটো ছিট্‌কাইয়া দশ হাত দূরে পড়িত, কিন্তু সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল না; ক্ষুব্ধ ভাবে নতমুখে চলিতে লাগিল; আর দুই জন কন্‌ষ্টেবল তাহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওয়াল্‌ডোর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়াছ স্মিথ!—ওয়াল্‌ডো স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছে, নিতান্ত নিরীহের মত চলিয়াছে। সার রড্‌নে ওয়াল্‌ডোকে ধরাইয়া দিয়া কলঙ্কমুক্ত হইয়াছেন। কাজটা বেশ লেফাপা দুরস্ত হইয়াছে; কিন্তু

উহাদের চক্রান্তটা কি, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, শীঘ্রই ওয়াল্‌ডো নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে। না, রকম ভাল মনে হইতেছে না!"

স্মিথ বলিল, "সার রড্‌নে কোন দুষ্কর্ম্ম করিবার জন্য ওয়াল্‌ডোর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা বুঝিতে পারিতেছ না; তবে ওয়াল্‌ডো শীঘ্রই হাত খেলাইবে—এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। চল আমরা বাড়ী যাই; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টরকে আর একবার সতর্ক করিতে চাই। ইন্‌স্পেক্টর অপদস্থ হইয়া পরে আমার ঘাড়ে কোন দোষ চাপাইতে না পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর সার রড্‌নের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার গাড়ীর কাছে চলিলেন। ইন্‌স্পেক্টরকে অত্যন্ত উৎফুল্ল ও উৎসাহিত দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহাকে দুই একটি কথা বলিবার জন্য তাঁহার সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনার কপালে একজোড়া চোখ নাই কি? ডাকাত-টাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। আর কি উহার হাত পা নাড়িবার শক্তি আছে? উহাকে গারদে পুরিতে বিলম্ব হইবে না। আপনি কিন্তু আমাকে খুব ভয় দেখাইয়াছিলেন, মিঃ ব্লেক! কিন্তু আমি কি ভয় পাইবার পাত্র? কত ভয়ানক দস্যু গ্রেপ্তার করিয়াছি, আপনারা তাহাদের সম্মুখে যাইতেও সাহস করেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু ওয়াল্‌ডো খুব নিরীহ দস্যু নহে; আপনি সতর্ক থাকিবেন। দেখিবেন, সে কোনও সুযোগে যেন পলায়ন করিতে না পারে। ওয়াল্‌ডো ভয়ঙ্কর ফন্দীবাজ; উহার কৌশল সহজে কেহ বুঝিতে পারে না। এইজন্য যতক্ষণ আপনি উহার সঙ্গে থাকিবেন—খুব সতর্ক ভাবে—"

ইন্‌স্পেক্টর বাধা দিয়া বলিলেন, "থামুন মহাশয়! আমাকে আর আপনি কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিখাইতে আসিবেন না। পুলিশে চাকরী করিয়া গোঁফ পাকাইলাম

—উনি আসেন আমাকে উপদেশ দিতে! বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে? দেখুন, আপনারা গোয়েন্দার দল কখন কখন আমাদের কাজে লাগেন বটে, কিন্তু কয়েদীদের হেফাজাতে রাখা সম্বন্ধে পুলিশকে উপদেশ দিতে আসা আপনাদের গোস্তাকি ভিন্ন আর কি? আমার হাত হইতে পলাইতে পারে—এ রকম আসামীর আজও জন্ম হয় নাই।"

স্মিথ রাগ করিয়া বলিল, "চলুন কর্ত্তা, আর উহাকে হিতোপদেশ দিয়া ফল নাই। ওয়াল্‌ডো কি চীজ তাহা উহারা এখনও বুঝিতে পারে নাই; কেউটেকে 'হেলে' মনে করিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছে!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আসামীটাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি, উহার পকেট হইতে চোরা-হীরাগুলাও উদ্ধার করিয়াছি; আমার ক্ষোভের আর কোন কারণ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে! চোরা-হীরাগুলিও আপনি উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন?"

ইন্‌স্পেক্টর চক্ষু ঘুরাইয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "আলবৎ! আপনি কি আমাকে কাঁচা ছেলে মনে করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আপনার গোঁফের বহর দেখিয়া কাঁচা-ছেলে বলিয়া সন্দেহ হয় না, পাকা ধাড়ি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু হীরাগুলি উদ্ধার করিয়াছেন শুনিয়া আপনার বুদ্ধিতে একটু সন্দেহ হইতেছে! ওয়াল্‌ডো ভয়ঙ্কর খেলোয়াড় লোক; হীরাগুলি তাহার পকেটে পাইলে সেগুলি আসল হীরা বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতাম না।" (I wouldn't trust those diamonds.)

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ওয়াল্‌ডো যত বড়ই খেলোয়াড় হউক, আমাকে প্রতারিত করা তাহার অসাধ্য। আমার জন্য আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। আপনার উপদেশের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ।"

ইন্‌স্পেক্টর সদলে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা অদৃশ্য হইলে স্মিথ বলিল, "ইন্‌স্পেক্টরটার কি রকম অহঙ্কার—

দেখিলেন কর্ত্তা! উহাকে কিন্তু শীঘ্রই পস্তাইতে হইবে। আসল হীরাগুলি আপনার হস্তগত হইয়াছে শুনিলে লোকটা ক্ষেপিয়া না ওঠে। আপনার উপর উহার ভয়ঙ্কর রাগ হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টরের গাড়ী থানায় প্রস্থান করিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগারকে লইয়া তাঁহার মোটর-কার 'গ্রে প্যান্থারে' থানায় উপস্থিত হইলেন। থানার অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টরের মুখ চুণ; তাঁহার দর্প দম্ভ সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল; লণ্ডড়াহত কুকুরের মত অবস্থা! অপমানে ভয়ে তাঁহার বিশাল গোঁফ জোড়াটা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার দুরবস্থার কারণ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কিছুই যেন বুঝিতে পারেন নাই এই ভাবে বলিলেন, "খবর কি ইন্‌স্পেক্টর! আসামীকে গারদে পুরিয়াছেন ত?"

ইন্‌স্পেক্টর ঘাড় গুঁজিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আসামী ভাগিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "আসামী ভাগিয়াছে! আপনি বলিতেছেন কি? প্রায় আধ ঘণ্টা আগে আপনি জাঁক করিয়া বলিয়াছিলেন —আপনার হাত হইতে পলায়ন করিতে পারে—এরকম আসামীর আজও জন্ম হয় নাই! তবে কি সে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই পলায়ন করিল?"

ইন্‌স্পেক্টর কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "আর আমাকে লজ্জা দিবেন না মিঃ ব্লেক! এরকম অদ্ভুত কাণ্ড জীবনে আর কখন দেখি নাই। তাহার দুই হাতে হাত-কড়ি আঁটিয়া তাহাকে ট্যাক্সির পশ্চাতের আসনে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম; দুইজন কন্‌ষ্টেবল তাহার দুই পাশে বসিয়া তাহাকে কড়া পাহারায় রাখিয়াছিল। ট্যাক্সি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে থানার দিকে দৌড়াইতেছিল। ট্যাক্সি একটা উচ্চ বেড়ার পাশ দিয়া যাইবার সময় কয়েদীটা বন্দুকের গুলীর মত বেগে সেই বেড়ার উপর দিয়া লাফাইয়া পড়িয়াই অদৃশ্য! তাহার হাতকড়ি দ্বিখণ্ডিত হইয়া গাড়ীর ভিতর পড়িয়া ছিল। কোন কয়েদী হাতের হাতকড়ি হ্যাচ্‌কাটানে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ত্রিশ মাইল বেগের উপর ট্যাক্সি হইতে লাফাইয়া পলায়ন

করিতে পারে—ইহা কে বিশ্বাস করিবে? সেই বেড়াটি সাত আট হাত উচ্চ; সে এক লাফে সেই বেড়া ডিঙ্গাইয়া অদৃশ্য হইল!—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা ত আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়াছিলেন। ওয়াল্‌ডো কিরূপ ফন্দীবাজ ও চতুর তাহা শুনিয়াও আপনি সতর্ক থাকা প্রয়োজন মনে করেন নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কর্ত্তৃপক্ষ একথা জানিতে পারিলে আমার কৈফিয়ৎ চাইবেন, হয় ত আমাকে অপরাধী হইতে হইবে; কিন্তু আমি সতর্ক থাকিলেও কি তাহাকে সাম্‌লাইতে পারিতাম? আমার ত সতর্কতার কোন ত্রুটি হয় নাই! লোকটার অদ্ভুত পরাক্রম! তাহার কাজ দেখিয়া আমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে; তবে সুখের বিষয় তাহার হীরাগুলি পাইয়াছি। সে হীরাগুলি লইয়া পলায়ন করিতে পারে নাই।"

সেই সময় এক জন সার্জ্জেণ্ট বলিল, "মিঃ গোল্ডবার্গ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাঁহাকে এখানে লইয়া এস।"

মিঃ গোল্ডবার্গ ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হীরাগুলি পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া আনন্দে উৎসাহে তিনি যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত স্বরে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "আমার হীরাগুলি উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন—ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, মিঃ গোল্ডবার্গ, হীরাগুলি সমস্তই পাওয়া গিয়াছে। আসামী পলায়ন করিলেও চোরামালগুলি উদ্ধার করিতে পারিয়াছি—ইহাই যথেষ্ট সান্ত্বনার বিষয়; আমার গৌরবের বিষয়ও বটে। আপনার হীরাগুলি ঐ ডেস্কের ভিতর আছে—দেখুন, সকলগুলিই পাওয়া গিয়াছে কি না।"

গোল্ডবার্গ ডেস্কের দেরাজ টানিয়া হীরাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিরাশাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল। তিনি বিকৃত

স্বরে বলিলেন, "এগুলা ত আমার হীরা নয়;—এগুলা যে হীরাই নয়! এগুলা কৃত্রিম হীরা, মূল্যহীন কাচ মাত্র! আপনি চোরটাকে আমার সম্মুখে হাজির করুন। আমার মহামূল্য হীরাগুলির পরিবর্ত্তে এই তুচ্ছ কাচগুলা সে কোথা হইতে আনিল—তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে চাই। কি বিড়ম্বনা!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আসল হীরা নয়? কৃত্রিম! আপনি বলিতেছেন কি? ওগুলা যে আমি তাহার কোটের পকেটে পাইয়াছি।"

গোল্ডবার্গ সরোষে বলিলেন, "তাহার কোটের পকেটে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই কি উহা খাঁটি হইবে? আপনার ত খুব বুদ্ধি! শীঘ্র সেই চোরটাকে আমার সম্মুখে হাজির করুন। আমি তাহাকে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর হতাশ ভাবে বলিলেন, "আর হাজির করিয়াছি! বলিলাম না সে পলাইয়াছে? সে বেড়া ডিঙ্গাইয়া চম্পটদান করিয়াছে।"

গোল্ডবার্গ বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "চম্পটদান করিয়াছে? আসামী আমার হীরাগুলি লইয়া পলায়ন করিল, আর আপনি কতকগুলা তুচ্ছ কাচ কুড়াইয়া আনিয়া তাহাই আসল হীরা বলিয়া—"

মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া গোল্ডবার্গকে নিস্তব্ধ হইতে ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর ধীর ভাবে বলিলেন, "অত ব্যাকুল হইবেন না মিঃ গোল্ডবার্গ! আপনি আমাকে অপহৃত জহরতগুলির উদ্ধারের ভার দিয়াছিলেন কি না? সে কথা আপনার স্মরণ আছে কি?"

গোল্ডবার্গ বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। কিন্তু সে কথা এখন বলিয়া লাভ কি? আপনি ত কিছুই করিতে পারেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর কি করিয়াছেন তাহা আমার অজ্ঞাত। তবে আমি যে কাযের ভার লইয়াছিলাম—তাহাতে অকৃতকার্য্য হই নাই। আপনার হীরাগুলি আমি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আশা করি সকলগুলিই পাইলেন।"—তিনি হীরাগুলি গোল্ডবার্গের হাতে দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর হীরাগুলি দেখিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা কোথায় পাইলেন, ইহা ধারণা করা তাঁহার অসাধ্য হইল। গোল্ডবার্গ

হীরাগুলি দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন এবং উৎসাহ ভরে ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি অদ্ভুত মানুষ!—হীরাগুলি সমস্তই ত উদ্ধার করিয়াছেন! আপনার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। আপনি আপনার পারিশ্রমিকের জন্য বিল পাঠাইবেন, আপনি যত টাকার দাবী করিবেন তাহাই দিব! ('any figure you please.) আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "হীরাগুলি কি আপনার কাছেই ছিল মিঃ ব্লেক? এ কথা আপনি পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই কেন? আপনি এগুলি কোথায় পাইলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ গোল্ডবার্গ আমাকে এগুলির উদ্ধারের ভার দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার চেষ্টা বিফল হয় নাই। আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি—ইহাতে আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে না; অথচ আপনি অকৃতকার্য্য হওয়ায় আপনার সুনামের হানি হইতে পারে। মিঃ গোল্ডবার্গ যেন স্মরণ রাখেন—তাঁহার অপহৃত হীরাগুলি তিনি আপনারই নিকট পাইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিলে কর্ত্তৃপক্ষ আপনার প্রতি প্রসন্ন হইবেন; তাঁহারা দস্যুর পলায়নে ক্ষুব্ধ হইলেও আপনার যোগ্যতার প্রশংসা করিবেন। হীরাগুলি আমি উদ্ধার করিয়াছি—এ কথা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।"

গোল্ডবার্গ বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে। আপনার মনের কথা বুঝিয়াছি মিঃ ব্লেক! আপনি এই ইন্‌স্পেক্টরটিকে বাঁচাইতে চাহেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আজ আপনি আমার মান রক্ষা করিলেন। আপনি আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন। আপনি মহৎ; পূর্ব্বে আমি আপনার উদারতা ও মহত্বের ধারণা করিতে পারি নাই।"

ওয়াল্‌ডো পলায়ন করিলেও, ইন্‌স্পেক্টর হীরাগুলি উদ্ধার করিয়াছেন শুনিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার অসতর্কতার ত্রুটি মার্জ্জনা করিলেন। অতঃপর পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না; আর তাহার সন্ধান হইল না! কিন্তু মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—ওয়াল্‌ডো যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া

আসিয়াছে—তখন পুনর্ব্বার তাহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইতে অধিক হইবে না ; শীঘ্রই সে নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে।

মিঃ ব্লেকের এই অনুমান মিথ্যা নহে ; ওয়াল্‌ডো সার রড্‌নের অনু রক্ষা করিবার জন্য যে দুষ্কর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাঠক পাঠিক **'পেশাদারী প্রতিহিংসা'** নামক উপন্যাসে তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবে কিন্তু রহস্য-লহরীর ১৩৯ নং উপন্যাসে পুনর্ব্বার পল সাইন্‌সের আবির্ভাব হই তাহার নূতন সংবাদ জানিবার জন্যও সকলেই উৎসুক।

**সমাপ্ত**

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
Lib Gen
Bk Collection of
Late R.P. Gupta
through purchase
Rs. 75/-

'রহস্য-লহরী'র ১৩৯ নং উপন্যাস

## নেক্‌ড়ের আস্ফালন

পল সাইনসের নূতন কীর্ত্তি !

ম্যাজিষ্ট্রেটের ছদ্মবেশে অদ্ভুত কাণ্ড !!

নূতন রকম 'কাঁদুনে বোমায়' পুলিশ-কোর্ট লণ্ডভণ্ড !!!

পাঠে চমৎকৃত হউন।

( এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল )

Local/Central Sales Tax Declaration form be submitted immediately

Order No..... .....Date..... ..... .....

Ack. of Order No.....Date.....

Challan No .....Date.....

R/R No..... .....– .....Date .....

Prepared by..... ..... .. .. Checked by..... .....

PLEASE PAY BY A/C. PAYEE CHEQUE ONLY

ATTALABg

୫୨୨:୪୪-୬୨୨'୪"୨୮"
ଯୁଗନ୍ତ
କ (OR)